বইঘর নিবেদিত

ওয়েস্টার্ন

ধাওয়া

কাজী মাহমুদুর হোসেন

সবা প্রকাশনী

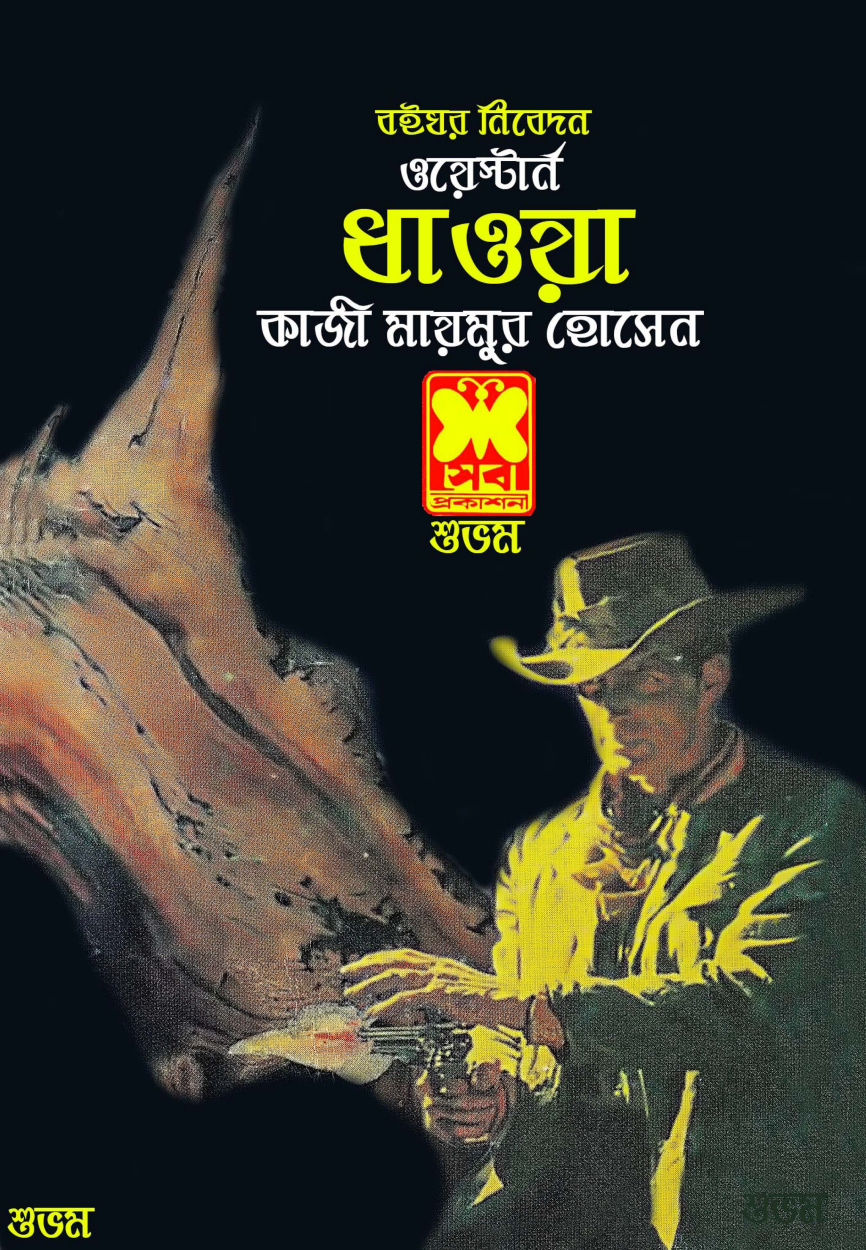

শুভম

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

ধাওয়া

কাজী মায়মুর হোসেন

দুই চিরশত্রু মার্শাল জো মিলার্ড আর ব্যাংক ডাকাত বিগ জিম ম্যাকেনলি। অবশেষে পরস্পরের দেখা পেল ওরা। শোডাউন হলো, তবে ওদের মধ্যে নয়।

ব্যাংক ডাকাতি ঠেকাবার আর কেউ নেই, অপকারী মেয়রের উপকার করতে ছুটল জো মিলার্ড। সঙ্গী হলো কে? বোঝা গেল ব্যাংক নয়, ট্রেন ডাকাতি হতে যাচ্ছে।

পনেরো-ষোলোজন নৃশংস আউট-লর সাথে লড়তে হবে। মিলার্ড কি পারবে একা?

মরলে মরবে, সিদ্ধান্ত নিল মিলার্ড, তবু বন্ধুর খুনীদের এমনি এমনি ছেড়ে দেবে না।

শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের ভেতর একটা ক্যানিয়নে উল্টে পড়া ট্রেনের পাশে মুখোমুখি হলো দু'পক্ষ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

ধাওয়া

কাজী মায়মুর হোসেন

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 8134 X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা রনবীর আহমেদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি পি. ও বক্স ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

DHAQWA
A Western Novel
By: Qazi Maimur Husain

আটাশ টাকা

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই SCAN EDIT ঘর

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ধাওয়া

ওয়েস্টার্ন

ধাওয়া

কাজী মায়মুর হোসেন

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিষ্ঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্নোন।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু।

বজলুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা।

প্রিন্স রিজভী তৌহিদ: শেষ মার।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক।

ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত।

টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র।

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ: ভবঘুরে।

শেখ আবদুল হাকিম: ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা নিষিদ্ধ।

এক

কালো ধোঁয়া চোখে পড়ার অনেক আগেই ট্রেন আসার শব্দ শুনতে পেল মার্শাল জো মিলার্ড। পাহাড়গুলোয় প্রতিধ্বনিত হয়ে কয়েকগুণ জোরাল হয়ে উঠেছে আওয়াজ, দূর দূরান্তে ধেয়ে যাচ্ছে। ট্র্যাকের কাছেই একটা রিজের ওপর চরছে কয়েকটা অ্যান্টিলোপ। কয়েকমুহূর্ত কান খাড়া করে যান্ত্রিক গর্জন শুনল ওগুলো, তারপর লাফাতে লাফাতে রিজ পেরিয়ে চলে গেল চোখের আড়ালে।

রেল ট্র্যাকের ধারে একটা উঁচু মত জায়গায় ঘোড়া থামাল জো মিলার্ড। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে, ট্রেন চলে যাবার পর ট্র্যাক পেরবে।

লম্বা-চওড়া দেহ মার্শালের। চর্বিহীন। পেশী কিলবিল করছে সারা শরীরে। গায়ের চামড়া তামাটে, বছরের পর বছর রোদে ঘোরার ফল। একটা গরম ট্রাউজার পরেছে সে, শেষ প্রান্ত বুটজুতোর মধ্যে গুঁজে নিয়েছে। গায়ের ছোট হয়ে যাওয়া বেঁটে জ্যাকেটের সবগুলো বোতাম এঁটেছে অক্টোবরের হিমেল হাওয়ার হাত থেকে বাঁচার আশায়। বের করার সময় জ্যাকেটের কোনায় যাতে বেধে না যায় সেজন্য উরুতে নিচু করে সিক্সগান ঝুলিয়েছে সে। হোলস্টার আর সিক্সগানের বাঁট, দুটোই বহু ব্যবহারে মসৃণ।

স্ক্যাবার্ডে রাখা পুরনো কারবাইনটা দেখে মনে হয় জিনিসটা তার দাদার আমলের।

জো মিলার্ডের সবকিছুই বুনো পশ্চিমের কঠোর মানুষদের মত। টিকে থাকার জন্য প্রচণ্ড খেটে এবং লড়াই করে অভ্যস্ত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বুনো পশ্চিমের সেই মুক্ত দিনগুলো প্রায় অতীত হয়ে গেছে। পশ্চিমের বন্যতা হার মেনে গিয়েছে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব আর তথাকথিত সভ্যতার কাছে। এখন সমাজের চোখে মার্শাল জো মিলার্ডের মত মানুষরা ফেলে আসা অতীতের স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

একটা পাহাড়ী বাঁক ঘুরে এগিয়ে এল রেলগাড়ি। রোদ লেগে টেণ্ডারে লেখা সোনালী হরফগুলো ঝকমক করে উঠল: গ্র্যাণ্ড মাউণ্টিন রেলওয়ে। এঞ্জিনিয়ার ট্র্যাকের পাশে নীরব আগন্তুককে দেখতে পেয়েছে। হুইসল বাজিয়ে শুভেচ্ছা জানাল সে। হাত তুলে প্রত্যুত্তর দিল মিলার্ড। রেল এঞ্জিন তাকে পেরিয়ে যাওয়ার পরও হাতটা নাড়তে থাকল বিরক্ত চেহারায়। কুচকুচে কালো ঘন ধোঁয়া সরাতে চাইছে মুখের কাছ থেকে।

আপনমনে বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করল জো মিলার্ড। ওর অতীত দিনের স্মৃতি মনে পড়েছে। তখনও এদিকে রেলগাড়ি চালু হয়নি, সতেজ বাতাসে ছিল মিষ্টি গন্ধ। তখনও যান্ত্রিক গর্জন আর শব্দ জট মানুষের কানের বারোটা বাজাত না, প্রাকৃতিক কলগুঞ্জনে নিজেকে মনে হত প্রকৃতিরই অংশ। এমনকি প্রথমদিকের রেলগাড়িগুলোও অত খারাপ ছিল না। ওগুলোতে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হত কাঠ, এখনকারগুলোর মত কয়লা নয়। কাঠের ধোঁয়ায় পাওয়া যেত প্রকৃতির গন্ধ।

চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বিশাল কালো স্ট্যালিয়নের পেটে আলতো করে স্পার ছোঁয়াল মার্শাল, ঢাল বেয়ে নেমে রেল ট্র্যাক পেরল। ডানে ঘুরে এগোল ছোট একটা পাহাড়ের দিকে। অসংখ্য পাইন গাছ জন্মেছে ওখানে, ঢালের পেছনে কি আছে কিছু দেখা যায় না গাছগুলোর কারণে।

হঠাৎ সকালের নীরবতা ভেঙে দিল বিকট শব্দ। উপরে কোথাও গর্জে উঠেছে ভারী কোনও অস্ত্র। আপনমনে হাসল মিলার্ড, রাস ধরে ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ করে ঢুকে পড়ল পাইনের জঙ্গলে। দু'মিনিট পর পৌঁছে গেল জঙ্গলের ওধারে ছোট একটা ফাঁকা জায়গায়। মজবুত একটা কাঠের কেবিন বানানো হয়েছে একধারে। কাছেই পড়ে আছে প্রাচীন একটা ভাঙা ওয়্যাগনের ধ্বংসাবশেষ। কেবিনের সামনে মাটিতে বেড রোল পেতে রাখা হয়েছে। পাশেই চুলো, বাতাস যাতে না লাগে সেজন্য চারদিকে পাথর দিয়ে ঘের দেয়া। ধোঁয়ায় কালো একটা কফিপট পাথরে ঠেকা দিয়ে আগুনের ওপর বসানো হয়েছে।

কেবিনের পেছনে কোথাও আবার হুঙ্কার ছাড়ল আগ্নেয়াস্ত্র। প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে গেল মিলার্ডের। কানের ওপরের অংশ চুলকাল সে। নড়ে চড়ে বসল স্যাডলে। ভাব দেখে মনে হলো এখনই ডাক দিয়ে দুষ্টুমি করতে মানা করবে বাচ্চা কোনও ছেলেকে।

বেখাপ্পা সাদা গোঁফওয়ালা হালকাপাতলা এক লোক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল কেবিনের পেছন ঘুরে। আপন মনে মুখ খিস্তি করছে সে। অস্বাভাবিক লম্বা নলের একটা প্রাচীন বাফেলো গান তার হাতে। ভেলভেটের জ্যাকেট আর স্ট্রাইপের প্যান্ট পরেছে।

বয়েসের ভারে কাপড়ের অণুপরমাণুর বাঁধন খসে যাওয়ার দশা। কানের ওপরে পুরানো একটা স্কার্ফ বেঁধেছে ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে। কালো একটা ময়লা হ্যাট চাপিয়েছে মাথায়।

লিয়োনেলের পুরো নাম জানে না কেউ। বিভারের দল মরে সাফ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত পাহাড়ে কাটিয়েছে সে। তারপর ফ্রন্টিয়ারের দুর্গগুলোতে শিকারের মাংস সরবরাহ করেছে। সভ্যতা যতই এগিয়ে এসেছে, ততই দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেছে লিয়োনেল। শেষ পর্যন্ত এসে আশ্রয় নিয়েছে লোকালয় থেকে বহুদূরের এই পাহাড়ে। নগরায়ণকে ঘৃণা করে বলে লোকে লিয়োনেলকে পাগল ভাবে। সর্বক্ষণ রেগে আছে বুড়ো। অবশ্য মিলার্ড জানে বেশির ভাগটাই বুড়োর ভান। অটুট বন্ধুত্ব ওর লিয়োনেলের সাথে। ওরা দু'জনেই আধুনিক সভ্যতার আগ্রাসী রূপকে অপছন্দ করে বলেই হয়তো পরস্পরকে বুঝতে পারে!

মিলার্ডকে দেখেইনি এমন ভঙ্গিতে পাশ কাটাল লিয়োনেল, রাগে গজ গজ করছে, 'লাল মাথা মুরগি চোর! ওর মাথা উড়িয়ে দেব আমি, হ্যাঁ, উড়িয়েই দেব। ওই লাল শয়তান শেয়াল···ওহ্, শেষ মুরগিটাও নিয়ে গেছে!'

এক নাগাড়ে খিস্তি খেউড় করে চলেছে লিয়োনেল, কিন্তু হাত থেমে নেই। বাফেলো গান রিলোড করে কেবিনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল সে। আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে মিলার্ডের দিকে তাকাল প্রথমবারের মত, তারপর খেঁকিয়ে উঠল, 'কি হলো, সারাদিন কি বোকার মত কাঠ হয়ে বসে থাকবে না কফির জন্য নামবে!'

টাকরায় শব্দ তুলে ঘোড়া থেকে নামল জো মিলার্ড। চুলোর সামনে গিয়ে বসে পড়ে দু'হাত মেলে দিল আগুনের ওপর। পট

নামিয়ে তোবড়ানো দুটো টিনের মগে কফি ঢালল লিয়োনেল।

'বেশ শীত, না?' মন্তব্য করল মিলার্ড।

'শুধু শীত! আমার লেজ থাকলে কাল রাতে ঠাণ্ডায় খসে যেত, জমে গিয়েছিলাম আরেকটু হলে।' বেডরোলের তলা হাতড়ে বাদামী রঙা একটা জগ বের করল লিয়োনেল, কর্ক খুলে উদার হাতে হুইস্কি ঢালল কফির মগ দুটোয়।

কালচে তরলে ভরা মগ হাতে নিল মিলার্ড, মাথা কাত করে কেবিন দেখাল। 'ভেতরে ঘুমালেই হয়!' বুড়োর চেহারা বিকৃত হয়ে উঠতে দেখে হাসল। জানে বুড়ো কি বলবে। লিয়োনেল কখনোই কেবিনের ভেতরে ঘুমায় না। খাঁচায় ঢুকলে নাকি দম বন্ধ হয়ে আসে, চাঁদের আলো দেখা যায় না। এত খেটে মজবুত কেবিন বানিয়েছে থাকার জন্য নয়, দেখতে যে সে কেবিন বানাতে পারে কি না।

'ফালতু কথা রেখে কফি খাও,' উপদেশ দিল লিয়োনেল।

মুচকি হাসল মিলার্ড, চুমুক দিল কফিতে। পরমুহূর্তেই চেহারা কুঁচকে গেল তার, চোখ কপালে তুলে কাশতে কাশতে দম নেয়ার চেষ্টা করল প্রাণপণে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর বেগুনি হয়ে যাওয়া চেহারা দেখল লিয়োনেল, তারপর মগে চুমুক দিয়ে অনেকখানি কফি গিলে ফেলল নির্বিকার চেহারায়।

শ্বাস ফিরে পেয়ে মিলার্ড বলল, 'হয় তুমি কফি বানানো ভুলে গেছ; না হয় হুইস্কি বেশি দিয়ে ফেলেছ! কিংবা এমনও হতে পারে যে এবার তুমি ঠিক মত হুইস্কি বানাতে পারোনি।'

'তোমার ধারণা ভুল। আসলে আমার ক্রীকের ওপর দিকে বোকা কয়েকটা মাইনার কাজ করছে, সমস্ত বর্জ্য ফেলছে পানিতে।

কিছুদিন পর সভ্য মানুষগুলো দুনিয়ার পানি এত ময়লা করে ছাড়বে যে গরুও মুখে নিতে চাইবে না।'

লিয়োনেলকে নির্দ্বিধায় কফির মগে চুমুক দিতে দেখে চেহারা কুঁচকে উঠল মিলার্ডের। জ্যাকেটের হাতায় ঠোঁট মুছে আরামের ঢেকুর তুলল বুড়ো, তারপর জানতে চাইল, 'হঠাৎ কোন্ কাজে এদিকে এলে, জো?'

'এমনি,' শ্রাগ করল মার্শাল। 'নিয়ম ধরে টহল দিচ্ছে আমার সুইটি।'

নাম ডাকা হলো কেন বোঝার জন্য কান খাড়া করে মালিকের দিকে তাকাল কালো স্ট্যালিয়ন, তারপর মাথা নিচু করে ঘাসে মুখ ডোবাল।

পকেট থেকে সস্তা টোবাকো বের করে অতিথির দিকে বাড়িয়ে ধরল লিয়োনেল। মিলার্ড অল্প একটু নেয়ার পর নিজে বিশাল এক চাকা তামাক মুখে পুরল। বুড়োর চোপসানো গালের একপাশ ফুলে ঢোল হয়ে গেল, তামাকের চাপে ফেটে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

'আমি ম্‌ম্‌ম্‌ম্…দেখেছি…ম্‌ম্‌ম্‌ম্,' ভেজা চিউইঙ তামাকে জড়িয়ে যাওয়ায় লিয়োনেলের বাকি কথা বোঝা গেল না। তামাকের ঢেলা অন্য গালে চালান দিয়ে আবার বলার চেষ্টা করল সে, 'এখানে…ম্‌ম্‌ম্‌ম্…'

'আহ্, কী জ্বালাতন!' অধৈর্য হয়ে বলল মার্শাল মিলার্ড। 'মুখ থেকে তামাক ফেলে বলো কি বলবে।'

কয়েক চিবুনি দিয়ে একগাদা খয়েরী থুতু আগুনে ফেলল বুড়ো। 'বলছিলাম এখানে বেশ কয়েকজন মানুষ দেখেছি। গতকাল ভোরে সমতলে ক্যাম্প করেছিল একদল লোক।'

'কারা ওরা?'

'জানি না। ওদের কাউকে আগে কখনও দেখিনি।'

'দেখে কি মনে হলো?'

'ছোটলোক।'

'মানে?' বিরক্তি চেপে জিজ্ঞেস করল জো। 'কি বলছ পরিষ্কার করে বলো, বুঝতে পারছি না।'

'বুঝলে না? ওরা ছোট ধরনের ছোটলোক। ভীষণ ছোটলোক বদমাশের দল!'

'কয়জন? কি করছিল?'

'বারো-চোদ্দজন হবে। সব ক'জন বিশ্রাম নিচ্ছিল। ভাব দেখে মনে হলো কিছু একটা ঘটাবার অপেক্ষায় আছে।'

কৌতূহলী চেহারায় সামনে ঝুঁকে পড়ল মিলার্ড। এই জনবিরল বন্য এলাকায় একসাথে এত লোকের উপস্থিতি আর যাই হোক, স্বাভাবিক নয়। 'চিন্তা করে দেখো, লিয়ো,' বলল সে, 'মনে করার চেষ্টা করো পরে দেখে চেনা যাবে তেমন কোনও বৈশিষ্ট্য ওদের কারও আছে কি না।'

'হুম্‌ম্‌, কয়েকজনকে পরস্পরের নাম ধরে ডাকতে শুনেছি। একজনের নাম লোকো, আরেকজনের নাম ছিল··· ছিল···' নিভে আসা আগুনে থোক করে এক দলা থুতু ফেলল বুড়ো লিয়োনেল, ডান হাতের তর্জনীতে সাদা গোঁফের প্রান্ত মোচড়াতে লাগল চিন্তিত চেহারায়। 'মনে পড়ছে না কেন!' কয়েকবার আনমনে বলার পর হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ম্যাক দিয়ে নাম। ম্যাক ট্রুডার? ম্যাককে? ম্যাকেনলি? ম্যাককেইন? এরকমই কিছু বলেই তো মনে হয়!'

'ম্যাকেনলি,' বলল জো মিলার্ড। উত্তেজনায় মেরুদণ্ড সোজা হয়ে গেছে তার। 'দেখতে কেমন?'

'পেছন দিক দেখেছি শুধু।'

'তাহলে পেছন দিক থেকে দেখতে কেমন সেটাই বলো!'

'ম্‌ম্‌, বাকি সবার চেয়ে লম্বা; তোমার চেয়েও বোধহয় বেশি হবে। জুতোয় মেক্সিকান স্পার পরে।'

চোখ জোড়া হারানো ধন খুঁজে পাওয়ার আনন্দে চকচক করে উঠল মার্শালের। 'ওর কাপড় জামা, ঘোড়ার রঙ কি?'

'সব কালো। এমন কি হোলস্টারও কালো। আমার মনে আছে, কারণ আজকালকার হামবড়া ছোকরাদের মত উরুতে সিক্সগান বাঁধে না লোকটা, অস্ত্র ঝোলায় কোমরের বেল্টে।'

উত্তেজনায় মিলার্ডের কপালের এক ধারে রগ লাফাতে লাগল, দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সে বলল, 'জিম ম্যাকেনলি! তুমি ওকেই দেখেছ, লিয়ো, ভুল হতে পারে না কোনও।'

'জিম ম্যাকেনলি? মানে সেই দুর্ধর্ষ ব্যাংক ডাকাত কিংবদন্তীর জিম ম্যাকেনলি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু আমি তো শুনেছিলাম রেড রিভার না কোথায় যেন কয়েক বছর আগে মারা গেছে সে!'

'আমিও তাই জানতাম,' গম্ভীর চেহারায় বলল মিলার্ড। 'কিন্তু ওর ব্যাপারে আগেও আমি ভুল শুনেছি।'

উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে ঘোড়ার সামনে পৌঁছে গেল সে। স্ক্যাবার্ড থেকে কারবাইন বের করে চেম্বারে একটা শেল ঢোকাল। আবার কারবাইন ভেতরে ভরে লাফ দিয়ে উঠে বসল

স্ট্যালিয়নে, তারপর বলল, 'কফির জন্য ধন্যবাদ।'

'জো,' এগিয়ে এসে বাফেলো গান হাতে ঘোড়ার পাশে দাঁড়াল বুড়ো লিয়োনেল, 'তোমার বাড়তি অস্ত্র দরকার পড়লে আমাকে শুধু একটা খবর দিয়ো।'

পরস্পরের দিকে উষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দুই বন্ধু। পনেরো বিশ বছর বয়সের তফাৎ কখনোই ওদের বন্ধুত্বে কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কথা বলল না কেউ, পরস্পরের আশ্বাস অনুভব করল হৃদয় দিয়ে। অবশেষে আলতো করে দু'আঙুলে হ্যাট ছুঁয়ে ঘোড়া ছোটাল মার্শাল জো মিলার্ড। পেছনে দাঁড়িয়ে আপনমনে হাসল বুড়ো লিয়োনেল। ভাবছে, বহুদিন পর বিপদের স্বাদ পাওয়া যাবে আবার।

দুই

প্রোগ্রেস। উঠতি একটা শহর। জনসংখ্যা পাঁচ হাজার দুশো ছাপান্ন। সময়ের সাথে সাথে দ্রুত তাল মিলিয়ে উন্নতি হচ্ছে শহরের। জনসাধারণ মোটামুটি সচ্ছল। ঘোড়াহীন ক্যারিজ কেনার মত টাকাও আছে অনেকের। পথচারী আর ঘোড়াগুলোকে প্রচণ্ড শব্দে ভয় দেখিয়ে শহরের রাস্তায় ছুটে চলে তারা যান্ত্রিক ক্যারিজে চড়ে।

কিন্তু শহরের উন্নতির সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে দুর্গ চেহারার একটা পাকা দালান। বিল্ডিঙের দরজা-জানালা শক্ত ইস্পাতে তৈরি। ঢোকার মুখে বাড়ির সদর দরজা থেকে ঝুলছে লম্বা একটা কাপড়ের ব্যানার। ওতে লেখা আছে: **'শীঘ্রি খুলছে—প্রোগ্রেসের প্রথম ন্যাশনাল ব্যাংক—শনিবার, পনেরোই অক্টোবর।'**

রাস্তায় রাস্তায় টাঙানো হয়েছে নীল, লাল, সাদা রঙের আরও অসংখ্য ব্যানার। ওগুলোতে আসন্ন টাউন ইলেকশনের কথা বলা হয়েছে। বেশিরভাগ ব্যানারেই লেখা: **মেয়র উইলিয়ামকে পুনর্নির্বাচিত করুন, শহরের উন্নতি অব্যাহত রাখুন। মেয়র উইলিয়াম আমাদের সবার প্রতিনিধি।**

সৌজন্য—প্রোগ্রেসের জনসাধারণ।

লাল-সোনালী রঙের একটা অটোমোবাইল রাস্তা ধরে ধেয়ে এল। ওটার চেন ড্রাইভ আর্তনাদ করছে গতির তীব্রতায়। মানুষ, কুকুর আর ঘোড়াগুলোকে প্রচণ্ড শব্দে হর্ন বাজিয়ে ভড়কে দিচ্ছে গাড়ির মালিক। একবার করে এঞ্জিন গর্জে উঠলেই কালো ধোঁয়ার মেঘ বের হচ্ছে গাড়ির টেইল পাইপ থেকে। গগল্‌স্ পরা ড্রাইভার ভারিক্কি চালে একহাতে স্টিয়ারিঙ হুইল আঁকড়ে ধরেছে, অন্য হাতে হর্নের রাবার বাল্ব টিপছে অনবরত।

রাস্তার একধারে বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে আছে একটা বারো-তেরো বছরের ছেলে। মুখ হাঁ করে অবাক বিস্ময় আর প্রশংসা মাখা চোখে দেখছে চমৎকার গাড়িটাকে। ছেলেটার বিরক্ত মা পাশে দাঁড়িয়ে। রুক্ষ, জাঁদরেল চেহারা মহিলার। ছেলের হাত ধরে অধৈর্য ভঙ্গিতে টান দিল সে, ধমকে উঠল, 'হ্যারি, কতবার না বলেছি রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব দেখতে হবে না! চলো!'

'এত সুন্দর বাগি আগে আর দেখিনি,' বকা খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে মায়ের দিকে তাকাল হ্যারি। 'আমাকে একদিন ওটাতে চড়াবে, মা?'

'ওই জঘন্য শব্দ করা নোঙরা বিপজ্জনক যন্ত্রটায়? না, কক্ষণও না!'

রাস্তার কিছুটা সামনে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে অনেক মানুষ। ওখান থেকে হৈ-হুল্লোড়ের আওয়াজ ভেসে আসছে, মাঝে মাঝে দু'একজন পিস্তলের নল আকাশে তাক করে গুলি ছুঁড়ছে। ছেলের হাত ধরে টানতে টানতে জনির সেলুনের সামনে ভিড় করে থাকা লোকগুলোর দিকে হাঁটতে শুরু করল মহিলা। জনির সেলুনের নিচতলাতেই শুধু সেলুন, ওপর তলায় ড্রিঙ্ক সার্ভ করার মেয়েগুলো

থাকে। সেলুন ড্যান্সারদের আখড়াও ওখানেই।

বদনাম আছে ওই সব মেয়েরা শুধু নাচগান আর ড্রিঙ্কই সার্ভ করে না, বাড়তি রোজগারের অন্য ধান্দাও করে। শহরের ভদ্রমহিলা সমিতি অনেকদিন হলো ওদের তাড়াতে চেষ্টা করছে, কিন্তু এতদিন তাদের কথায় কান দেয়নি মেয়র উইলিয়াম। সামনে ইলেকশন, তাই মহিলাদের ভোট পাওয়ার আশায় এখন কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয়েছে তাকে।

একে একে জনির সেলুন থেকে মুখে রঙ মাখা মেয়েগুলোকে বের করে আনা হচ্ছে, জোরজার করে তুলে দেয়া হচ্ছে রাস্তায় দাঁড়ানো একটা ওয়্যাগনে। জনি নিজে দাঁড়িয়ে আছে সেলুনের দরজায়। উদাস চোখে দেখছে মেয়েদের চলে যাওয়া। চেহারায় তার ভাবান্তর নেই, জানে, ইলেকশনের পরেই আবার ফেরত আসবে ওরা।

বোর্ডওয়াকে দাঁড়ানো ভদ্রমহিলারা ঘটনা দেখছে চোখে উৎসাহ নিয়ে। তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে বিজয়ের আনন্দ। ভীড়ের মধ্যে দাঁড়ানো বেশির ভাগ পুরুষেরই চেহারায় কি যেন হারানোর একটা দুঃখ দুঃখ ভাব। অনেকেই বউ সন্দেহ করবে এই ভয়ে চেষ্টাকৃত হাসি ঠোঁটে লটকে রেখেছে। পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে হৈচৈয়ে ব্যস্ত লোকগুলো পুরোদস্তুর মাতাল, কি হারাতে যাচ্ছে বোঝার অবস্থায় নেই ওরা।

ভীড়ের পেছনে দাঁড়ানো এক মহিলার পাশে থেমে দাঁড়াল হ্যারির মা। রুক্ষ, কর্কশ স্বর যতটা সম্ভব নরম করে বলল, 'এখনই সময় ওই নোঙরা সেলুনটা বন্ধ করে দেয়ার। অনেকদিন হলো আমাদের শহরের কলঙ্ক হয়ে আছে জায়গাটা। কি বলেন?'

মিসেস ট্র্যাভার ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। 'ঠিক, মিসেস বেন্টহ্যাম, একদম ঠিক বলেছেন!'

মা আলাপে মনোযোগী হয়ে পড়ায় আস্তে করে হাত ছাড়িয়ে নিল হ্যারি, অদম্য কৌতূহল মেটাতে ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল কি হচ্ছে দেখার জন্য।

এক তরুণীকে পাঁজাকোলা করে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। মেয়েটার প্রতিবাদ, কিল, চড় গ্রাহ্য না করে এগোল সে ওয়্যাগনের দিকে। এতক্ষণ ঠিক জুত করতে পারছিল না, হঠাৎ মওকা পেয়ে প্রচণ্ড থাপ্পড় বসাল তরুণী ভার বাহকের গালে। এত জোর শব্দ হলো যে এক ব্লক দূর থেকে কেউ শুনলে মনে করত টুটু বোর রাইফেলের আওয়াজ। করতালি দিল কয়েকজন মাতাল। রাগে লাল চেহারায় তরুণীকে ওয়্যাগনে প্রায় আছড়ে নামিয়ে ধুপধাপ পা ফেলে চলে গেল লোকটা।

এরপর সেলুন থেকে বেরল দুঃখী দুঃখী চেহারার এক তরুণ। সোনালী চুলের এক অনিচ্ছুক মেয়েকে কব্জি ধরে হেঁচড়ে আনছে সে। হাতের কার্পেট ব্যাগ দিয়ে তরুণকে বাড়ি দেয়ার চেষ্টা করল মেয়েটা। না পেরে রাগে চেঁচাল উঁচু গলায়। 'কাল রাতে আরও কিছুক্ষণ থাকতে অনুরোধ করেছিলে, ভুলে গেছ, জেস?'

হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল তরুণী, কার্পেট ব্যাগ ঘুরিয়ে আঘাত করল তরুণের পেটে। মাটিতে চিতপাত হয়ে আছড়ে পড়ল তরুণ ভারসাম্য হারিয়ে। সে ওঠার চেষ্টা করতেই এক পা সামনে বেড়ে প্যান্টের পেছন দিকটায় গায়ের জোরে লাথি কষাল তরুণী। 'ভদমহিলাদের সাথে যেরকম ব্যবহার করো এখন থেকে আমার সাথেও করবে, নাহলে এরপর আর পেছনে লাথ্ মারব

না।'

হৈহৈ করে উঠল মাতালের দল। একজন জড়ানো স্বরে জানতে চাইল, 'লেগেছে নাকি, জেস?'

লজ্জায় লাল হয়ে গেল তরুণের চেহারা, হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তরুণীর কাঁধ আঁকড়ে ধরল সে। মেয়েটা মোচড় মেরে সরে যাওয়ায় কাপড় ছিঁড়ে তার হাতে রয়ে গেল। উন্নত বক্ষ দু'হাতে ঢাকল তরুণী উপায় না দেখে।

'জেনি,' শ্বাসের ফাঁকে বিড়বিড় করল জেস, 'তুমি তো জানো ব্যাপারটা ব্যক্তিগত না; মেয়রের আদেশ!'

'ব্যক্তিগত না?' উঁচু গলায় চেঁচিয়ে উঠল তরুণী। 'তাহলে জীবনে প্রথম ব্যক্তিগত কারণ ছাড়া আমার গায়ে হাত দিয়েছ তুমি!'

হাসি ঠাট্টা আরম্ভ হয়ে যেতে ভীড়ের মধ্যে হাওয়া হয়ে গেল জেস। সেলুন থেকে এবার যে মেয়েটা বেরিয়ে এল তাকে কেউ ধরে আনেনি, স্বেচ্ছায় এসে ওয়্যাগনে উঠল সে। চেহারা হ্যারির খুবই পরিচিত, তাই হাত নেড়ে সে চেঁচাল মেয়েটার উদ্দেশে, 'হাই, জোলিন?'

ভীড়ের মধ্যে বাচ্চা ছেলেটা কথা বলেছে বুঝে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গিয়েছে জোলিন। কোনমতে বলল, 'তোমাকে আমি চিনি না। চিনি?'

হ্যারি কথা বলার আগেই ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এল ওর মা। হাত আঁকড়ে ধরে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দেখে ঘাড় বাঁকিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল হ্যারি। 'বাই জোলিন!'

ওয়্যাগনে বসে বোকা বোকা চেহারায় জোলিন আপন মনে আওড়াল। 'বুঝলাম না! কাস্টোমার হলে নিশ্চয়ই মনে পড়ত!'

ভীড় পেরিয়ে আসার পর হ্যারিকে ছেড়ে দিল তার মা, কোমরে হাত রেখে বলল, 'শয়তান ছেলে! বলো ওই···ওই জঘন্য প্রাণীর সাথে কোথায় দেখা হয়েছে তোমার!'

চেহারা দেখে মনে হলো মায়ের কথা হ্যারি শুনতেই পায়নি। বোর্ডওয়াকের ওপর দিয়ে খাবার বয়ে বাসায় চলেছে একসার পিঁপড়ে, ওদিকেই তার নজর। মিসেস বেন্টহ্যাম রাগে মাটিতে পা ঠুকল, গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়েছে ইতিমধ্যে।

'হ্যারি বেন্টহ্যাম, কথা বলছ না কেন! তুমি ওই মহিলাকে চিনলে কোত্থেকে?'

জীববিজ্ঞানের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে মুখ তুলল হ্যারি। শ্রাগ করে বলল, 'আসলে আমি চিনি না, মা। জোলিন বাবার বন্ধু।'

সবক'জন ওয়েইট্রেসকে ওয়্যাগনে তুলে দেয়া হলো। শহরের একপ্রান্তে ট্রেনের হুইসল বাজাচ্ছে অধৈর্য ড্রাইভার। দক্ষিণ দিক থেকে রেল লাইনের পাশ দিয়ে শহরে ঢুকল মার্শাল জো মিলার্ড। রেল এঞ্জিনের কাছ দিয়ে যাবার সময় শুনতে পেল এঞ্জিনিয়ার মুখ খিস্তি করছে কয়েকটা বাজারে মেয়ের জন্য দেরি করতে হওয়ায়।

প্রোগ্রেসের বড় রাস্তার ওপর চোখ পড়তেই মিলার্ড দেখল একটা ওয়্যাগন আসছে স্টেশনের দিকে। মেয়ে ভরা ওয়্যাগনের পেছনে পেছনে হেঁটে এগোচ্ছে ওদের অসংখ্য ভক্ত। ঘোড়া থামিয়ে কৌতূহলী চোখে তাকাল মার্শাল। দুটো গাড়ি এসে কড়া ব্রেক করে থামল দু'পাশে। ভয় পেয়ে পাগলের মত লাফাতে শুরু করল ওর স্ট্যালিয়ন। জন্তুটাকে সামলে নেয়ার পর ড্রাইভারদের দিকে শীতল চোখে তাকাল সে, ওদের কোনও কথার জবাব দিল না।

ওয়্যাগন স্টেশনে পৌঁছতেই প্রতিবাদের ঝড় উঠল মেয়েদের মাঝে। মেয়র ওদের কথা দিয়েছিল প্রাইভেট বগি দেয়া হবে, অথচ এখন দেখা যাচ্ছে ক্যাটল ট্রেনের বগি। মেঝেতে এখানে ওখানে গোবর পড়ে আছে। ট্রেন ছেড়ে দেয়ার পরও চেঁচামেচি থামাল না মেয়েরা।

জো মিলার্ডের ডেপুটি হার্বার্ট উইলকারের সাথে ভীড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়র উইলিয়াম। তরুণ ডেপুটির মত রোগা দুর্বল নয় মেয়র। অত্যন্ত সুদর্শন। দোহারা গড়ন। কাপড়চোপড়ে আভিজাত্যের ছাপ। সেন্ট লুইসের সেরা দরজিকে দিয়ে কোট-প্যান্ট বানায় সে। কোটের বুক পকেটে ফুল গুঁজে রেখেছে, পাশ থেকে ঘড়ির সোনার চেন বের হয়ে আছে। এক কথায় মেয়র লেডি কিলার। গুজব আছে ব্যালট বাক্স আর সুন্দরী মেয়েদের দিকে একই সাথে নজর রাখতে গিয়ে তার নাকি চোখের অসুখ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

পাশে দাঁড়ানো তরুণ ডেপুটিকে দেখে কাকতাড়ুয়া ভেবে ভুল হতে পারে যে কারও। মেয়রের চেয়ে অন্তত এক হাত লম্বা সে। হঠাৎ বড় হয়ে যাওয়া স্কুলের ছাত্রদের মত লাগছে তাকে দেখতে। শার্ট-প্যান্ট ছোট হয়ে গিয়েছে খেয়াল নেই। মার্শাল জো মিলার্ডের ডেপুটি হতে পারায় তার মনে কোনও গর্ব নেই, কখন কি ভুল হয়ে যায় এই ভয়ে তটস্থ থাকে সর্বক্ষণ। চাকরি যাতে হারাতে না হয় সেজন্য মেয়র আর মার্শাল, দু'জনকেই তোষামোদ করে চলে।

'আমি···আমি ভাবিনি এত লোক হবে,' ভীড়ের ওপর চোখ বুলিয়ে ডেপুটির চেহারায় অস্বস্তি ফুটে উঠল।

'যত লোক তত ভাল প্রচারণা, হার্বার্ট,' জ্ঞান দিচ্ছে এমন

ভঙ্গিতে বলল মেয়র, 'আর প্রচারণা যত ভোটও তত। আমার কাছ থেকে শেখো এসব।'

কুৎসিত চেহারার এক মহিলা ঝড়ের গতিতে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। 'চমৎকার কাজটার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেই হয়, মেয়র। ওই···ওই মেয়েগুলো সমাজের ঘা হয়ে ছিল।'

'আমার ধন্যবাদও গ্রহণ করুন, মিসেস পিটারসন। আপনার সাথে আমিও একমত, ওদের তাড়ানো তো আমার কর্তব্য ছিল। কি আর এমন করেছি,' লাজুক লাজুক হাসি উপহার দিল মেয়র উইলিয়াম।

মহিলার চর্বিসর্বস্ব টেকো স্বামী পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। চেহারা বিকৃত করে রেখেছে লোকটা, দেখে মনে হচ্ছে এখনই কান্নায় ভেঙে পড়বে। রউয়ের পেছন পেছন চলে যাচ্ছিল সে, কাঁধে চাপড় দিয়ে মেয়র ফিসফিস করে বলল, 'মন খারাপ কোরো না, এলিয়াস, সবাইকে বলে দিয়ো ইলেকশনের পরেই মেয়েরা এখানে ফেরত আসবে।'

না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন, এতই দ্রুত হাসিখুশি হয়ে উঠল স্বামীপ্রবর। থেমে পড়ে মেয়রের হাত আঁকড়ে ধরে বলল, 'দারুণ। তোমার মত লোকের জন্যই এখনও টিকে আছে আমাদের সমাজ।'

'না, না, এ তো কিছুই নয়; আমার কর্তব্য,' হাত ছাড়িয়ে নিল মেয়র। 'যাই, অফিসে যেতে হবে। পাবলিক সার্ভেন্টের কাজের শেষ নেই, কি আর করা!'

'এক মিনিট, মেয়র,' পেছন থেকে চেনা কণ্ঠস্বর ডাক দেয়ায় এক সাথে ঘুরে দাঁড়াল ডেপুটি আর মেয়র।

ওদের পাশে এসে ঘোড়া থেকে নামল মার্শাল। কণ্ঠে চাপা

উত্তেজনা নিয়ে বলল, 'পাসি করতে বিশ পঁচিশজন লোক লাগবে আমাদের।'

'পাসি?' প্রতিধ্বনি তুলল মেয়র। 'কেন?'

'ওদের অস্ত্র আর গোলাবারুদ বেশী করে নিতে বোলো। আমরা…'

'দাঁড়াও দাঁড়াও,' হাত তুলে বাধা দিল মেয়র। 'ধীরে সুস্থে বলো দেখি পাসির কথা কি বলতে চাও।'

মিস্টার এলিয়াস পিটারসন বিদায় নিয়ে চলে গেল। কথা বলার আগে বাইরের কেউ শুনছে না নিশ্চিত হয়ে নিল মার্শাল, তারপর বলল, 'শনিবার সকালে ব্যাংকের টাকা নিয়ে ট্রেন আসছে না?' মেয়র মাথা ঝাঁকানোয় গম্ভীর হয়ে গেল তার চেহারা। গলার স্বর আরও কয়েক পর্দা নামিয়ে বলল, 'আমার ধারণা ওই ট্রেনে ডাকাতি হবে।'

'ট্রেন ডাকাতি?' বিস্ফারিত চোখে বিড়বিড় করল ডেপুটি হার্বার্ট।

'অসম্ভব,' মাথা নাড়ল মেয়র। 'জো বয়, ভুলে যাচ্ছ কেন যে পশ্চিমের সেই আগের অবস্থা আর নেই; এযুগে ওরকম পাগলামি আর কেউ করে না।'

'জিম ম্যাকেনলিকে টেরিটোরিতে দেখা গেছে,' মুখ কালো করে বলল মিলার্ড।

যা আশা করেছিল প্রতিক্রিয়া সেরকম হলো না। ফাঁকা দৃষ্টিতে মার্শালের দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়র আর ডেপুটি। কিছুক্ষণ পর মেয়র জানতে চাইল, 'জিম ম্যাকেনলি আবার কে?'

এবার জো মিলার্ড বোকার মত একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল

মেয়রের দিকে। ওর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ভিন গ্রহের আগন্তুক দেখছে। 'জিম ম্যাকেনলি কে?' আবার জানতে চাইল মেয়র।

'এদেশের সবচেয়ে কুখ্যাত ব্যাংক ডাকাত,' শ্বাসের ফাঁকে বলল জো মিলার্ড।

'মানে, বলতে চাইছ সেই ট্রেন-ডাকাত জিম ম্যাকেনলি?' চোখ সরু হয়ে গেল মেয়রের। জানে, বছর বিশেক আগে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল এই লোক। কোনও শেরিফ বা মার্শাল কখনও ধরতে পারেনি তাকে। গত ডাকাতির সময়েও মারাত্মক আহত অবস্থায় পালিয়েছে সবাইকে কাঁচকলা দেখিয়ে।

'হ্যাঁ, সেই জিম ম্যাকেনলি; জেসি জেমসের চেয়েও বিপজ্জনক ডাকাত।'

ভ্রূ কুঁচকে মাথা চুলকাতে ব্যস্ত ডেপুটি জিজ্ঞেস করল, 'টেক্সাসের কোথায় যেন মরেছে না সে? আমার যতদূর মনে পড়ে...'

উপযুক্ত গুরুত্ব বোঝাতে পারছে না বলে ধৈর্য ধরে রাখা কঠিন হলো মিলার্ডের। বলল, 'মরলে আমি এখানে এসে বলতাম না যে ডাকাতি করার জন্য হাজির হয়েছে ম্যাকেনলি। এ ব্যাপারে তোমার কি মতামত, মিস্টার উইলকার?'

'কিন্তু বইতে পড়েছি...'

'বইতে কি আবোল তাবোল পড়েছ তাতে কিছু যায় আসে না,' প্রায় ধমকে উঠল মার্শাল। 'আমি বলছি সে বেঁচে আছে!'

'তো এখন কি করতে চাইছ তুমি, জো বয়?' মোলায়েম স্বরে হাসি হাসি চেহারায় জানতে চাইল মেয়র।

'ফালতু কথা বন্ধ করে পার্সি নিয়ে ওদের ধরতে যেতে চাইছি,'

গোমড়া মুখে বলল মিলার্ড। খেয়াল করে দেখল মেয়রের হাসি অম্লান। পাঁড় রাজনীতিক।

'পরে যদি শহরের সবাই তৈরি হয়ে ওখানে গিয়ে দেখে খবরটা ভুয়া, তাহলে খুব খারাপ হবে আমার,' বলল সে, 'আর তাছাড়া এতদিনে আউট-লর বয়স হবে বোধহয় একশোর কাছাকাছি।'

রাগে লাল চেহারায় উরুতে চাপড় দিল মার্শাল মিলার্ড। 'ম্যাকেনলির বয়স বড় জোর পঞ্চাশ। বিশ বছর আগেও ওকে ধাওয়া করেছি আমি। আমার চেয়ে খুব বেশি হলে পাঁচ-সাত বছরের বড়।'

'ঠিক আছে, জো বয়। তোমার অফিসে চলো, আলাপ করতে হলে পরিবেশ দরকার,' হাঁটতে শুরু করল মেয়র।

ছোট একটা অগোছাল ঘরে জো মিলার্ডের অফিস। চার দেয়ালের রঙ দেখা যায় না, অসংখ্য ওয়ান্টেড পোস্টারে ঢেকে গেছে। বদ্ধ বাতাসে সিগারের ধোঁয়ার গন্ধ। এক কোণের র‍্যাকে কয়েকটা রাইফেল। ওগুলো ছাড়া ঘরের আর সবকিছু ধূলিময়।

মেয়র ডেস্কের ওধারে কাঠের চেয়ার টেনে বসার পর হলুদ রঙের জীর্ণ একটা পোস্টার ড্রয়ার থেকে বের করল জো মিলার্ড। মেয়রের দিকে বাড়িয়ে ধরল। কাগজে কমবয়সী চমৎকার চেহারার এক লোকের স্কেচ আঁকা, নিচে বড় বড় অক্ষরে লেখা: 'ওয়ান্টেড! জিম ম্যাকেনলি—ট্রেন এবং ব্যাংক ডাকাত। পুরস্কার দুই হাজার ডলার।'

'এই লোক,' আঙুলের ইশারায় ছবি দেখিয়ে বলল মার্শাল।

অন্যকিছু ভাবছে মেয়র, অন্যমনস্কভাবে স্কেচ দেখল। উঠে দাঁড়িয়ে জানালা খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বলল, 'এঘরে পরিষ্কার বাতাস ঢোকে না কতদিন কে জানে!'

পোস্টার দেখায় ব্যস্ত মিলার্ড কোনও জবাব দিল না। হেঁটে গিয়ে ডেপুটির অফিসে ঢোকার দরজা খুলল মেয়র। খোলা জানালা পথে আলো ঢুকছে ঘরে। প্রতিটা জিনিস ঠিক জায়গা মত সাজানো আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেখে বোঝার উপায় নেই ব্যাচেলরের অফিস।

'হ্যাঁ, এইটা হলো অফিস,' পেছন পেছন আসা মার্শাল আর ডেপুটির উদ্দেশে বলল মেয়র। 'মানুষ অন্তত এঘরে বসে কাজ করতে পারবে। আলো বাতাস আছে, দম বন্ধ হয়ে আসে না।' দুঃখিত চেহারায় কান চুলকে নিয়ে মিলার্ডের দিকে তাকাল সে। 'আমার ধারণা বন্ধ ঘরে বসে কাজ করো বলেই তোমাকে দেখতে বুড়ো বুড়ো লাগে। ওই ঘর দেখে কে বলবে ওটা অফিস!' উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে ডেপুটির দিকে তাকিয়ে হাসল মেয়র। 'হ্যাঁ, উইলকার, তোমার অফিস দেখে ভাল লাগল। পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে ভাল সংগঠনের চিহ্ন, আর ভাল সংগঠন হচ্ছে সৃষ্টির জরায়ু।'

'আমার ধারণা,' শুকনো চেহারায় মেয়রের হাতে ধরা পোস্টার দেখিয়ে বলল মার্শাল, 'শনিবার ব্যাংকের এক লক্ষ ডলার ট্রেন থেকে নামার আগেই ছিনিয়ে নেবে ম্যাকেনলি, আর তখনও ভাল লাগবে তোমার!'

আরেকবার পোস্টার দেখল মেয়র। 'এই নোটিশ তো বিশ বছর আগের। তোমার কি ধারণা সে এখনও বিপজ্জনক?'

'হ্যাঁ, জিম ম্যাকেনলি তুলনাহীন। এখানে হাজির হয়েছে সে, বর্ণনা দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'বর্ণনা?' ভ্রূ কুঁচকে গেল মেয়রের। 'তারমানে তুমি তাকে দেখোনি, জো বয়। কে দেখেছে?'

'লিয়োনেল।'

হেসে ফেলল মেয়র। পাগল লোকটাকে সে চেনে ভালমতন। কি বলতে কি বলে ঠিক নেই, ওর কথার কোনও দাম দেয়া বোকামি। 'জো, তোমার কি মাথা খারাপ নাকি যে পাহাড়ী পাগলটার কথা বিশ্বাস করছ! পাসি নিয়ে ম্যাকেনলির ভূতকে খুঁজতে বেরলে সারা শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে।'

'লিয়োনেল পাগল না,' উত্তেজিত স্বরে বলল মার্শাল। 'ওর কথা বিশ্বাস করা যায়।'

'না, না, জো বয়,' মোম দেয়া গোঁফে মোচড় মেরে মাথা নাড়ল মেয়র। 'এতবড় ঝুঁকি আমি নিতে পারি না। সামনেই ইলেকশন। বিশ পঁচিশ জন সশস্ত্র লোক জোগাড় করে সোনার হরিণ খোঁজার জন্য পাঠালে আমার জেতার সম্ভাবনা শূন্য। তাছাড়া, প্রোগ্রেসের লোকরা টেরিটোরিতে হাসির পাত্র হয়ে যাবে।'

'কিন্তু...'

হাত তুলে থামিয়ে দিল মেয়র। 'আমাকে কথা শেষ করতে দাও, জো বয়। তুমি যদি ম্যাকেনলিকে নিজের চোখে দেখতে, আমি পাসির ব্যাপারে আপত্তি করতাম না। কিন্তু পাগলের কথায়...।' মার্শালের কাঁধ চাপড়ে দিল সে। 'বাড়ি যাও, জো, তোমার বিশ্রাম দরকার। ঘুমাও গিয়ে। চুরি ডাকাতির কথা ভুলে আরাম করো। যুগ পাল্টে গেছে, এখন আর ব্যাংক বা ট্রেন ডাকাতি হয় না।'

'আমি এখনও প্রোগ্রেসের মার্শাল,' অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে বলল জো মিলার্ড। 'যতক্ষণ এই ব্যাজ পরে আছি নিজের দায়িত্ব পালন করব। ভেবেছিলাম তোমার সাহায্য পাব, কিন্তু এখন বুঝছি ভুল

ভেবেছিলাম। পাসির জন্য লোক আমি নিজেই জোগাড় করে নেব।'

'ভেবে দেখার জন্য আমাকে কয়েক ঘণ্টা সময় দাও তাহলে,' ব্যক্তিত্বের সংঘাত পাশ কাটিয়ে হাসল মেয়র উইলিয়াম। 'বেশি কিছু চাইছি না, ভেবে দেখার জন্য দু'ঘণ্টা এমন কিছু না। তাছাড়া, ম্যাকেনলি তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না!'

'বেশ, দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করব।'

খুশি মনে মার্শালের পিঠ চাপড়ে দিল মেয়র। উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ায় বলল, 'এজন্যই তো তোমাকে এত পছন্দ করি, জো বয়। হাতের কার্ড খারাপ থাকলে জুয়াতে বাজির অঙ্ক বাড়াও না তুমি, একেবারে যুক্তি মেনে চলো!'

তিন

রাত নামার পর অফিসে তালা দিয়ে বেরিয়ে এল জো মিলার্ড। বোর্ডিঙ হাউসের দিকে হাঁটতে লাগল ক্লান্ত দেহ টেনে। চিন্তা হচ্ছে ওর। মেয়র আর কোনও খবর পাঠায়নি, তবু অস্বস্তি মন থেকে দূর হচ্ছে না কেন যেন। খুব সহজেই ওর কথা মেনে নিয়েছে, সন্দেহ হচ্ছে, লোকটা কথা নাও রাখতে পারে। অবশ্য অনেক চিন্তা করেও পাসি গঠনের ব্যাপারে মেয়র কোনও বাধা দিতে পারবে এমন সম্ভাবনা খুঁজে পায়নি সে। মার্শাল হিসেবে পাসি সংক্রান্ত ব্যাপার তার আওতাধীন, মেয়রের নয়।

মেয়র যতই রাগ করুক কিচ্ছু যায় আসে না, মনে মনে বলল জো মিলার্ড। নিজের দায়িত্বে লোকজন নিয়ে ম্যাকেনলিকে ধাওয়া করবে সে। বুঝতে পারছে ভুয়া খবর হলে সব দোষ ওর ঘাড়ে চাপানো হবে, কিন্তু ম্যাকেনলিকে গ্রেফতার করতে পারলে একা কৃতিত্ব নেবে মেয়র। তাই হোক, সিদ্ধান্ত নিল সে। মন থেকে দূর হয়ে গেল সমস্ত দুশ্চিন্তা। হাঁটার গতি বাড়াল, বিদায়ের আগে মেরিয়ান উডল্যাণ্ডের সঙ্গ একটু বেশিক্ষণ ধরে উপভোগ করতে চাইছে।

বোর্ডিঙ হাউসের মালিক মেরিয়ান উডল্যাণ্ড। বিধবা। অপূর্ব

সুন্দরী। দেখে মনেই হয় না আট বছরের একটা ছেলে আছে ওর। একাই বোর্ডিঙ হাউস চালায় মহিলা। প্রশান্ত চেহারায় কি যেন আছে, কাছাকাছি থাকলে মিলার্ডের মাথা থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। ভালবাসা কিনা জানে না মিলার্ড, তবে ভাললাগা আছে সন্দেহ নেই।

গেট খুলে দৃঢ় পায়ে আঙিনা পেরিয়ে দোতলা বড় বাড়িটায় ঢুকল মিলার্ড। অন্যান্য বোর্ডাররা মাত্র সাপার শেষ করেছে। ডাইনিঙ রুমে ওকে ঢুকতে দেখেই ভ্রূ কুঁচকে গেল মেরিয়ানের, নোঙরা বাসন টেবিলে নামিয়ে রেখে কোমরে দু'হাত দিয়ে কড়া চোখে তাকাল।

'জো মিলার্ড,' কপট রাগে ধমকে উঠল সে, 'সাপারের জন্য আজও তুমি দেরি করে এসেছ। এখানে আমি রেস্টুরেন্ট খুলিনি যে চব্বিশ ঘণ্টা খাবার পাওয়া যাবে।'

'আর এমন হবে না, মেরি,' নরম গলায় বলল বাঘা মার্শাল। 'আজ রাতে এমনিতেও আমার খাবার সময় হবে না। অবশ্য…' টেবিলের ওপর প্লেটে রাখা বিস্কুটের দিকে হাত বাড়াল সে। 'কয়েকটা বিস্কুট হলেই…'

'না,' থাবড়া দিয়ে মিলার্ডের হাত সরিয়ে দিল মেরিয়ান। 'আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যা তা খাওয়া চলবে না। বসো, সাপার আনা হলে ভদ্রলোকের মত খাবে।'

প্রতিবাদ করার আগেই কিচেনের দিকে চলে গেল মেরিয়ান। শ্রাগ করে মাথা থেকে টুপি খুলে চেয়ার টেনে বসল মিলার্ড। কিচেনে মেরিয়ানকে গজগজ করতে শুনে চওড়া হাসি ফুটল তার তামাটে মুখে। বাসন কোসনের ঝনঝনানি শুনে বুঝল আজ একটু

বেশিই বিরক্ত হয়েছে ওর ওপর।

দৌড়ে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল আট বছরের বাড উডল্যাণ্ড। 'হাই জো,' মার্শালকে দেখে তার চোখ জোড়া চকচক করে উঠল। এসে দাঁড়াল ওর সামনে। মার্শালের সবচেয়ে বড় ভক্ত সে, সব সময় স্বপ্ন দেখে কবে জো মিলার্ডের মত হবে। বাবাকে দেখেনি, মিলার্ডকেই আদর্শ হিসেবে ধরে নিয়েছে বাচ্চা ছেলেটা।

'মার্শাল মিলার্ড বলবে, বাড,' সাপারসহ ঘরে ঢুকে ছেলেকে বকা দিল মেরিয়ান।

কথা কানেই নিল না বাড, মা আবার কিচেনে চলে যেতেই উত্তেজিত স্বরে বলল, 'জো, তুমি যদি দেখতে আজ শহরে কি হয়েছে! মেয়রের কথা মত শহরের ভদ্রমহিলাদের ট্রেনে তুলে কোথায় যেন পাঠিয়েছে ওরা।'

এক চামচ সুস্বাদু স্টু গিলে মাথা ঝাঁকাল মিলার্ড। 'আমি দেখেছি, বাড।'

একটা প্লেটে বিস্কুট নিয়ে ফিরে এল মেরিয়ান। ছেলেকে মৃদু স্বরে বকা দিল, 'মার্শালকে বিরক্ত কোরো না, বাড, চুপচাপ খেয়ে উঠতে দাও।'

'মহিলাদের কোথায় পাঠানো হলো?' আগের প্রসঙ্গ থেকে সরে আসতে কিছুতেই রাজি না বাড।

'অন্য কোনও শহরে,' জবাব দিল অন্যমনস্ক মার্শাল।

'কেন?'

'বাড, আমি একবার না বলেছি মার্শালকে বিরক্ত না করতে!'

'ওরা চলে যেতেই চেয়েছিল?' মায়ের ধমক খাবার ভয়ের তুলনায় বাডের কৌতূহল অনেক বেশি।

'আমার মনে হয় না কেউ ওদের ইচ্ছে অনিচ্ছে জানতে চেয়েছে,' শ্রাগ করল মিলার্ড।

'ওরা খারাপ মানুষ ছিল না, তাই না? খারাপ হলে তো তুমি ওদের আগেই তাড়িয়ে দিতে?'

'হ্যাঁ, বাড, খারাপ হলে ওদের আমি আগেই তাড়িয়ে দিতাম।'

ঘটনা বুঝতে না পেরে খুব চিন্তিত দেখাল বাডকে। 'তাহলে ওরা যদি খারাপ নাই হয়, ইচ্ছে নেই তবু চলে যেতে হলো কেন ওদের?'

দু'টুকরো পাই নিয়ে কিচেন থেকে আবার ফিরে এসেছে মেরিয়ান। মিলার্ডের জবাব শোনার জন্য কৌতূহল নিয়ে তাকাল সে। মনে মনে বেশ খুশি হয়েছে বেকায়দায় পড়ে বেচারা অস্বস্তিতে ভুগছে দেখে।

'বড় হলে বুঝবে, বাড,' কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল মিলার্ড। 'আদিম পেশায় ছিল বলেই লোকজন ওদের তাড়িয়েছে।'

'আমি তো ভেবেছিলাম মার্শালের কাজই সবচেয়ে আদিম পেশা!'

মেরিয়ানের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি মাখা চেহারায় হাসল মার্শাল। 'না, বাড, মার্শালের কাজ দ্বিতীয় প্রাচীন পেশা।'

'তাহলে প্রথমটা কি? ওই মহিলারা কি করত?'

মিলার্ডের চেহারা লজ্জায় লাল হতে শুরু করল, সাহায্য প্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকাল মেরিয়ানের দিকে। মাথা নেড়ে গম্ভীর স্বরে মেরিয়ান বলল, 'তুমিই ওকে এসব ব্যাপারে আলাপ করার সুযোগ দিয়েছ, এখন তুমিই নিজেকে উদ্ধার করো।'

চিন্তা করার সময় আদায় করার জন্য কফিতে বড় একটা চুমুক

দিল মার্শাল। ধীরেসুস্থে তরলটুকু গিলে ফেলে বলল, 'বাড, ব্যাপারটা আসলে কেমন্ যেন, বুঝলে? ঈশ্বর যখন নারী-পুরুষ বানালেন, তখন···আঁ···ঠিক, ঠিক একরকম করে তৈরি করেননি।'

নাক কোঁচকাল বাড। 'এটা তো আমি জানিই।'

'জানো?' বিস্মিত মার্শাল আপনমনে বলল। মেরিয়ানের চেহারা দেখে বুঝল সাহায্য পাবার আশা নেই ওদিক থেকে। অন্য বুদ্ধি করল সে। প্লেটের বাকি পাই বাডের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'খাও?'

'বাড, বারান্দায় যাও, মিস্টার বেনটন তোমাকে খুঁজছিলেন,' মিলার্ডকে উদ্ধার করল মেরিয়ান। বাড চলে যাবার পর বলল, 'মার্শাল মিলার্ড, আর কখনও তোমাকে উদ্ধার করব না।'

মিনিট দু'এক পরে ঘরে ঢুকল ডেপুটি উইলকার। মার্শালের সামনে এসে দাঁড়াল, চোখে চোখ রাখার সাহস পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'মেয়র তোমাকে ডাকছে, মার্শাল।'

'ঠিক আছে, উইল, মহানুভবকে গিয়ে বলো আমি আসছি,' কফিতে চুমুক দিল মিলার্ড। 'লোক জোগাড় শুরু করে দাও। আমি চাই কাল ভোরের আগেই ম্যাকেনলির আখড়ায় হাজির হয়ে যেতে।'

'পাসির ব্যাপারে কথা বলছ মনে হয়?' মিলার্ড উঠে দাঁড়ানোর পর জানতে চাইল মেরিয়ান।

'ও কিছু নয়, মেরি, সাধারণ টহল।'

মিলার্ড দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, পেছন থেকে মেরিয়ান বলল, 'সাবধানে থেকো।'

ঘাড় ফিরিয়ে মাথা ঝাঁকাল মিলার্ড, উষ্ণ হাসি ফুটে উঠল

তামাটে মুখে। 'কাল রাতে ফিরে আসব। হয়তো তোমাকে সাপার খেতে নিয়ে যাব তখন।'

বোর্ডিঙ হাউস থেকে বেরিয়ে মোড় ঘুরে মেয়রের অফিসের সামনে বিস্মিত চেহারায় থমকে দাঁড়াল সে। ছোট ছোট পতাকা দিয়ে সাজানো একটা স্টেজ তৈরি করা হয়েছে ব্যাংক ভবনের সামনে। লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত স্টেজের ওপর দেখা যাচ্ছে ডেপুটি আর মেয়রকে। সামনের রাস্তা জুড়ে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে শহরের পুরুষরা।

হঠাৎ উৎফুল্ল চিৎকার ছাড়ল ভীড় করে থাকা লোকজন। কি ব্যাপারে এত আনন্দ বোঝার জন্য এদিক ওদিক তাকাল মিলার্ড। স্টেজের রেলিঙ ধরে মেয়র ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে, মার্শালকে দেখে চকচক করে উঠল তার দু'চোখ। হাসি হাসি চেহারায় চেঁচাল, 'এসো, জো বয়, স্টেজে উঠে এসো।' ভীড়ের উদ্দেশে আহ্বান জানাল মেয়র, 'তোমরা কয়েকজন আমাদের সম্মানিত অতিথিকে তুলে ধরে স্টেজে উঠিয়ে দাও।'

মিলার্ড বাধা দেয়ার আগেই ছ'সাতজন তাকে কাঁধে তুলে নিল। জনতার হাততালি শুনতে শুনতে দু'এক মুহূর্ত পরেই স্টেজে উঠে পড়তে বাধ্য হলো হতভম্ব মার্শাল। ভীত চেহারায় অভ্যর্থনার হাসি উপহার দিল ডেপুটি উইলকার। মেয়র হাত তুলতেই হঠাৎ থেমে গেল সমস্ত হৈ-হট্টগোল। কয়েক মুহূর্ত সবার ওপর চোখ বুলিয়ে গলায় নির্বাচনী আবেগ ঢেলে বক্তৃতা শুরু করল মেয়র:

'আজ আমাদের জন্য একটা বিশেষ স্মরণীয় দিন। কারণ আজ আমরা এখানে সমবেত্ হয়েছি এমন এক লোককে শ্রদ্ধা জানাতে, যে জীবনের মূল্যবান বিশটি বছর একটানা কাজ করে গেছে এ শহরকে নিরাপদ আর বাসযোগ্য করে তুলতে। তার অবদান আমরা

শ্রদ্ধা আর ভালবাসার সঙ্গে স্মরণ করি···করতে বাধ্য।' লোকজনকে হাততালি দেয়ার সুযোগ দিতে কয়েক মুহূর্তের জন্য থামল মেয়র। তারপর আবার শুরু করল, 'এ-শহরে মার্শাল জো মিলার্ড যখন আসে, আইন শৃঙ্খলা বলতে এখানে কিছুই ছিল না। সততা, কর্তব্যপরায়ণতা, সাহস আর বিবেচনা দিয়ে শত বিপদের মাঝেও জনতাকে রক্ষা করেছে সে গত বিশটি বছর। বলতে গেলে তার জন্যই আজ আমাদের শহরের এত উন্নতি।'

মেয়রের কথা আবছাভাবে কানে আসছে মার্শালের, অর্থ খুঁজে বের করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে মস্তিষ্ক। অর্থহীন বোবা দৃষ্টিতে সে দেখছে ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে। হাত তলে তালি থামিয়ে আবার বক্তৃতা শুরু করল মেয়র।

'আজ সময় এসেছে, অসমসাহসী মার্শাল মিলার্ডের কাছে ঋণী ছিলাম আমরা, ঋণ শোধ করতে হবে।' লাল রিবনে মোড়া ছোট্ট একটা বাক্স বের করল মেয়র। 'কৃতজ্ঞতা শেষ হবার নয়, তবু আমাদের সবার পক্ষ থেকে আজ এই ছোট্ট উপহার দিচ্ছি তোমাকে।

'খোলো, জো বয়, খুলে দেখ কার্ডে কি লেখা আছে,' বাক্সটা মিলার্ডের হাতে জোর করে গুঁজে দিয়ে বলল মেয়র।

মোহাবিষ্টের মত বাক্স খুলল মিলার্ড। ভেতরে একটা কার্ড সোনার ঘড়ির সাথে সুতো দিয়ে বাঁধা আছে। ওতে লেখা: 'প্রাক্তন মার্শাল জো মিলার্ডকে প্রোগ্রেসের সবার তরফ থেকে।'

হাসি হাসি চেহারায় মার্শালের হতভম্ব চেহারা দেখে মেয়র বলল, 'আজ থেকে আর আমাদের জন্য খাটতে হবে না। রোদে শুয়ে বসে আরাম করে জীবন কাটাবে, মাছ ধরতে যাবে, বিশ্রাম নেবে। আমরা তোমার আজীবন পেনশনের ব্যবস্থাও করেছি।'

'আমাকে তাহলে চাকরিচ্যুত করা হলো?' যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে জিজ্ঞেস করল মিলার্ড।

'ছিছি, জো বয়, চাকরিচ্যুত? অসম্ভব! তোমাকে অবসর দেয়া হলো। মানুষের জন্য অনেক করেছ, এখন নিজের জন্যে কিছু একটা করার সুযোগ করে দিল সবাই।' কথা বন্ধ না রেখেই মিলার্ডের হাত ঝাঁকাচ্ছে মেয়র। একই সাথে তার অন্য হাত ব্যস্ত ওর বুক থেকে মার্শালের ব্যাজ খুলে নেয়ায়। একটা কথাও না বলে ঘুরে দাঁড়াল মিলার্ড। সিঁড়ি বেয়ে স্টেজ থেকে নেমে অন্ধের মত এগোল ভীড় ঠেলে। মেয়র উইলিয়ামের ভরাট গলায় বক্তৃতা ওকে পিশাচের মত তাড়া করছে, পালাতে হবে এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সভ্যতার হাত থেকে।

...মার্শাল মিলার্ডের অভাব পূরণ করার মত লোক আমাদের মধ্যে নেই, তবে চেষ্টা করতে রাজি হয়েছে ডেপুটি উইলকার। আমরা আশা করি সে ঠিক মত দায়িত্ব পালন করতে পারবে।'

ওর পুরানো অফিসে ঢুকে লণ্ঠন জ্বালল মিলার্ড। অনেকক্ষণ অনড় দাঁড়িয়ে রইল, বিশ বছরের সব স্মৃতির ঝড়ে মেঘ জমল মনে। অনেকক্ষণ পর সোনার ঘড়িটা পকেট থেকে বের করে নির্বিকার চেহারায় এক পলক দেখল। লণ্ঠনের পাশে ওটা নামিয়ে রেখে এগোল সেলফে রাখা ওর কারবাইনের জন্য। কারবাইন হাতে একটা ড্রয়ার খুলে হ্যাণ্ডকাফ বের করে হিপ পকেটে ঢোকাল। ওকে যারা এত ভালবাসে তাদের জন্য হয়তো ওকে আরেকবার ব্যবহার করতে হবে ওগুলো!

ড্রয়ার বন্ধ করে সোজা হওয়ার পর ঘড়ির টিকটিক শব্দ ওর মনোযোগ কেড়ে নিল। হাতে ঝলসে উঠল ভারী কোল্ট সিক্সগান। গর্জনের সাথে ·৪৫ বুলেটের আঘাতে শত সহস্র টুকরো হয়ে গেল সোনার ঘড়ি। ল্যাম্প নিভিয়ে দরজা ভিড়িয়ে বেরিয়ে এল মিলার্ড।

চার

শীতার্ত বাতাস পরিবেশকে নিষ্প্রাণ করে দিয়েছে। এখানে ওখানে মাটিতে সাদা ছোপ চিহ্ন নিয়ে পড়ে আছে তুষার। সূর্য উঠতে এখনও অনেক দেরি। মিলার্ড আর লিয়োনেল ক্যাম্প ফায়ারের দু'ধারে বসে আছে কফির মগ হাতে। চোখের ইশারায় কেবিন দেখাল মিলার্ড।

'আর কয়দিন? এরপর তো বাইরে দেড়হাত বরফ জমবে।'

অন্যমনস্ক লিয়োনেল বিড় বিড় করে কি যেন বলল কিছু বোঝা গেল না। আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। অনেকক্ষণ পর নড়েচড়ে বসল, আগুনে কাঠ ফেলল কয়েক টুকরো। এক সময় বলল, 'আমি এখনও বুঝতে পারছি না ওই আউট-লদের সাথে তুমি কিভাবে পারবে। যতই হাত চালু হোক, সিক্সগান হাতে একা বারো-চোদ্দজনের মুখোমুখি দাঁড়ানো তোমার জীবনের শেষ ভুল হবে।'

'সবার বিরুদ্ধে লড়ার কোনও ইচ্ছে নেই আমার। দল হচ্ছে সাপের মত। মাথা কেটে ফেলে দাও, শরীরটা লাফালেও কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। যদি ম্যাকেনলিকে ধরতে পারি, বাকিরা পালাবার জন্য পাগল হয়ে যাবে।' বন্ধুর উদ্দেশে কথা ক'টা বললেও

অন্য চিন্তা করছে মিলার্ড। ভাবছে, সে একাই ছিল, আরও নিঃসঙ্গ হয়েছে। প্রতিটি পেরিয়ে যাওয়া পল ওকে আরও একা করে দিয়েছে। যে মেয়েটিকে বহু বছর আগে ভালবাসত তাকে সে পায়নি। কার বাহুডোরে সুখে ছিল, উষ্ণতায় ছিল সে? জানে না ও। জানতেও চায় না। শুধু চায় সে সুখী হোক, কোনও কষ্ট যেন তাকে ছুঁতে না পারে। তাছাড়া মেয়েটাকে তো ও বলার সুযোগই পায়নি যে ভালবাসে। আজও চোখের সামনে ওকে দেখলে হৃৎস্পন্দন বেড়ে ওঠে, ঘিরে ধরে ব্যর্থ প্রেমের নাগপাশ। তবু কি যেন একটা দ্বিধা ওকে কাছে যেতে বাধা দেয়…!

'আমার কথা না শুনলে বলব তুমি একটা আস্ত বোকা। ম্যাকেনলিকে ডাকাতি করতে দাও, ওই শালার শহরের মানুষ বুঝুক সঞ্চয় কেড়ে নিয়ে গেলে কেমন লাগে।' আবার মগে কফি ভরে দিয়ে বলল লিয়োনেল।

'ব্যাপারটা ব্যক্তিগত,' বাস্তবে ফিরে খেই না হারিয়ে বলল মিলার্ড। 'ম্যাকেনলিকে আমি বহু বছর ধরে খুঁজছি। তাছাড়া শহরের লোকদের তো কোনও দোষ নেই, ওরা শুধু মেয়র উইলিয়ামের চাতুরিতে পড়ে আমাকে বিদায় জানিয়েছে।'

'বিদায়?' তামাকের কষ লাগা এক মুখ কালচে থুতু আগুনে ফেলল লিয়োনেল। 'ওরা জানে না বন্ধুকে কিভাবে বিদায় দিতে হয়। ওরা বোঝে শুধু মার্শাল বা মেয়রের কথা মেনে কিভাবে চলতে হয়। ওদের জন্য এত বছর যা করেছ তার মূল্য দিয়েছে ওরা? ক'জন তোমাকে শ্রদ্ধা করে? মেয়রের কথামত একটা সোনার ঘড়ি উপহার দিয়েই তো সবার দায়িত্ব মিটে গেছে, তাই না?'

'বাদ দাও,' চুলে হাত বুলাল মিলার্ড। 'অতীত তো আর ফিরবে

না, ও ব্যাপারে চিন্তাও করি না। যা গেছে গেছে, এখন আমি শুধু ম্যাকেনলির কথা ভাবতে চাই।'

ভোর হয়ে এসেছে। পাহাড়ী ভোর। এখনও উঁকি দেয়নি সূর্য, কিন্তু ধূসর আলো ছড়িয়ে দিয়েছে চার ধারে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাখি ডাকতে শুরু করবে, আকাশ হয়ে উঠবে লাল।

মগের বাকি কফি আগুনে ফেলে উঠে দাঁড়াল জো মিলার্ড। স্যাডল পরীক্ষা শেষে ঘোড়ায় চাপল। পেছন থেকে লিয়োনেল বলল, 'এক মিনিট, জো, আমি বাফেলো গানটা নিয়ে আসি।'

'দরকার নেই,' শান্তস্বরে সিদ্ধান্ত জানাল মিলার্ড। 'আমি একা যাচ্ছি, তোমাকে সাথে নেব না।'

'কেন?'

'কারণ ম্যাকেনলির পিছু ধাওয়া করা তোমার কাজ নয়।'

'তোমারও না, জো বয়। চাকরিচ্যুত করেছে ভুলে গেছ নাকি?'

বুড়োকে রাগতে দেখে মজা পেয়ে হাসল মিলার্ড। ঘোড়ার পেটে স্পার ছুঁইয়ে বলল, 'পরে দেখা হবে।'

'ভাল! মরে গেলে তখন আর দুঃখের গল্প ফাঁদতে এসো না,' ডান হাত মুঠো করে অপসৃয়মান মিলার্ডের উদ্দেশে ঝাঁকাল লিয়োনেল। বামহাতে কফি মগ মাটিতে আছড়ে ফেলে এক লাথিতে ওটা পাঠিয়ে দিল জঙ্গলের মধ্যে।

দৌড়ে কেবিনে গিয়ে ঢুকল বুড়ো। বেরিয়ে এল বাফেলো গান হাতে। অস্ত্রটা কেবিনের গায়ে ঠেকা দিয়ে আবার ভেতরে ঢুকে স্যাডল গিয়ার নিয়ে এল। অনেকদিন পর আবার ঘোড়া ব্যবহার করবে সে।

*

লিয়োনেলের বলে দেয়া পথে এগিয়ে আউটলদের ক্যাম্প খুঁজে বের করতে কোনও অসুবিধা হলো না মিলার্ডের। দ্রুত বয়ে চলা ঝরনার তীরে ক্যাম্প করা হয়েছে। একটা নিচু রিজের ওপর শুয়ে সামনের পুরো দৃশ্য পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। শ'খানেক গজ দূরে একটা ঝোপের গায়ে আউট-লদের ঘোড়া বাঁধা আছে।

ফিল্ডগ্লাস তুলে চোখে লাগাল মিলার্ড। ওরা পনেরো জন। তিন চারজন ঘুমাচ্ছে, বাকিরা ক্যাম্পফায়ার ঘিরে বসে আছে। পোকার খেলা চলছে ওখানে। মিলার্ডের ফিল্ডগ্লাস ম্যাকেনলির ওপরে স্থির হলো। লম্বা-চওড়া লোক। আপাদমস্তক কালো পোশাকে আবৃত। স্যাডলকে বালিশ বানিয়ে ঘুমিয়ে আছে। হ্যাট দিয়ে মুখ ঢেকে থাকায় চেহারা দেখা যাচ্ছে না, তবে তার পরিচয় নিয়ে মিলার্ডের মনে কোনও দ্বিধা নেই। বিগ জিম ম্যাকেনলিকে খুঁজে পেয়েছে ও।

পিছিয়ে রিজ থেকে নামল সে, দৌড়ে ঘোড়ার কাছে চলে এল। নাকে হাত বুলিয়ে জন্তুটাকে বলল, 'কিছু হয়ে গেলে মনে রাখিস, বন্ধু, ভুলে যাস না।'

ঘোড়াটাও যেন বুঝল, নাকের আলতো গুঁতোয় মিলার্ডকে নিঃশব্দে আদর জানাল।

রিজ ঘুরে ঝরনার তীরে জন্মানো ঝোপগুলোর পেছনে চলে এল মিলার্ড। আউট-লদের চোখে না পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছে গেল ওদের ঘোড়াগুলোর কাছে। মৃদুস্বরে অভয় দেয়ার ফাঁকে ওগুলোর বাঁধন খুলে ফেলল দ্রুত হাতে। কাজ শেষে সিক্সগান হাতে নামল হিমশীতল ঝরনার জলে, এগিয়ে চলল ক্যাম্পের দিকে। দু'পাশের উঁচু দু'পাড় ওকে খানিকটা হলেও কাভার দিচ্ছে।

কথা শোনার মত দূরত্বে পৌঁছে ঝুঁকি নিয়ে তাকাল মিলার্ড। ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখল ওর ঠিক সামনাসামনি কিছুটা দূরে বসে আছে পোকার খেলোয়াড়রা। সবকজন কমবয়সী। পোড় খাওয়া চেহারার গান ফাইটার। ওদের পেছনে শুয়ে আছে কালো পোশাকধারী, ঘুমাচ্ছে এখনও।

পোকার প্লেয়ারদের একজন বলল, 'আর ভাল লাগছে না, হবে কখন?'

'এত চিন্তার কি আছে, ডারবি,' বলল আরেকজন। 'লোকোর ওপর ভরসা রাখো। প্রোগ্রেসে আমাদের কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

কিছুক্ষণের জন্য পোকার খেলায় ডুবে গেল সবাই। কথাবার্তা বন্ধ। কিন্তু চারপাশ নীরব নয়, দূরাগত মেঘ গর্জনের মত নাক ডাকাচ্ছে বিগ জিম ম্যাকেনলি।

'অসহ্য,' ঘোঁত করে উঠল ডারবি। 'একদিন আমি ওই বুড়ো গাধাটার মুখের মধ্যে বুটজুতো পুরে দেব। বুঝতেই পারছি না এটাকে কেন আমরা সাথে বয়ে বেড়াচ্ছি।'

'ও আশেপাশের পুরো এলাকা ভালমত চেনে,' ভারিক্কি চেহারায় একজন বলল, 'আমি শুনেছি বুড়ো নাকি একসময় নিজের দল নিয়ে ঘুরে বেড়াত এদিকেই।'

হাসির রোল উঠল আউট-লদের মাঝে। কিছুক্ষণ পর সামলে নিয়ে ডারবি বলল, 'ভাবতে পারো ওই বুড়ো গাঁধা কোনও দলের নেতা ছিল? আমার মনে হয় বাচ্চাদের হাত থেকে ললিপপ কেড়ে নিয়ে পুরো টেরিটোরিতে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল ওরা!'

ঝরনার পাড়ে উবু হয়ে শুয়ে আছে জো মিলার্ড। হাঁ হয়ে গেছে

ওর মুখ, মনে সন্দেহ খেলা করছে। না বোধহয়, ওরা ্িম ম্যাকেনলির ব্যাপারে কথা বলছে না, ভাবছে সে। পেরিয়ে যাওয়া দীর্ঘ বছরগুলো কি আউট-লর সম্মান কমিয়ে দিয়েছে, এমন হতে পারে? তাই যদি হয় তাহলে কি প্রোগ্রেসের লোকজনের কাছে ওর গ্রহণযোগ্যতাও এই সমান? হয়তো গোঁয়ার বলে এতদিন বুঝতে পারেনি ও নিজে। হয়তো সত্যি যুক্তিসঙ্গত কারণেই ওকে সরিয়ে তরুণ ডেপুটিকে মার্শাল করেছে মেয়র! সামনে দুঃসময় আসছে, মনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের জবাব পেয়ে যাবে ও, ভাবল মিলার্ড।

আউট-লদের ঘোড়াগুলোর কাছে ঝোপের পাশে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বিশালাকারের গ্র্যানিট বোল্ডার। বরফ আর ঝড়ের ক্রমাগত আক্রমণে উঁচু রিজ থেকে খসে ওখানে পড়েছে ওগুলো। দু'বার পাথর লক্ষ্য করে আগুন ঝরাল মিলার্ডের কোল্ট। জোরাল গর্জন আর আউট-লদের বিস্মিত চিৎকারের মধ্যেও ও শুনতে পেল পাথরে বুলেট আঘাত করার শব্দ। ভয়ঙ্কর আওয়াজে ভয় পেয়ে হ্রেসাধ্বনি করল ঘোড়াগুলো, উন্মত্ত হয়ে ক্যাম্পের দিকে ছুটে এল সবদিক থেকে। জান বাঁচাতে পালাতে শুরু করল আউট-লরা, মুখ খিস্তি করছে প্রাণ খুলে। জো মিলার্ডের বাবা শুনলে কবরে উঠে বসত।

শুধু ক্যাম্প ছেড়ে যায়নি বিগ জিম ম্যাকেনলি। ঘুম থেকে আচমকা উঠে কিছুই বুঝতে পারছে না সে। মাথা ঝাঁকিয়ে ম্যাকেনলি উঠে বসতেই ক্রীক থেকে দৌড়ে ঝোপের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে এল মিলার্ড। শরীরের নিচের অংশ থেকে পানি ঝরছে তার, সিক্সগানের নল ঠেসে ধরল ম্যাকেনলির পিঠে।

'ঠিক আছে, ম্যাকেনলি! হাত তুলে উঠে দাঁড়াও দেখি। দাঁড়াও!

দাঁড়াও!'

কাঁধের পেশী শক্ত হয়ে গেল ম্যাকেনলির, এক মুহূর্ত পর মাথার ওপর দু'হাত তুলল সে। আউট-ল উঠে দাঁড়িয়েছে এমন সময় পেছনে পায়ের ক্ষীণ শব্দ পেল মিলার্ড। ঘুরে তাকাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। মাথায় রাইফেলের বাঁটের আঘাতে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

'ডারবি! আমি ভেবেছিলাম বাকিদের মত তুমিও ভেগেছ,' জ্ঞান ফেরার পর অনেকদূর থেকে কথাগুলো শুনতে পেল বলে মনে হলো মিলার্ডের। গুঙিয়ে উঠে চোখ খুলে দেখল ওর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে লোক দু'জন। কমবয়সী লোকটাই ডারবি, বুঝতে অসুবিধা হলো না। ওর সিক্সগান তুলে নিয়েছে লোকটা, হৃৎপিণ্ডে লক্ষ্যস্থির করে অলস ভঙ্গিতে ধরে রেখেছে।

অন্যজনের দিকে তাকাল মিলার্ড। প্রথমদর্শনে অপরিচিত মনে হলো। কয়েক সেকেণ্ড একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর বয়স্ক লোকটার চেহারার সঙ্গে ওয়ান্টেড পোস্টারের ম্যাকেনলির মিল খুঁজে পেল। অনেকগুলো বসন্ত ওর চেহারা পাল্টে দিয়েছে, আগের মত আর সুদর্শন নেই ম্যাকেনলি।

'ম্যাকেনলি,' ফিসফিস করে বলল মিলার্ড, 'বিগ জিম ম্যাকেনলি।'

বিস্ফারিত চোখে ওকে কয়েক মুহূর্ত দেখল ম্যাকেনলি, তারপর বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'মিলার্ড!'

'তুমি একে চেনো?' জানতে চাইল ডারবি।

'হ্যাঁ, ভাল মত চিনি। মার্শাল জো মিলার্ড।'

'মার্শাল? এই বুড়ো হাবড়া?'

মিলার্ড আর ম্যাকেনলি দু'জনেই একদৃষ্টিতে তরুণ পাঙ্কের দিকে তাকাল। মাথার ফোলা জায়গায় হাত বুলাতে বুলাতে উঠে দাঁড়াল মিলার্ড সাবধানী ভঙ্গিতে। ওর অভিজ্ঞ চোখে ডারবির ভয় পানো অস্বস্তি চাপা থাকেনি। জানে, চমকে গেলে বিনা দ্বিধায় গুলি করবে ছোকরা।

ঘোড়া ধরে আউট-লরা ক্যাম্পে ফিরতে শুরু করেছে। আবার ঝোপের গায়ে বাঁধা হচ্ছে জন্তুগুলোকে। ওদের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল রোগা-লম্বা একটা লোক। চেহারায় হিংস্রতা, বাজ পাখির ঠোঁটের মত বাঁকানো নাক। সরু ঠোঁট দুটো এত চেপে বসেছে যে আছে বলে মনেই হয় না। উরুতে নিচু করে দুটো সিক্সগান বেঁধেছে। ক্রস ড্রয়ের সুবিধে হবে সেজন্য বাঁট সামনের দিকে।

'তুমিই গুলি করেছ?' মিলার্ডের সামনে এসে জানতে চাইল সে।

জবাব না দিয়ে বিতৃষ্ণা মাখা চেহারায় তাকিয়ে থাকল মিলার্ড। এক ঝটকায় ডানদিকের সিক্সগান বের করে হ্যামার ওঠাল তরুণ আউট-ল, মিলার্ডের কপালে তাক করল। হিসহিস করে বলল, 'আমি একটা প্রশ্ন করেছি, বুড়ো শকুন।'

'হ্যাঁ, ওই গুলি করেছে, লোকো,' তড়িঘড়ি করে বলল ম্যাকেনলি। 'আমার খোঁজে এখানে এসেছে।'

হাসি হাসি চেহারায় ম্যাকেনলিকে দেখল লোকো। 'আচ্ছা, তোমার জন্য এসেছে?' মিলার্ডের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'কেন এসেছ, আরেক বুড়ো শকুনের রক্তের লোভে?'

মাঝখান থেকে ডারবি কথা বলে উঠল। 'ম্যাকেনলি বলছে

লোকটা মার্শাল।'

কয়েক মুহূর্ত মিলার্ডকে চোখ সরু করে দেখল লোকো। তারপর অবিশ্বাসের হাসি হাসল। 'দেখে তো মনে হয় না এ লোক মার্শাল। বেশি বুড়ো।'

'এই লোক জো মিলার্ড,' জোর দিয়ে বলে গুরুত্ব বোঝাতে চাইল ম্যাকেনলি।

'জো মিলার্ড তো কি হয়েছে, সে কি এমন?' নামটা পরিচিত নয় লোকোর।

অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল ম্যাকেনলি। চোয়াল ঝুলে পড়েছে, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না মার্শালকে লোকো চেনে না। লোকোর গলা আরও চড়ল, 'আমি জানতে চাইছি জো মিলার্ড তো কি হয়েছে!'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করে বলে অবিশ্বাস ভরে মাথা ঝাঁকাল ম্যাকেনলি, 'মিসিসিপির এপাড়ে ওর চেয়ে নামী মার্শাল আর নেই।'

মিলার্ডকে দেখল লোকো। টিটকারির হাঁসিতে বেঁকে গেছে ঠোঁট। 'বাহ্, তো খুব নামকরা মার্শাল, না? তোমাকে দেখে বুটের মধ্যে গোড়ালি কাঁপছে আমার। কোন্ শহরের মার্শাল তুমি, মিস্টার নামী মার্শাল?'

মিলার্ড জবাব দেয়ার আগেই দ্রুত কথা বলে উঠল ম্যাকেনলি, 'মিলার্ড ফর্কস রিভারের পারগেটরি শহরের মার্শাল।' মিলার্ড ভুল তথ্য শুধরে দেয়ার জন্য হাঁ করেও চুপ হয়ে গেল, কথা বলল না। ম্যাকেনলি জানতে চাইল, 'তুমি এখনও পারগেটরির মার্শাল আছ, তাই না?'

বুড়ো আউট-লয়ের চোখের দৃষ্টিতে সতর্ক হওয়ার আবেদন

ফুটে উঠেছে। ঢোক গিলে মাথা ঝাঁকাল মিলার্ড। 'হ্যাঁ, আমি এখনও পারগেটরির মার্শাল, ম্যাকেনলি।'

'পারগেটরি?' হাসিতে ঠোঁটের দু'কোণ বেঁকে গেল লোকোর। 'টেরিটোরির বাইরে চলে এসেছ, পারগেটরি এখান থেকে এক দেড়শো মাইল দূরে।' চোখ সরু হয়ে গেল তার। মিলার্ডের জ্যাকেট হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে হাতড়ে দেখল। 'তোমার ব্যাজ কই?'

'এ বোধহয় আণ্ডারওয়্যারের সামনের দিকে ব্যাজ পরে,' বলল আউট-লদের একজন। হাসির রোল উঠল সবার মাঝে। চেহারা গম্ভীর থাকল শুধু মিলার্ড আর ম্যাকেনলির।

'পথে কোথাও খসে পড়েছে,' রাগ দমিয়ে সংযত স্বরে বলল মিলার্ড।

'আহা-হা,' জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল লোকো। 'আমাদের নামী মার্শাল তার দামী ব্যাজ হারিয়ে ফেলেছে।' সবার ওপর চোখ বুলিয়ে সে নির্দেশ দিল, 'স্যাডল চাপাও সবাই। প্ল্যান বদলেছি আমি, কালকের বদলে আজই আমরা প্রোগ্রেসে ঢুকব।'

খুশির হুল্লোড় তুলে ঘোড়ার দিকে দৌড় দিল আউট-লরা। মাথা ঝাঁকিয়ে মিলার্ডকে দেখাল ম্যাকেনলি। 'এর কি হবে?'

শ্রাগ করল লোকো, ঘোড়ার মুখ ফেরানোর আগে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'গুলি করে মেরে ফেলো।'

বিনা কারণে কাউকে খুন করতে পারব না আমি,' প্রতিবাদ জানাল ম্যাকেনলি।

'তাহলে এখানে বসে ওকে পাহারা দাও। তোমাকে সাথে না নিলে কাজে আমাদের সুবিধা হবে, উটকো ঝামেলার সম্ভাবনা কম।'

'এক মিনিট, লোকো, তুমি আর আমি চুক্তি করেছিলাম যে…'

লোকোর সরু চেহারা কঠিন দেখাল। 'তোমাকে কেউ আটকে রাখেনি, ম্যাকেনলি। সাথে আসতে চাইলে তোমার নামী মার্শালের মাথায় একটা গুলি ঢুকিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসো। আর কাজটা করার সাহস যদি না থাকে, এখানে বসে থাকো ওর সাথে। তুমি সাথে আছ কি নেই তাতে কিছুই যায় আসে না আমার।'

ম্যাকেনলির জবাবের তোয়াক্কা না করে ঘোড়া ছুটিয়ে রিজের ওপরে গিয়ে উঠল লোকো। পেছন পেছন ছুটল তার দলবল। রাগে টকটকে লাল চেহারায় মিলার্ডের দিকে তাকাল ম্যাকেনলি, গম্ভীর স্বরে বলল, 'আমার উচিত তোমার গোবর ভরা মাথাটা উড়িয়ে দেয়া।'

দুঃখিত চেহারায় মাথা নাড়ল মিলার্ড, বলল, 'নিজের চোখে না দেখলে কোনদিন বিশ্বাস করতাম না।'

'বাজে কথা রাখো,' ধমকে উঠল ম্যাকেনলি, 'আমিই এখনও ওই দলের নেতা, লোকো শুধু আমার হয়ে চালাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখলাম এতক্ষণ।'

'যাও, ওই গাছের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বসো গিয়ে। তোমার বকবক করা কুৎসিত মুখটা বন্ধ রাখবে,' অসন্তোষ মেশানো গলায় বলল ম্যাকেনলি। মিলার্ড পাইন গাছে ঠেস দিয়ে বসার পর আনমনে বলল, 'কি করি?'

'কি আর করবে, করার কিছু নেই,' দুঃখিত চেহারায় মাথা চুলকাল মিলার্ড, নড়েচড়ে বসল। 'জীবনে কোনদিন ভাবতে পারিনি বিগ জিম ম্যাকেনলির চামড়া আমার চোখের সামনে ছাড়াবে কোনও পাঙ্ক, আর তা দেখার সুযোগ হবে আমার।'

'চামড়া ছাড়িয়েছে মানে?' চোখ সরু হয়ে গেল ম্যাকেনলির। 'ভেবে দেখো বোকা কে বনেছে। দিনের আলোয় খুব তো বীরের মত ঢুকেছিলে ক্যাম্পে। এখন? দু'পা এগোও, খুলি ফেটে যাবে।'

'হুঁহ্! আমার ওপর থেকে দু'মিনিটের জন্য সিক্সগান সরাও, দেখি কে কার খুলি ফাটায়।'

'উঁহুঁ, এতদিন পরেও তোমার বুদ্ধি হয়নি,' হাসল ম্যাকেনলি দাঁতের ফাঁকে। হ্যামার উঠিয়ে বলল, 'আবার যদি নড়েছ, তোমার লাজুক মেয়েলি চেহারা এক গুলিতে চুরমার করে দেব।'

'চোখের সামনে একটা বুড়ো ছ্যাঁচড়াকে দেখে লজ্জা পাচ্ছি আমি,' গম্ভীর গলায় বলল মিলার্ড। রাগে ওর চেহারা কালো হয়ে গেছে। 'দু'মিনিট আগে কথা দিয়ে যে লোক রাখে না তাকে দেখে সবাই লজ্জা পায়, সেজন্য মেয়ে হতে হয় না।'

এবার রাগে লাল হয়ে ওঠার পালা ম্যাকেনলির। দাঁত খিঁচিয়ে সে বলল, 'আমি তোমাকে কথা দিইনি।'

'কথা দিতে তুমি শেখোনি, তোমাকে কেউ শেখায়নি।' পাল্টা চেঁচাল মিলার্ড।

'একশোবার আমি কথা দিয়েছি,' আরও জোরে চেঁচাল ম্যাকেনলি।

'তুমি কথা দিয়েছিলে কোনও চালাকি করবে না। তারপর যেই আমি একটু পেছন ফিরেছি অমনি আমার মাথা ফাটিয়ে পালিয়েছ তুমি। একবারে মুক্ত বিহঙ্গ!'

'তো আর কি করতাম? তোমার সাথে গিয়ে বিশ বছরের জন্য জেলে পচে মরা উচিত ছিল?'

'আমি ভেবেছিলাম কথা দিলে রাখার মত কোমরের জোর

আছে তোমার।'

'আমি কথা বলেছি, কথা দিইনি।'

'দুটোর মধ্যে কি ঘোড়ার তফাৎটা আছে?'

'আমি কথা সবার সাথেই বলি, প্যাঁচে পড়ে বাঁচার আশা দেখলেই বলি। কিন্তু দুনিয়ার কেউ বলতে পারবে না বিগ জিম ম্যাকেনলি কথা দিয়ে কথা রাখেনি। কথা দিলে শত্রু হোক, বন্ধু হোক, মেনে চলতেই হবে।'

পুরো এক মিনিট চুপ করে থাকল মিলার্ড আউট-লর আবেগ উপলব্ধি করে। তারপর নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে হঠাৎ পারগেটরির মার্শাল বানানোর ব্যাপারটা কি?'

'আগেও মনে হয়েছিল, এখন বুঝলাম হ্যাট রাখার কাজ ছাড়া আর কোনও কাজে তুমি মাথা ব্যবহার করো না। সহজ ব্যাপারটাও বুঝতে পারোনি? কালকে প্রোগ্রেস থেকে ছেল্লেরা এক লক্ষ ডলার সরাবে। সবাই উত্তেজিত হয়ে আছে। আমি যদি লোকোকে বলতাম তুমি প্রোগ্রেসের মার্শাল, সাথে সাথে খুন হয়ে যেতে।'

চিন্তিত চেহারায় ম্যাকেনলিকে দেখল মিলার্ড। 'কখনও মনে হয়নি আমি মরলে অখুশি হবে তুমি।'

চোখ সরিয়ে নিল ম্যাকেনলি। 'অনর্থক খুন আমি পছন্দ করি না।' মিলার্ডকে উঠে দাঁড়াতে দেখে পেশী শক্ত হয়ে গেল ওর, সিক্সগান তাক করে জানতে চাইল, 'অনুমতি ছাড়া কোথায় যাচ্ছ?'

'পানি খাব।'

মিলার্ডকে বসতে ইশারা করে ঘোড়ার স্যাডল থেকে ক্যান্টিন খুলে নিয়ে এল ম্যাকেনলি। ছিপি খুলে লম্বা চুমুক দিয়ে মিলার্ডের দিকে বাড়িয়ে ধরল। বলল, 'এত বছর ধরে আমার পেছনে লেগে

আছ কেন। আমার মনে হয় না কোনও লম্যানের স্মৃতিতে এত বছর জুড়ে বসে থাকার ক্ষমতা আছে আর কোনও আউট-লর।'

'কে বলেছে আমি তোমাকে খুঁজতে এসেছি?' এক ঢোক পানি গিলে বলল মিলার্ড। 'আমি এখানে জ্যাক র‍্যাবিট শিকারে এসেছিলাম। রিজের ওপরে ওঠার পর ভাগ্যচক্রে ক্যাম্প দেখে ফেলেছি। বুঝলাম অস্বাভাবিক কোনও উদ্দেশ্যে এখানে হাজির হয়েছ তোমরা, তাই দেখতে এলাম।'

ম্যাকেনলির চেহারায় পরিবর্তন দেখে মিলার্ড বুঝল ওর মিথ্যে বিশ্বাস করেছে আউট-ল। জয়ের আনন্দ মিলিয়ে গিয়ে হঠাৎ লজ্জা লাগল মিলার্ডের। জেনে বুঝে কারও আত্মসম্মানে আঘাত দেয়া ঠিক নয়। বলল, 'আসলে আমি শুনেছিলাম কয়েক বছর আগে মারা গেছ তুমি। স্বস্তির শ্বাস ফেলে তোমাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। তোমার খোঁজে এখানে আসিনি, কারণ আমি জানতাম, তুমি শয়তানের সঙ্গে আকাশে বসে বৈঠক করছ।'

পাঁচ

সম্মান দেয়া হয়েছে বুঝতে পেরে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ম্যাকেনলির, তবে চোখ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল স্মৃতিতে ডুবে যাওয়ায়।

'রেড রিভারের কাজটা যদি করতে পারতাম, জেসি জেমসের সারা জীবনের লুটপাটকে ছেলেখেলা মনে হত সবার,' আনমনে বলল সে। 'একবার ভেবে দেখো, মিলার্ড—তিনটা এক্সপ্রেস কার, এক ডজন ব্যাংকের চেয়েও বেশি সোনা।

'আর,' শুকনো গলায় বলে উঠল মিলার্ড, 'যতদূর জানি, সেই আন্দাজে পিংকারটনের লোক ছিল।'

গম্ভীর চেহারায় মাথা ঝাঁকাল ম্যাকেনলি। 'ঠিকই জানো, জো। আমাদের জন্য ফাঁদ পেতেছিল ওরা, ওখানে পৌঁছতেই দোজখ ভেঙে পড়ল মাথায়। দলের একটা ছেলেও বাঁচেনি। পেটে বুলেটের দুটো ক্ষত নিয়ে সরে পড়লাম আমি, কিভাবে পারলাম আমি জানি না। হয়তো কপালে মরণ ছিল না দেখেই বেঁচে গেছি।'

ঝরনার ধারে একটা ঝোপ মৃদু নড়ে উঠতে দেখল মিলার্ড। আরও ভালভাবে তাকিয়ে ব্যাপার বুঝতে পেরে পেশী শক্ত হয়ে গেল ওর। ঝোপের ভেতর থেকে খানিকটা বেরিয়ে আছে প্রাচীন

একটা বাফেলো গানের মোটা ব্যারেল।

ঝটিতে উঠে দাঁড়িয়ে হতভম্ব ম্যাকেনলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মিলার্ড। এক সেকেণ্ড দেরি করলেই আর কিছু করার ছিল না। ওরা দু'জন মাটি স্পর্শ করার আগেই কানে তালা লাগিয়ে ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জে উঠল বাফেলো গান। যে গাছটার গোড়ায় ম্যাকেনলি বসে ছিল সেটার কাণ্ড ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, কাঠের কুঁচি আর ছেঁড়া পাতা উড়তে লাগল বাতাসে।

'ছাগল বুদ্ধি গাধা কোথাকার!' ঝোপের ভেতর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে লিয়ো। একহাতে বাফেলো গান, তার অন্য হাত ঝাঁকিয়ে চেঁচাচ্ছে উন্মত্তের মত। 'বাঁচালে কেন, দিতাম শেষ করে!' রাগের চোটে বাফেলো গান মাটিতে ঠুকল সে।

মাটিতে চিত হয়ে আছড়ে পড়ায় বুক থেকে বাতাস বেরিয়ে গেছে ম্যাকেনলির, হাঁ করে দম নেয়ার চেষ্টা করছে সে। মিলার্ড পড়েছে ওর গায়ের ওপরে, উঠে দাঁড়ানোর সময় ছ'ফুট দূরে মাটিতে ম্যাকেনলির সিক্সগান দেখতে পেল। আচমকা আক্রমণে হাত থেকে ছুটে গেছে।

ওটার দখল পাওয়ার জন্য মিলার্ড এগুতে শুরু করতেই শক্তিশালী দু'বাহুতে ওর কোমর জাপটে ধরে বাধা দিল আউট-ল। সিক্সগান থেকে আর মাত্র ইঞ্চি দেড়েক দূরে মিলার্ডের হাত, জোর খাটিয়ে আউট-লয়ের বাঁধন আলগা করার চেষ্টা করল সে। না পেরে ম্যাকেনলির থুতনিতে প্রচণ্ড জোরে ঠেলা দিল হাতের তালু দিয়ে।

ছোটখাটো লোক হলে ওই ধাক্কায় ঘাড় ভেঙে যেত, কিন্তু ম্যাকেনলির কিছুই হলো না। বয়স বাড়লেও জোর কমেনি আউট-লর। ঘাড় কাত করে মিলার্ডের হাত পিছলে যেতে দিল সে।

পেটের তলায় হাঁটু ভাঁজ করে গুঁতো দিয়ে ছিটকে ফেলে দিল শত্রুকে।

প্রায় একই সাথে উঠে দাঁড়াল দু'জন। উন্মত্তের মত ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল পরস্পরকে, যেন একজন আরেকজনকে পিষে মেরে ফেলবে। বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না লড়াই, মিলার্ডকে নিয়ে পা পিছলে মাটিতে পড়ে গেল আউট-ল। এবারও মিলার্ড ওপরে। আগের মত ভুল করল না মিলার্ড। মুখে পরপর জোরাল চারটে ঘুসি খেয়ে জ্ঞান হারাল আউট-ল। হাপরের মত ওঠানামা করছে দু'জনের চওড়া বুক, দম নিচ্ছে সশব্দে। ম্যাকেনলির চোখ বন্ধ, কিন্তু মুখ খুলে শ্বাস টানছে।

'কি অবস্থা, ম্যাকেনলি?' আউট-লর জ্ঞান ফেরার পর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল মিলার্ড।

থুতনিতে প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে প্রশ্নের জবাব দিল মাটিতে শুয়ে থাকা আউট-ল। ঝাঁকি খেয়ে পেছনে হেলে গেল মিলার্ডের মাথা। তাল সামলাতে না পেরে চিত হয়ে পড়ে গেল সে। ম্যাকেনলি উঠে দাঁড়িয়ে ওর ওপর ঝাঁপ দিতেই হাঁটু ওপরে তুলল। এর আগেও সে কয়েকবার লড়েছে আউট-লর সঙ্গে, ওর কৌশল জানে। বুকে চেপে বসলে আর নামানো যাবে না।

ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর পেট দিয়ে পড়ায় ব্যথায় কুঁচকে গেল আউট-লর চেহারা, নিঃশব্দে গড়িয়ে পড়ে গেল মিলার্ডের পাশে। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে পেট চেপে ধরে বসে পড়ল আবার। ডাইভ দিয়ে হাতে সিক্সগান তুলে নিল মিলার্ড, আউট-লর মাথা বরাবর তাক করে বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে, একদম নড়বে না।'

দু'হাঁটুর ওপর বাফেলো গান রেখে একটা পাথরে বসে উৎসাহ

নিয়ে কে জেতে দেখছিল লিয়োনেল, লড়াই অমীমাংসিত ভাবে শেষ হলো দেখে চেহারায় হতাশার ছাপ পড়ল তার। উঠে দাঁড়িয়ে বিরক্তিতে মাথা চুলকাল। সেই আগের মত লড়াই আর হয় না আজকাল। একটা সময় ছিল যখন অজ্ঞান হওয়ার আগে হার মানত না কেউ। সেই যুগ আর নেই।

নিজের এবং বাকি দু'জনের ঘোড়া নিয়ে ফিরে এল সে। মিলার্ডকে সাহায্য করল ম্যাকেনলিকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে বাঁধার ব্যাপারে। প্রোগ্রেসের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল তিনজন। বোধহয় আশা করছে পালাতে পারবে, চেহারা দেখে বিগ জিম ম্যাকেনলিকে মোটেও চিন্তিত মনে হলো না। ঘোড়া তিনটেকে চমকে দিয়ে বেসুরো হেঁড়ে গলায় গান ধরল সে:

'ভালবাসলাম এক মেয়েকে টেক্সাসে,
আমাকে পাগল করে ছেড়ে দিল সে,
এত মোটা ছিল যে ভয় পেয়ে যেতে হয়;
নাচের আসরে লোকে দূরে সরে রয়।'

বিরতি দিয়ে কিছুক্ষণ সুর ভাঁজার চেষ্টা করে আবার গর্জে উঠল সে:

'তাইতে পটালাম এক বড়লোক তরুণীকে,
থাকত সে সুদূর সেই অ্যালবাকুয়্যারকে,
চোখ ছিল তার ট্যারা, না জেনে খেলাম ধরা;
বলো আর কি করা, প্রাণ নিয়ে ভেগে পড়া।'

'থামলে তুমি!' এই পর্যায়ে আর থাকতে না পেরে ধমকে উঠল লিয়ো। পাত্তাই দিল না ম্যাকেনলি, আবেগে চোখ বুজে গাইতে থাকল।

'তারপর মন দিলাম রিওতে এসে,
মেয়েটা দারুণ ছিল, কথা বলত হেসে,
কিন্তু ছেড়ে গেল সে আমায় ইঁদুরমুখোর টানে;
ওহো, আহা, বুঝল না হারিয়ে তাকে কষ্ট কত প্রাণে।'

'গান গেয়ে ব্যাটা তো কানের পোকা বের করে দেবে দেখি,' মিলার্ডের দিকে তাকিয়ে অভিযোগ করল লিয়ো।

'না থামলে ঘোড়ার পিঠে উল্টো করে বসিয়ে শহরে নিয়ে যাব কিন্তু,' হুমকি দিল অতিষ্ঠ মিলার্ড।

ম্যাকেনলি মনে হয় বিশ্বাস করেছে, গান থামাল সে। স্বস্তির শ্বাস ফেলল মিলার্ড আর লিয়ো। ঘোড়াগুলোও বোধহয় জানে পানি ফিরে পেয়েছে, গতি বাড়াল ওরা। শহরে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে না পারলে কে জানে, আবারও হয়তো শুনতে হবে ওই ভয়ঙ্কর হুঙ্কার!

শহরে ঢুকে আলাদা পথে চলে গেল লিয়োনেল। গলা ভেজাবে। বন্দীসহ মেয়রের অফিসে গিয়ে হাজির হলো মিলার্ড। মেয়র উইলিয়াম অফিসেই ছিল। বউ তার অন্য শহরে গেছে, এক বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছিল সে। প্রায় রাজি করে এনেছে এসময় দরজায় নক না করেই ম্যাকেনলিকে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল মিলার্ড।

মেয়র আর মিসেস জনসন ছিটকে দু'জন দু'দিকে সরে গেল ওদের দেখে। প্যান্টের বোতাম লাগানোর ফাঁকে অপ্রস্তুত মেয়র বলল, 'বেশ, আজকের কাজ এ পর্যন্তই; এখন আপনি আসুন, মিসেস জনসন।'

মিসেস জনসন দ্রুত পায়ে চলে যাবার পর পাগলের মত চেঁচাল

মেয়র উইলিয়াম, 'দরজা আছে কেন? নক করে ঘরে ঢুকতে পারো না? গাধা কোথাকার!'

'থামো!' পাল্টা ধমক দিল মিলার্ড। 'এই হচ্ছে বিগ জিম ম্যাকেনলি—ব্যাংক ডাকাত। ওর দলের লোকরা এখন শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে...'

মেয়রের মনোযোগ নেই দেখে থেমে গেল সে। মেয়র উইলিয়াম তখন ভাবছে কিভাবে এই মারাত্মক ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যায়। পাঁচ ডলারের একটা পারফিউমের বোতল উপহার দিলে হবে? নাহ্, দশ ডলারেরই দিতে হবে, নির্বাচনী পোস্টার ছাপতে গিয়ে অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে তবু এখন কিপটেমির সময় নয়। খরচের বিনিময়ে প্রাপ্তিটা যখন অনেক বেশি তখন বিচার বিবেচনার সময় নেই।

'শুনছ?' দৃষ্টি আকর্ষণ করল মিলার্ড। 'এই লোক ব্যাংক ডাকাত ম্যাকেনলি।'

'আঁ? ও, হ্যাঁ,' চিন্তান্বিত স্বরে বলল মেয়র, 'পরে আলাপ হবে, জো বয়। হঠাৎ জরুরী একটা কাজ পড়ে গেছে, এক্ষুণি যেতে হবে আমাকে।'

'তুমি বুঝতে পারছ না, ওরা ব্যাংকের এক লাখ ডলার ডাকাতি করতে এসেছে। সবকজন এখন শহরে।'

'হুঁ, বুঝেছি,' বোদ্ধার মত মাথা ঝাঁকাল মেয়র উইলিয়াম। অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'তোমার এসব চিন্তা করতে হবে না, ভুলে গেছ অবসর নিয়েছ? বাসায় গিয়ে আরাম করো, ঘুমাও, মাছ ধরো বা আর কিছু করো। সব ঝামেলা মার্শাল উইলকার সামলে নেবে।'

'অবসর' কথাটা শুনে ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে মিলার্ডকে দেখল

ম্যাকেনলি। বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেছে। কথা বলার চেষ্টা করল মিলার্ড, কিন্তু শোনার সময় নেই মেয়রের। দু'জনের কাঁধে দুটো হালকা চাপড় দিয়ে হাসিমুখে দরজা দেখাল সে। ওদের বের করে দিয়ে অফিসে তালা লাগিয়ে ছুটল দশ ডলার দামের পারফিউম কেনার জন্য।

ম্যাকেনলির পিঠে সিক্সগান ঠেসে ধরে সিঁড়ির পাশে বেঁধে রাখা ঘোড়ার দিকে এগুতে ইঙ্গিত করল মিলার্ড। বিস্ময় এখনও কাটেনি আউট-লর, বিড়বিড় করে বলল, 'অবসর! প্রয়োজন ফুরাতেই তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ওরা ময়লা কাপড়ের মত, না?'

মিলার্ডের গম্ভীর চেহারা দেখে মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল আউট-লর, নিচু গলায় বলল, 'ভুল বলিনি, তাই না? বিশ বছর নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে কি পেয়েছ, পেছন দিকে একটা লাথি ছাড়া! দেখো কি আশ্চর্য, তারপরও লোকে বলে আউট-লরা সম্মান দেয় না পরস্পরকে।'

ঘোড়ার দড়ি খুলে স্যাডলে উঠল ওরা। মিলার্ডের চেহারা সাংঘাতিক গম্ভীর, শীতল আক্রোশ দু'চোখে। শান্তস্বরে বলল, 'আমাকে অবসর দেয়া হলেও তোমার কোনও সুবিধা হয়নি। ব্যাজ থাকুক আর না থাকুক তুমি আমার বন্দী, কথাটা ভুলে যেয়ো না।' ম্যাকেনলি নড়ছে না দেখে তাড়া দিল সে, 'এগোও। বোর্ডিঙ হাউসে লিয়োর জন্য অপেক্ষা করব আমরা। দলের লোকজন যদি তোমাকে এই অবস্থায় দেখে তাহলে মাথায় দোজখ ভেঙে পড়বে, মনে রেখো।'

কয়েক ব্লক দূরে অন্ধকার একটা গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে

লোকো। বাকশট আর হকিন্স এসেছে নেতার সাথে কথা বলার জন্য। ওরা স্টেশন থেকে ট্রেন আসার সময়টা জেনে এসেছে। স্টেশন মাস্টারকে বলেছে ওই ট্রেনে ওরা অ্যালবাকুয়্যারকে যাবে। সন্দেহ করেনি লোকটা।

খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকাল লোকো। বাকশট বলল, 'ব্যাংক দেখে এসেছি। সহজ হবে না, আমার তো মনে হলো এক টন ডিনামাইট লাগবে দরজা ভাঙতে হলে।'

'ঠিক বলেছ, বাকশট, সেজন্যই আমরা ব্যাংক ডাকাতির চেষ্টা ভুলেও করব না।'

'কিন্তু··· কিন্তু···' নেতার কথা শুনে মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে গেল বাকশটের, 'আমরা না ঠিক করলাম···'

'প্ল্যান বদলে ফেলেছি,' হাসল লোকো। 'ব্যাংক দেখার সাথে সাথে প্ল্যান বদলেছি। ডিপোতে যখন টাকা নামানো হবে ঠিক তখন আক্রমণ করব আমরা। শহরের সব লোক থাকবে ওখানে, ব্যাণ্ড বাজবে, কেউ ভাবতেই পারবে না ওই সময়ে আঘাত আসতে পারে।'

'তারমানে অতগুলো লোকের চোখের সামনে কাজ সারতে হবে!' গুঙিয়ে উঠল বাকশট।

'দূর! বেশিরভাগই অস্ত্রের ব্যবহার জানে না। ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই লুটের মাল নিয়ে হাওয়া হয়ে যাব আমরা,' আশ্বস্ত করল লোকো। বাকশট আর হকিন্সকে চলে যেতে ইশারা করে বলল, 'সবাইকে জানিয়ে দাও প্ল্যান বদলে গেছে। কেউ যেন শহরের কোনও ঝামেলায় নিজেকে না জড়ায়। কাল ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ডিপোতে যাবে তোমরা। যাও এখন।'

মেয়েরা চলে যাওয়ার পরও জনির সেলুনে ভীড় কমেনি, শহরের ভদ্রমহিলারা বলে সুন্দরী বউকে নাকি ড্রিঙ্ক সার্ভ করার কাজে লাগিয়েছে বদমাশ লোকটা। সিগারের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে পুরো ঘর। জনির বউ আঁটোসাটো পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে আলাপ করছে পুরানো কাস্টোমারদের সাথে। কখনো সখনো কারও কারও টাক মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বা গাল টিপছে, মাতালরা জড়িয়ে ধরতে চাইলে বাউলি কেটে সরে যাচ্ছে সুকৌশলে।

বারের এক কোণে একটা টেবিল দখল করে বসে আছে দুই আউট-ল, ডারবি আর তার সঙ্গী সিমস। গলা পর্যন্ত গিলেছে দু'জনে, সামনের হুইস্কির বোতল প্রায় খালি করে এনেছে। অনেকক্ষণ থেকেই ডারবির রক্তলাল চোখ জনির সুন্দরী বউকে অনুসরণ করছে। গ্লাসে মদ ঢালায় ব্যস্ত সঙ্গীকে কনুইয়ের গুঁতো দিল সে। 'দেখেছ, পেলে দারুণ হত!'

হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল সিমস। 'না দেখে উপায় আছে? কাজটা শেষ করেই ওরকম একটা মাল বাগাব আমি।'

প্রচুর গিলে মাতাল হয়ে গেছে ডারবি, জনির বউ পাশ দিয়ে যাবার সময় উঠে দাঁড়িয়ে হাত ধরে টান মেরে বুকের কাছে নিয়ে এল। জড়ানো স্বরে বলল, 'আমার সাথে একটু ড্রিঙ্ক করো, হানি।'

'কাস্টোমারের সঙ্গে আমি ড্রিঙ্ক করি না,' জোর খাটিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অবিচল কণ্ঠে বলল জনির বউ। সার্ভ করার জন্য চলে গেল কাউন্টারের পেছনে।

গাল দিয়ে উঠে পিছু নিতে যাচ্ছিল ডারবি, হাত টেনে ধরল

সিমস। 'সাবধান, ডারবি! লোকো বলেছে কেউ ঝামেলায় জড়ালে তাকে ওর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আগে হাতে টাকা আসুক, কাল রাতে দেখবে হাজারটা ওর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে তোমার পিছনে ঘুরঘুর করছে। নিজেকে শান্ত করে বসে পড়ো দেখি বুদ্ধিমানের মত।'

'আমাকে কোনও শালার বলতে হবে না কি করা উচিত,' গর্জে উঠল ডারবি। 'লোকোকে আমি ডরাই নাকি! শালার মুখে আমি ইয়ে করি।'

'শান্ত হও, শান্ত হও, ডারবি,' উদ্বিগ্ন স্বরে অনুরোধ করল সিমস। হুইস্কির বোতল তুলে কাঁপা হাতে ডারবির গ্লাসে অবশিষ্ট মদ ঢালল। 'ভুলে যাও, ডার্ব, এটুকু গিলে মাথা ঠাণ্ডা করো দেখি।'

ছয়

সন্ধে হয়েছে বেশিক্ষণ হয়নি, শহরের বেশিরভাগ লোকজন এরই মধ্যে বাড়ি ফিরে গেছে। রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। প্রধান সড়ক এড়িয়ে গলিঘুঁচি ধরে বন্দীকে নিয়ে বোর্ডিঙ হাউসের দিকে চলল জো মিলার্ড। কিছুক্ষণের মধ্যেই কারও চোখে না পড়েই পৌঁছে গেল বোর্ডিঙ হাউসের পেছন দরজায়। হিচরেইলে ঘোড়া বেঁধে স্যাডল হর্ন থেকে ম্যাকেনলির হ্যাণ্ডকাফ খুলল সে, আটকে নিল নিজের কব্জিতে।

কিচেনে ওদের সাথে দেখা হয়ে গেল সাপার প্লেট পরিষ্কারে ব্যস্ত মেরিয়ানের। দু'জনের চেহারার দুরবস্থা আর হ্যাণ্ডকাফ দেখে অস্ফুট একটা আওয়াজ বেরল ওর মুখ থেকে। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, জো? কোথাও লাগেনি তো?'

'কিচ্ছু হয়নি, মেরি। অবশ্য তোমাকে সাপার খাওয়ানোর ব্যাপারটা কয়েকদিন পিছিয়ে দিতে হবে।'

মেরিয়ানকে শুধু আউট-লর নাম জানাল মিলার্ড, অতীত সম্বন্ধে বা হাতে বেড়ি কেন সে ব্যাপারে একটা কথাও বলল না। মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে যতদূর সম্ভব ঝুঁকে বো করল ম্যাকেনলি, মিষ্টি হেসে বলল, 'পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম, ম্যাম। এখন বুঝতে

পারছি শহরে ফিরে আসার জন্য মিলার্ড এত তাড়াহুড়া করছিল কেন।'

উষ্ণ হাসিতে ঝলসে উঠল মেরিয়ানের চেহারা। কড়া চোখে ম্যাকেনলিকে দেখে নিয়ে মিলার্ড বলল, 'তোমার অসুবিধা না হলে যদি একটু পানি গরম করতে, মেরি, গোসল করতে পারতাম আমরা। টিউবওয়েল থেকে আমিই পানি তুলে আনব, শুধু একটু কষ্ট করে...'

হাসিমুখে চুলো দেখাল মেরিয়ান। ওখানে আগুনের ওপরে বড় ডেকচিতে ফুটছে উত্তপ্ত পানি। বলল, 'জানতাম রাতে ফিরে এলে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার হতে চাইবে তুমি। এই পানিতে দু'জনের না হলেও অসুবিধা নেই, রেঞ্জ রিজাভয়ারও গরম পানিতে ভর্তি আছে।'

ম্যাকেনলি প্রথমে গোসল করল। কাছেই সর্বক্ষণ সিক্সগান হাতে দাঁড়িয়ে থাকল মিলার্ড। নিজের পালা এলে একটা চেয়ারে বসিয়ে হাতলের সাথে ম্যাকেনলির হাত হ্যাণ্ডকাফে আটকে দ্রুত গোসল সেরে নিল সে। মিনিট দশেক পর সভ্য মানুষ মনে হলো ওদের দু'জনকে দেখে।

ঝেড়ে ধুলোবালি দূর করে জামা কাপড় দিয়ে গেল মেরিয়ান। বলে গেল মিলার্ডরা ইচ্ছে করলে ওর পার্লারে গিয়ে বসতে পারে। মিলার্ড জানে এটা একটা বিরল সম্মান, নিয়মিত বোর্ডারদের কখনোই ওই ঘরে ঢুকতে দেয় না মেরি। আজ হঠাৎ ওর উপর সদয় হয়ে উঠল, না ম্যাকেনলির ব্যবহারে খুশি হয়েছে?

পার্লারে এসে ওদের সামনের ছোট্ট টেবিলটাতে হাতের ট্রে নামিয়ে রাখল মেরিয়ান। কফি আর বিশাল আকৃতির দু'টুকরো পাই ট্রের ওপর। ফায়ার প্লেসের সামনে একটা গদী মোড়া আরামদায়ক

চেয়ারে বসেছে মিলার্ড, ম্যাকেনলিকে শুকনো খটখটে একটা কাঠের চেয়ারে বসিয়ে হাতলের সাথে হ্যাণ্ডকাফ আটকে দিয়েছে।

মেরিয়ানকে দেখে সাহায্য করতে উঠেছিল ম্যাকেনলি, হ্যাণ্ডকাফের কারণে ট্রের দিকে হাত বাড়াতে পারেনি। লজ্জিত চেহারায় হেসে আবার চেয়ারে বসে পড়ল সে। ওরও সাহায্য করা উচিত বুঝতে পেরে উঠতে যাচ্ছিল মিলার্ড, তার আগেই ট্রে নামিয়ে রেখেছে মেরিয়ান। বিরক্তির ভাব ওর চেহারায় গোপন থাকেনি।

শীতল চোখে মিলার্ডকে দেখে নিয়ে সে বলল, 'ভাবতে ভাল লাগছে যে আমার বাসায় অন্তত একজন ভদ্রলোক আছে।' হ্যাণ্ডকাফ দেখিয়ে বলল, 'ওই জঘন্য জিনিসগুলো খুলে দিলে কি খুব অসুবিধা হবে, জো?'

'হ্যাঁ, হবে,' চেয়ারে নড়েচড়ে হেলান দিল মিলার্ড। দেখল ম্যাকেনলি মেরিয়ানের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসছে। রাগে গা জ্বলে উঠল ওর। মনে মনে বলল, 'ব্যাটা ভোঁদর!'

'আমার জন্য ভেবেছ সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম, ম্যাম,' গলায় আবেগ ঢেলে বলল ম্যাকেনলি।

চেহারা দেখে মনে হলো আউট-লর কষ্ট বুঝতে পেরেছে মেরিয়ান, প্লেটে খাবার তুলে ম্যাকেনলির দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। মিলার্ডের রাগ চড়তে থাকল বিপজ্জনক গতিতে, ওর মনে হচ্ছে শয়তানটার পেছনে বেশী সময় ব্যয় করছে মেরি। দু'এক মুহূর্ত পর অধৈর্য হয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, নিজের প্লেটে পাই তুলে আবার বসল চেয়ারে। ইচ্ছে করেই কফিপট ম্যাকেনলির নাগালের বাইরে সরিয়ে রাখল।

এক কামড় পাই খেয়ে আকাশের উদ্দেশে চোখ তুলল

ম্যাকেনলি, প্রশংসা ভরে বলল, 'মিথ্যে বললে আমার মাথায় বাজ পড়ুক, এত চমৎকার পাই জীবনে খাইনি।'

প্রশংসা পেয়ে দু'গাল লাল হয়ে উঠল মেরিয়ানের। জানতে চাইল, 'মিসেস ম্যাকেনলির পাইয়ের চেয়েও ভাল হয়েছে?'

কথা শুনে কফি আরেকটু হলেই মিলার্ডের গলায় আটকে যাচ্ছিল, কোনমতে ঢোক গিলে সে বলল, 'মিসেস ম্যাকেনলি? পাগল নাকি! কোন্ মেয়ে ওর মত একটা মিথ্যুক, ভবঘুরে বদমাশকে বিয়ে করবে!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে রাগী চোখে ওর দিকে তাকাল মেরিয়ান। 'জো মিলার্ড, তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করিনি। বাজে কথা বলতে হলে অন্য কোথাও বলবে, এখানে নয়। মিস্টার ম্যাকেনলি যতক্ষণ আমার অতিথি ততক্ষণ ওর সাথে ভদ্রভাবে কথা বলবে।'

'ভদ্রভাবে?' রাগে চেঁচাল মিলার্ড। 'একটা চোর, বাটপাড়, শয়তানের সাথে...'

'মিলার্ড!' মেরিয়ানের ধমক বাঘা মার্শালের রাগ পানি করে দিল। বিড়বিড় করে কি যেন বলল মিলার্ড, কিছু বোঝা গেল না। হাসিতে উদ্ভাসিত ম্যাকেনলির দিকে লজ্জিত চেহারায় তাকাল মেরিয়ান। 'মার্শালের বাজে ব্যবহারে আমার হাত ছিল না, মিস্টার ম্যাকেনলি; আমি দুঃখিত।'

'না, না, দুঃখিত হবার কি আছে! আমি বাজে লোকের খারাপ কথা গায়ে মাখি না, ওরা নিজের মাপকাঠিতে সবাইকে মাপে। আমার অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার সুযোগই দিই না ওদের। এই যেমন মার্শাল তখন...' কথা শেষ না করে মিলার্ডকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে চুপ হয়ে গেল ম্যাকেনলি।

'তুমি সত্যিই ভদ্রলোক, অনেকের অনেক কিছু শেখার আছে তোমার কাছ থেকে,' মিলার্ডকে খোঁচানোর উদ্দেশে বলল মেরিয়ান। 'আমি ঘুমাতে যাচ্ছি, মিস্টার ম্যাকেনলি। কোনও দরকার পড়লে ডাক দিতে দ্বিধা কোরো না।'

মেরিয়ান চলে যাবার পর চেয়ারে হেলান দিল ম্যাকেনলি, হাসল রাগে লাল হয়ে যাওয়া মিলার্ডের দিকে চেয়ে। তারপর নীরবতা নামল ঘরে। দীর্ঘ নীরবতা। আগুনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে অনেকক্ষণ পর নিচু গলায় আউট-ল বলল, 'এক সময় সত্যি একজন মিসেস ম্যাকেনলি হয়েছিল।'

'অবশ্যই,' মাথা ঝাঁকাল মিলার্ড। 'আমিও তাহলে মরমন ধর্মযাজক ছিলাম, বউ ছিল সাতাশি জন। চাপা ঝেড়ে লাভ নেই, বিগ জিম। আমি মেরি না—মার্শাল মিলার্ড। তোমাকে ভালমত চেনা আছে আমার।'

আউট-লর গম্ভীর চেহারায় একটুকরো হাসি ফুটল। 'তুমি বিশ্বাস করো আর না করো, সত্যি বিয়ে করেছিলাম আমি।' বড় করে শ্বাস টানল ম্যাকেনলি, তারপর বলল, 'রেড রিভারে আহত হবার পর এক ডাক্তার আমাকে বাঁচায়। কয়েকমাস বিশ্রাম নিয়ে আমি কানাডায় গেলাম।'

'মানে আইনের হাত থেকে পালালে?'

টিটকারির সুরে বলা কথাটা গায়ে মাখল না ম্যাকেনলি। 'আইন নয়, মিলার্ড, আমি পালাচ্ছিলাম নিজের কাছ থেকে। দলের সবাই মারা গেছে, বোধহয় আমিই দায়ী—এই বোধটা বুকের মধ্যে ভাঙচুর শুরু করেছিল। বুলেটের ক্ষতের মত দ্রুত শুকায় না মনের ক্ষত, আমার তখন পাগলের মত অবস্থা। উদভ্রান্ত; কি করা উচিত বুঝতে

পারছি না। কানাডায় দেখা হলো ওর সাথে। অসাধারণ মেয়ে, অন্যদের মত না···। থাক বলে আর কি হবে।'

'অন্যদের মত না মানে? কেমন অসাধারণ?' কৌতূহলী হয়ে উঠেছে মিলার্ড, চেয়ারে ঝুঁকে বসল।

চুপ করে থাকল চিন্তামগ্ন ম্যাকেনলি, যেন প্রশ্ন শুনতেই পায়নি। খানিক পরে বলল, 'আমার সবকিছু নিয়ে চলে গেছে ও দু'দিনের জ্বরে ভুগে। আমি আবার একা হয়ে গেছি পৃথিবীতে।'

সন্দেহের শেষ কণাও দূর হয়ে গেল মিলার্ডের মন থেকে। জানতে চাইল, 'কোনও ছেলেমেয়ে হয়নি?'

'একজন—ছেলে। পাঁচ বছর আগে ওকে শেষ দেখেছি।' গলা খাঁকারি দিয়ে মুখ সরিয়ে অন্যদিকে তাকাল ম্যাকেনলি। কষ্ট লুকাতে চাইছে। খানিক পরে বলল, 'আমার ছেলের বয়স এখন তাহলে এগারো! এখনই সময়, যদি পারতাম ওকে নিয়ে ঘোড়ায় করে ঘুরতাম বা মাছ ধরতে নিয়ে যেতাম।' একটুক্ষণ চুপ করে সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বিয়ে করোনি?'

'নাহ্, করাটা আর হয়ে ওঠেনি,' বিষাদের ছায়া ঘনাল মিলার্ডের চোখে। 'হবে কি করে, আমি ওকে বলার জন্যে তৈরি হবার আগেই তো···' চুপ হয়ে গেল মিলার্ড।

উপলব্ধি করতে পারছে এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বিগ জিম ম্যাকেনলি। চেহারায় সহানুভূতি ফুটে উঠল।

প্রায় সারারাত অতীতের গল্প করল ওরা। ঘোরের মধ্যে কেটে গেল সময়, দু'জনেই ফিরে গেল বিশ বছর আগের সেই রক্তঝরা দিনগুলোতে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সব সময় ভিন্ন ছিল, তারপরও নিজেদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে, রুচি-অরুচিতে মিল খুঁজে পেয়ে অবাক

হলো ওরা। ম্যাকেনলিকে আর স্বল্প পরিচিত, দুর্বিনীত এক আউট-ল মনে হচ্ছে না মিলার্ডের। ম্যাকেনলিও জানত না নিরস মার্শালের ভেতরে সহজ, সরল, সাহসী একজন মানুষ বাস করে।

ভোরের আগ দিয়ে টয়লেটে যেতে চাইল ম্যাকেনলি। আপত্তি করল না মিলার্ড। সারারাত গল্পের ফাঁকে দু'জনে এক বোতল হুইস্কি গলা দিয়ে নামিয়েছে, কাজেই প্রকৃতির ডাক আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। হ্যাণ্ডকাফ খুলে আউট-লকে টয়লেট দেখিয়ে দিল মিলার্ড, ফিরে এসে আবার বসল চেয়ারে। কিছুক্ষণ সতর্ক নজর রাখল টয়লেটের দরজায়, তারপর তলিয়ে গেল ভাবনায়। একা সে ব্যাংক ডাকাতদের ঠেকাবে কি করে? চাকরিচ্যুত মার্শালের কথা বিশ্বাস করে লোকজন কি সতর্ক হবে? যদি না হয়, তাহলে? ম্যাকেনলিকে কার কাছে সোপর্দ করবে, ভীতু উইলকার কি দায়িত্ব নিতে রাজি হবে? ম্যাকেনলিকে আটকে রাখার ক্ষমতা আছে উইলকারের?

ম্যাকেনলির কথা মনে আসায় চটকা ভাঙল মিলার্ডের। টয়লেট থেকে কোনও সাড়াশব্দ আসছে না। লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। নিচু গলায় গাল বকছে একটানা। একহাতে হ্যাণ্ডকাফ অন্যহাতে কক্ করা সিক্সগান ধরে দ্রুত পায়ে এগোল টয়লেটের দরজা লক্ষ্য করে।

সাত

রাত ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে জনির সেলুনে ভীড় না কমে বরং আরও বাড়ছে। বোধহয় কালকে ব্যাংকের টাকা পৌঁছুবে সেই খুশিতে প্রাণ ভরে গিলছে আজ শহরের লোক। ওদের অনেকেরই শেয়ার আছে ব্যাংকে। ক্লান্ত হয়ে ঘোরাঘুরি বাদ দিয়ে বার কাউন্টারের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে জনির বউ। ওখান থেকে ড্রিঙ্ক সার্ভ করছে। ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার। ঘাম আর সিগারেট, মদের বিকট গন্ধ আসছে বাতাসে। হঠাৎ ভেতরে ঢুকলে বমি এসে যাবে যে-কারও। অথচ সবাই নির্বিকার চেহারায় পান করছে, অভ্যস্ত হয়ে গেছে ওদের নাক—অত্যাচার মেনে নিয়েছে।

ভীড়ের মধ্যে নানা ধরনের মানুষ। মাইনার, কাউবয়, ভবঘুরে। জনির বউয়ের চোখ আটকে গেল হালকা পাতলা গড়নের এক বুড়োর ওপর। বিরাট লম্বা নলের একটা বাফেলো গান হাতে এগিয়ে আসছে বুড়ো কাউন্টারের দিকে। দ্রুত পায়ে হেঁটে বুড়োর সামনে পৌঁছে গেল জনির বউ, ভ্রূ কপালে তুলে বলল, 'আজ হঠাৎ পশ্চিমে সূর্য উঠল নাকি, লিয়ো!'

হাসিমুখে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখাল লিয়ো। বলল, 'আগের চেয়েও সুন্দরী হয়েছ, বার্থা। আমার বয়স আরেকটু কম হলে কবে

তোমাকে নিয়ে ভেগে যেতাম!'

খুশিতে ঝিক করে উঠল বার্থার চোখ জোড়া। লিয়োর দাড়িভরা থুতনিতে হাত বুলিয়ে চিন্তার ভান করে বলল, 'হঠাৎ যে? লবণ ফুরিয়ে গেছে, না তোমার হুইস্কি নামের বিষ বানানোর মালমশলা শেষ?'

'হলো না,' বার্থার কাঁধ চাপড়ে দিল লিয়ো। 'আমি বোর্ডিঙ হাউসে যাচ্ছিলাম মিলার্ডের সঙ্গে দেখা করতে, পথে সেলুনটা পড়ায় ভাবলাম ঢুঁ মেরে শহরের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটাকে দেখে যাই।'

'থাক্, থাক্, কিছু প্রশংসা অন্য মেয়েদের জন্যও রাখো,' হাসল বার্থা। লিয়োনেলের কনুই ধরে টান দিয়ে বলল, 'এসেছ যখন এক চুমুক না খেয়ে যেতে পারবে না।'

'এক চুমুকে চলবে না, সুন্দরী, এক গ্লাস হলে আমি রাজি আছি।'

হাসিমুখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ইশারা করল বার্থা। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কাউন্টার সামলাচ্ছে জনি। বিশেষ একটা বোতল থেকে ঢেলে গ্লাস ভরা হুইস্কি বাড়িয়ে ধরল সে লিয়োর দিকে। লোকে বিষম খেয়ে মরবে এই ভয়ে ওই বোতলের মদ কাস্টোমারকে দেয়া হয় না।

গ্লাস ঠোঁটে ঠেকিয়ে চোখ বুজে আকাশের দিকে নাক তুলল লিয়ো। ঢোকের সাথে সাথে ছন্দ তুলে নড়তে লাগল তার কণ্ঠা। গ্লাস খালি করে কাউন্টারে ঠক করে নামিয়ে রাখল সে। দেখল স্বাদ কেমন কল্পনা করে বিকৃত মুখে অন্যদিকে চেয়ে আছে জনি।

'আহ্!' সশব্দে ঢেকুর তুলল লিয়ো। হাতের তালুতে ঠোঁট মুছে

বলল, 'আছে ভালই, তবে আমার হুইস্কির ধারে কাছে লাগে না এই জিনিস। ধক অনেক কম, মন চাঙা হয়ে ওঠে না।'

বারের আরেক প্রান্ত থেকে রক্তলাল চোখে জিঘাংসা নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে ডারবি। এখনও বিরতিহীন ভাবে মদ গিলছে সে। সেই সাথে বাড়ছে রাগ, সুন্দরী মালটাকে বুড়ো বাগিয়ে নিল নাকি! ওকে বাদ দিয়ে বুড়োর সাথে অত ঢলাঢলি কিসের!

'শালার বুড়ো খচ্চর!' টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল ডারবি।

মাতাল সঙ্গী বাধা দেয়ার বদলে ওর রাগ উস্কে দেয়ার জন্য বলল, 'বুড়োর আছে তেমন কিছু একটা বোধহয় তোমার নেই ভেবেছে ওই সুন্দরী, নাহলে তোমাকে পাত্তা দিল না কেন!'

'দেখিয়ে দেব আমার কতটা কি আছে,' জড়ানো কণ্ঠে বলে এগোল ডারবি ভীড় ঠেলে। শেষ মুহূর্তে ওকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো মাতাল আউট-ল। ডারবির জ্যাকেট আঁকড়ে ধরতে পারেনি সে। ঘোড়ার মত লম্বা চেহারায় সতর্কতা আর ভয় ফুটে উঠল তার। কোনও গোলমাল হলে ওকেও ছাড়বে না লোকো।

'কাস্টোমারের সাথে বলে খাও না?' বার্থার কনুই ধরে টান মেরে জানতে চাইল ডারবি।

'হ্যাঁ, খাই না।' বরফ শীতল কণ্ঠে বলল বার্থা।

'তাহলে এই বুড়ো শকুনের সাথে এত খাতির কি জন্য?'

'আমি বুড়ো শকুন হলে তুমি হচ্ছ নর্দমার গা ঘিন ঘিন করা কেঁচো,' মুঠি করা হাত নাচিয়ে রাগে চেঁচাল লিয়োনেল।

বাফেলো গান কাউন্টারে ঠেস দিয়ে রেখে এক পা এগুতেই লিয়োর বুকে হাত দিয়ে বাধা দিল বার্থা। বলল, 'লিয়ো আমার

অনেক পুরানো বন্ধু বলেই গল্প করছি। তোমার তাতে কোনও অসুবিধা আছে, স্ট্রেঞ্জার?'

'না,' নোঙরা দাঁতগুলো বের করে হাসল ডারবি। 'কোনও অসুবিধা নেই, তবে আমার মনে পড়ছে যে আমিও তোমার পুরানো বন্ধু।' হাসি মিলিয়ে গেল তার ঠোঁট থেকে, হেঁচকা টানে বার্থাকে বুকের ওপর নিয়ে এল সে। ঠোঁটে চেপে বসল ঠোঁট। জনি লোকটা মেরুদণ্ডহীন, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে না দেখার ভান করছে সে।

রাগে ছোটখাটো একটা গর্জন ছাড়ল লিয়ো। দু'পা এগিয়ে এসে প্রচণ্ড জোরে মুচড়ে ধরল আউট-লর হাত। চাপ বাড়াতেই ককিয়ে উঠল মাতাল লোকটা। বার্থাকে ছেড়ে দিল, ব্যথায় পাগল হয়ে গেছে। নিজেকে মুক্ত করার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করল। না পেরে মুক্ত হাতে ঘুসি মারল লিয়োর মুখ লক্ষ্য করে।

তৈরি হয়েই ছিল, ঘুসিটা আসতে দেখে মাথা সরিয়ে নিল লিয়ো। গায়ের জোরে ডানহাতি ঘুসি মারল সে ডারবিকে ছেড়ে দিয়ে। নীরব হয়ে গেছে সেলুনের লোকগুলো, লিয়োর মুঠির সঙ্গে আউট-লয়ের চোয়ালের হাড় ঠোকাঠুকি হলো। সংঘর্ষের শব্দ নিঃশব্দ পরিবেশে বিকট শোনাল। ঘটনা কি ঘটছে জানে না এমন যে কেউ শুনলে মনে করবে যে কাঠের কোনও আসবাবপত্র ভেঙেছে।

উড়ে গিয়ে চিত হয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ডারবি। প্রচণ্ড আঘাতে কেঁপে উঠল পুরো বিল্ডিঙ। সেলুনে পিন পতন নীরবতা। সবাই মাটিতে পড়ে থাকা আউট-ল আর প্রস্তুত লিয়োকে দেখছে বিস্ফারিত চোখে। কেউ এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যে বুড়ো কোনও লোকের গায়ে এত জোর থাকতে পারে। লিয়োর অবশ্য

ধারণা মাত্র মধ্য যৌবনে পা দিয়েছে সে, পিটিয়ে দু'চারজনের হাড় এখনও গুঁড়ো করে দিতে পারবে। ওর ধারণা মিথ্যে নয় তা দেখা যাচ্ছে চিতপাত আউট-লর অবস্থা থেকে।

সবার অজান্তে মার্শালকে ডাকতে বেরিয়ে গেছে জনি। ওর বউ এতক্ষণে খেয়াল করল ব্যাপারটা।

ডারবিকে নড়তে দেখে ফিসফিস করে কথা বলে উঠল সেলুনে স্থাণুর মত দাঁড়ানো লোকগুলো। এর পরের ঘটনা কি হতে পারে সে-ব্যাপারে বাজি ধরছে জুয়াড়ীরা। কাঁচের শরীর, অসাবধানে নড়লে ভেঙে যাবে, এমন ভঙ্গিতে উঠে বসল আউট-ল। রক্তলাল চোখের ঘৃণা ঝরা দৃষ্টিতে লিয়োকে দেখল। ফুলে যাওয়া চোয়ালে হাত বুলিয়ে দাঁতের ফাঁকে বলল, 'ভুল করলে, বুড়ো শকুন। জীবনে আর কোনও ভুল করার সুযোগ পাবে না তুমি।'

বসে থেকেই মাথা ঝাঁকাল সে, যেন আচ্ছন্নতা ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। পরক্ষণেই তার হাত সাপের মত ছোবল মারল হোলস্টারে। কিন্তু লিয়ো অনেক বেশি দ্রুত, তাছাড়া তৈরি ছিল। কাউন্টারে ঠেস দিয়ে রাখা বাফেলো গান তুলে নিয়ে আউট-লর কব্জিতে নামিয়ে আনল সে গায়ের জোরে।

আর্তনাদ করে অন্য হাতে কব্জি চেপে ধরল ডারবি, পিস্তল ছিটকে মেঝেতে পড়ে পিছলে সরে গেল আওতার বাইরে। বেশী গালাগালি করছে দেখে আউট-লর বুকে অস্ত্রের নল ঠেকিয়ে ধমক দিল লিয়ো। বলল, 'বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে তুমি হয়তো শিখে যাবে মহিলাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হয়। অবশ্য আমার মনে হয় না অতদিন তুমি বাঁচবে। ছেড়ে দিচ্ছি এবারের মত, এরপর বড়দের সাথে আর লাগতে এসো না।'

বার্থার দিকে তাকিয়ে হাসল লিয়ো, ড্রিঙ্কের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এল সেলুন থেকে। বুড়ো ঘোড়াটাকে দরজার পাশেই বেঁধেছে সে। বাঁধন খুলে একবার চড়তে গিয়েও কি মনে করে মত পাল্টাল। স্যাডল বুটে বাফেলো গান গুঁজে ঘোড়ার দড়ি ধরে হাঁটতে শুরু করল। অনেক ঘুরেছে, আর সময় নষ্ট না করে এবার মিলার্ডের সাথে দেখা করা উচিত।

সেলুনের ভেতরে আবার স্বাভাবিক হট্টগোল শুরু হয়েছে লিয়ো চলে যাওয়ায়। ডারবি উঠে দাঁড়াতেই তার সঙ্গী দ্রুত পায়ে এসে পাশে দাঁড়াল। নিচু গলায় বলল, 'চলো, ডার্ব, চলে যাই এখান থেকে। কাজ শুরুর আগ পর্যন্ত কোনও ঝামেলায় যেতে লোকোর মানা আছে। যা হওয়ার হয়েছে, ভুলে যাও।'

'অসম্ভব!' মাথা ঝাঁকিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় প্রতিবাদ করল ডারবি। টান দিয়ে সঙ্গীর হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে নিয়ে উন্মত্তের মত ছুটল সেলুনের দরজা লক্ষ্য করে।

দশ-পনেরো পা এগিয়েছে এসময় সেলুনের ব্যাটউইঙ সজোরে খুলে বন্ধ হবার আওয়াজ পেল লিয়ো। এত তাড়া কার দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। উদ্যত পিস্তল হাতে আউট-লকে দেখেই বুঝতে পারল কি ঘটতে যাচ্ছে। টান মেরে স্যাডল বুট থেকে বাফেলো গান খসিয়ে আনল সে, সময় পেল না তুলে ধরে তাক করার। গর্জে উঠল ডারবির পিস্তল। বুকে গরম লোহার শিক ঢুকেছে বলে মনে হলো লিয়োর। পড়ে গেল মাটিতে, কিন্তু কোনও ব্যথা পেল না। মারা গেছে আগেই।

দৌড়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল বার্থা আর কয়েকজন লোক। লিয়োকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে ফুঁপিয়ে উঠে ছুটে গেল

বার্থা। ধুলোতে হাঁটু মুড়ে বসে লিয়োর মাথা কোলে তুলে নিল। গলায় হাত রেখে দেখল পালস নেই। চোখ দুটো ভিজে গেল, টপ টপ করে অশ্রু ফোঁটা পড়তে লাগল মৃত লিয়োর খোলা চোখে।

'আমার কিছু করার ছিল না, ও অস্ত্র তাক করেছিল,' বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে জড় হওয়া লোকগুলোর ওপর চোখ বোলাল আধমাতাল ডারবি। পিস্তল এখনও হোলস্টারে ঢোকায়নি সে, প্রয়োজনে ব্যবহার করবে নির্দ্বিধায়।

'তুমি ওকে খুন করেছ! জীবনে কোনদিন কারও ক্ষতি করেনি যে মানুষটা তাকে তুমি খুন করেছ।' কান্নার দমকে পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে বার্থার, কোলের ওপর লিয়োর মাথাটা একটু একটু নড়ে যেন সায় দিচ্ছে ওর কথায়। বাফেলো গান হাত দু'এক দূরে পড়ে আছে, লিয়োর মাথা কোল থেকে নামিয়ে হঠাৎ ওটার ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বার্থা। অস্ত্র তুলে নিয়ে হ্যামার উঠিয়ে তাক করল আউট-লর দিকে। চোখের পলকে হুড়োহুড়ি করে ডারবির কাছ থেকে সরে গেল ভীড় করে দাঁড়ানো লোকগুলো। ওরা জানে ওই জিনিসের কার্তুজকে গুলি না বলে গোলা বলা উচিত, গায়ে লাগলে বাঁচার আশা নেই।

'বার্থা, অস্ত্র নামাও,' পেছন থেকে একসাথে কথা বলে উঠল জনি আর মার্শাল উইলকার। এইমাত্র এসে পৌঁছেছে ওরা, পেছন পেছন এসেছে উৎসাহী কয়েকজন লোক। সবাই জানে প্রাক্তন মার্শালের বন্ধু ছিল লিয়ো, একজন ছুটল মিলার্ডকে খবর জানাতে। মাঝপথে গিয়ে তার মনে হলো মিলার্ড কোথায় আছে কে জানে, খামোকা কষ্ট করার দরকার নেই। বাড়ি ফিরে গেল সে।

'ওই লোক লিয়োকে খুন করেছে,' ফুঁপিয়ে উঠল বার্থা।

'আমি জানি, বার্থা,' কণ্ঠস্বরে শান্ত একটা ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করল উইলকার। আউট-লয়ের ওপর পিস্তল স্থির রেখে আরেক হাত বাড়াল সে বাফেলোর গানের দিকে। 'আমার হাতে অস্ত্রটা দিয়ে দাও, বার্থা।'

মার্শালের চোখে এক মুহূর্তের জন্য চোখ রাখল বার্থা, তারপর বাফেলো গান কাঁধে তুলে ট্রিগার টেনে দিল। ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জে উঠল প্রাচীন অস্ত্র, কিন্তু লক্ষ্য ভেদ করতে পারল না। ভীষণ ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেছে বার্থা, হাত কেঁপে যাওয়ায় ওর ইচ্ছে পূরণ হলো না। আউট-ল যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার ফুট তিনেক দূরে একটা কাঠের খুঁটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল প্রচণ্ড শক্তিশালী বুলেটে। চুনের মত সাদা চেহারায় জায়গাটা দেখল ডারবি, নড়তে ভুলে গেছে আতঙ্কে।

বার্থার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিল জনি, মার্শাল ডারবির উদ্দেশে বলল, 'তোমারটাও জমা দিতে হবে।'

কিছুটা সামলে উঠেছে ডারবি, শীতল চোখে উইলকারকে মাপল সে। মার্শালের পোশাক আশাক, অস্ত্র ধরার কায়দা আর জোরে কথা বলার চেষ্টা—সবকিছুতে অনভিজ্ঞতা। ভয় লুকাচ্ছে লোকটা, পারছে না কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

'আমি পিস্তল জমা দেব না, মার্শাল,' বাঁকা হাসি ফুটে উঠল ডারবির ঠোঁটে। 'যদি তোমার ইচ্ছা থাকে তাহলে গুলি করো, আমি মারা না গেলে পিস্তল দেব না।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীতের মধ্যেও ঘেমে গেল উইলকার। পিঠ বেয়ে নামছে ঘামের ঠাণ্ডা ধারা। জীবনে এই প্রথম মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে সে। এই প্যাঁচ থেকে ছাড়া পাবার আর কোনও পথ নেই।

এখন পিছিয়ে গেলে সবার চোখে ছোট হতে হবে তাকে, মার্শালের লোভনীয় চাকরি চলে যাবে, এই সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। মনস্থির করে ফেলল উইলকার। হাঁটু ভয়ে কাঁপছে কাঁপুক, ডুয়েল ওকে লড়তেই হবে।

মার্শালের ভীত চেহারা লক্ষ করে হাসল ডারবি, টের পেল না নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ওর বস্—লোকো। পিস্তল বের করে নির্দেশ অমান্য করা স্যাঙাতের মাথায় নামিয়ে আনল সে। ডারবি বুঝতেও পারল না কিসের বাড়িতে জগৎ অন্ধকার হয়ে গেছে। হাসিমুখে ডারবির পিস্তলটা তুলে মার্শালের দিকে বাড়িয়ে ধরল লোকো।

উইলকার টের পেল এতক্ষণ দম বন্ধ করে রেখেছিল সে। বড় করে শ্বাস ফেলে ডারবির পিস্তল বেল্টে গুঁজল সে। লোকোর দিকে তাকিয়ে স্বস্তির হাসি হেসে বলল, 'ধন্যবাদ, স্ট্রেঞ্জার। তুমি না ঠেকালে একটা জীবন ঝরে যেত।'

কিছুই করেনি এমন ভঙ্গিতে হেসে হাত ঝাপটাল লোকো। 'তুমি বললে অজ্ঞান লোকটাকে জেলখানা পর্যন্ত নেয়ার ব্যাপারেও সাহায্য করতে পারি। আমি আবার সব সময় আইনের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করি। আজ কি সৌভাগ্য যে তোমার মত একজন কড়া মার্শালকে সাহায্য করতে পেরেছি!'

লোকো ঠাট্টা করছে বুঝতে পারল না উইলকার, মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিল। মনে মনে ভাবল, 'আমি আসলেও বোধহয় দারুণ একজন মার্শাল। না হলে লোকটা অত দরদ দিয়ে বলছে তো আর খামোকা নয়!'

আট

টয়লেটের দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল মিলার্ড। মৃদু খুটখাট শব্দ হচ্ছে টয়লেটের ভেতরে। ম্যাকেনলি, না ওপাশের দরজা দিয়ে ঢুকে শব্দ করছে অন্য কেউ? ম্যাকেনলি চলে গিয়ে থাকলে আর ওর দেখা পাওয়া যাবে না; আবার না গিয়ে থাকলে ঠিকই আসবে। পরিস্থিতির ওপর হাত নেই বুঝে ফিরে এসে চেয়ারে বসল মিলার্ড লম্বা চুমুকে বোতলের অবশিষ্ট হুইস্কি গলায় ঢালল।

গেলার আগেই টয়লেটের দরজা খুলে বেরিয়ে এল আউট-ল। চেহারা দেখে গলায় হুইস্কি আটকে কাশতে শুরু করল মিলার্ড। ম্যাকেনলি এসে ওর পিঠে চাপড় দিল দম ফিরে পেতে সাহায্য করার জন্য। বিস্ফারিত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বড় করে শ্বাস টানল মিলার্ড। আউট-লর চেহারা টয়লেটে যাওয়ার আগে দাড়ি-গোঁফে ভরা ছিল, কিন্তু এখন একদম ফকফকা। সব কামিয়ে এসেছে। যৌবন ফিরে না এলেও বুড়ো বুড়ো দেখাচ্ছে না আর এখন, মনে হচ্ছে বয়স কমে গেছে বছর দশেক।

'টয়লেটে একটা রেজর ছিল, কেটে ফেললাম,' মিলার্ডের চেহারায় বিস্ময় দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল আউট-ল।

হ্যাণ্ডকাফ পরার জন্য ডানহাত এগিয়ে দিয়েছে দেখে মিলার্ড বলল, 'দরকার দেখছি না। তুমি ইচ্ছে করলে পালাতে পারতে, টয়লেটের জানালা যথেষ্ট বড়।'

'ভাবলাম চলে গিয়ে কি হবে। আর কতদিন পালাব,' চেয়ারে বসে পড়ে বলল ম্যাকেনলি।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল ওরা। ধীরে ধীরে ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যাচ্ছে বুঝে দু'জনেই একটু অস্বস্তিতে ভুগছে।

বোর্ডিঙ হাউসের সদর দরজায় করাঘাতের দ্রুত শব্দে গল্প থেমে গেল ওদের। লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল মিলার্ড। 'নিশ্চয়ই লিয়ো। বুড়ো ছাগলটা এত দেরি করল কেন!' কপট রাগ দেখালেও সতর্কতায় ঢিল পড়ল না, দরজার কাছে গিয়ে সিক্সগান বের করে মিলার্ড জানতে চাইল, 'কে?'

'আমি বার্থা, দরজা খোলো,' কান্না জড়ানো মহিলা কণ্ঠ ভেসে এল বাইরে থেকে।

দরজা খুলে মিলার্ড দেখল সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে জনির বউ। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে কি ঘটেছে জানাল সে। মহিলা চলে যাওয়ার পরও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল মিলার্ড। ওর মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। একজন বন্ধু হারিয়েছে ও। ওকে বুঝতে পারত এমন একজন বন্ধু আর নেই, অন্যায় ভাবে খুন করা হয়েছে লিয়োকে। আর কখনও ওর ওপর রেগে উঠবে না লিয়ো। কখনও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাহায্য করতে ছুটে আসবে না। আজ সত্যি সভ্যতার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে সে। এতই দূরে যে মিলার্ডের সাধ্য নেই ওর কাছে যায়। দু'ফোঁটা পানি টলমল করে উঠল মিলার্ডের চোখে। অপ্রস্তুত হয়ে সে বলল, 'ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় চোখে

পানি এসে যায়!'

পেছন থেকে মিলার্ডের কাঁধে হাত রাখল ম্যাকেনলি। দু'জনে এক সাথে গেল লিয়োকে দেখতে। ফিরে আসার সময় ম্যাকেনলি বলল, 'আমি জানি তোমার কেমন লাগছে। দলের সবাই মরেছে চোখের সামনে, কিছুই করতে পারিনি আমি। জানি বন্ধু হারানোর কষ্ট কতখানি, মিথ্যে সান্ত্বনা দেব না তোমাকে। লিয়োকে আমারও ভাল লেগেছিল। বন্ধুকে বাঁচানোর জন্যই আমাকে খুন করতে চেয়েছিল বুড়ো।'

ভোরের প্রথম আলো পুবাকাশ ছুঁয়েছে। কিছুক্ষণ পর রাস্তার ধুলো লাল হয়ে উঠবে রোদ মেখে রাস্তার গ্যাসের বাতি নেভায় যে লোকটা সে কাজ শুরু করে দিয়েছে। একের পর এক বাতি নিভিয়ে বোর্ডিঙ হাউসের সামনে দিয়ে চলে গেল সে, খেয়াল করল না বোর্ডিঙ হাউসের বারান্দায় দাঁড়ানো নিঃসঙ্গ লোকটাকে।

বারান্দার রেলিঙে এক পা উঠিয়ে দিয়ে অনড় দাঁড়িয়ে আছে মিলার্ড। পাইপটা অনেকক্ষণ আগে নিভে গেছে, নতুন করে তামাক ভরার কথা মনে পড়েনি ওর। চোখ কুঁচকে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে সে, কিন্তু দেখছে না কিছুই। খেয়াল করল না পেছনে মৃদু শব্দে খুলে গেছে দরজা।

নীরবে মিলার্ডের পাশে এসে দাঁড়াল মেরিয়ান। ভারী একটা সোয়েটার পরে গলা পর্যন্ত বোতাম এঁটে দিয়েছে সে, তবুও কাঁপছে ভোরের শীতল বাতাসে। হাতের চাদরটা মিলার্ডের কাঁধে জড়িয়ে দিল মেরিয়ান। নড়ল না মিলার্ড। একটা কথাও বলল না। চেয়ে আছে দিগন্তের কাছে অনন্ত বিস্তৃত আকাশের দিকে। কথা না বলে মিলার্ডকে দেখল মহিলা। তাকিয়েই থাকল। যেন বুঝতে পারছে

মিলার্ডের বেদনা। উপশম জানা নেই, তবু দৃষ্টিতে সহমর্মিতা আছে।

হঠাৎ একসময় মিলার্ড বলল, 'লিয়োর বদলে আমারই মরা উচিত ছিল। আমিই ওকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছি।'

'না বোধহয়, ওর ভাগ্যে এই ছিল।'

'ভাগ্য? ভাগ্য আমি বিশ্বাস করি না। আমার ভাগ্যে লেখা ছিল যে তুমি অন্য লোকের বউ হবে? ভাগ্য বলে কিছু নেই, মেরি। সব দোষ আমার।'

নীরবতা নামল ওদের মাঝে। মেরিয়ান বুঝল জীবনের হিসেবে মস্ত বড় একটা ভুল করে ফেলেছে সে। আকাশ দেখছে মিলার্ড। অনেকক্ষণ পর শীতে কাঁপতে কাঁপতে মেরিয়ান বলল, 'এখানে খুব শীত। চলো, ভেতরে যাই।'

'তুমি যাও। একটু পরে আসব আমি।'

'তোমার সর্দি লেগে নিউমোনিয়া হতে পারে কিন্তু।'

'যা হয় হোক, কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই আমি,' ঠাণ্ডা স্বরে সিদ্ধান্ত জানাল মিলার্ড। ও চাইছে না মেরিয়ান ওকে কাঁদতে দেখে ফেলুক। কয়েকটা ব্যাপারে মনস্থির করতে হবে ওকে। কয়েকজনের জীবন কেড়ে নিতে হবে। যে আউট-ল লিয়োকে খুন করেছে তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। লোকটাকে জেলে পুরেছে উইলকার, কিন্তু হাতে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকলে ছেড়েও দেবে। জীবন থাকতে আউট-ল আর তার সঙ্গীদের বাঁচতে দেবে না মিলার্ড।

'জো,' মিলার্ডের কাঁধে হাত রেখে ভীত স্বরে ডাকল মেরিয়ান। মিলার্ডের চেহারা দেখে বুঝতে পারছে কি চলছে ওর মাথায়। বলল, 'আমি জানি কি ভাবছ তুমি, জো। যাই করো লিয়োকে আর ফেরত

পাবে না। মনে রেখো আরও অনেকে তোমাকে ভালবাসে, তোমার ওপর নির্ভর করে। তোমার কিছু একটা হয়ে গেলে তখন...'

'লিয়ো আমার বন্ধু ছিল, মেরি,' শান্ত কণ্ঠে বলল মিলার্ড মেরিয়ানের চোখে চোখ রেখে। 'ওরকম বন্ধু মানুষ এক জীবনে দু'বার পায় না। আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে মারা গেছে লিয়ো। কোনও দরকার ছিল না ওর, শহরে এসেছিল শুধু আমি যাতে বিপদে না পড়ি সেজন্য। এখন আর আমি পিছিয়ে যেতে পারব না, মেরি।'

'শহরের সবাই তোমাকে পছন্দ করে, ওদের জন্য হলেও বেঁচে থাকা দরকার তোমার,' রাগে কাঠের মেঝেতে পা ঠুকল মেরিয়ান, 'বাজে চিন্তা বাদ দাও, জো, ভুলেও বোকার মত কিছু করতে যেয়ো না। এখন আইনের ব্যাপারগুলো দেখার দায়িত্ব মার্শাল উইলকারের, তোমার না। পছন্দ করে বলেই শহরের সবাই তোমাকে অবসর দিয়েছে!'

ঠোঁট বাঁকা করে মিলার্ডকে নিঃশব্দে হাসতে দেখে রাগ আরও বাড়ল মেরিয়ানের, প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বোকার মত কিছু করবে না বলে দিলাম, জো মিলার্ড! তোমাকে বাডের দরকার; ভীষণ দরকার।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করল মেরিয়ান, তারপর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলল, 'আমারও তোমাকে দরকার, জো।'

এতদিন অপেক্ষার পর হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে মেরিয়ানের মুখে কথাটা শুনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মিলার্ড। ভাবছে, কানে ঠিক শুনলাম তো? ওকে পছন্দ করে, ভালবাসে মেরি? ভয়ে ভয়ে মেরির হাত ধরল মিলার্ড। টের পেল শীতে কাঁপছে বেচারি। আলতো করে টান দিল মিলার্ড, বাধা এল না মেরির তরফ থেকে।

মিলার্ডের চওড়া পেশীবহুল কাঁধে মাথা রেখে ফিসফিস করে সে বলল, 'ভয় করছে, জো। বুঝতে পারছি তোমার কিছু হয়ে গেলে সইতে পারব না আমি, মরে যাব।'

'চিন্তা কোরো না, মেরি,' মিষ্টি একটা গন্ধ চুলে, নাক ডুবিয়ে শ্বাস টানল মিলার্ড। 'জেনে গেছি তুমি আমাকে ভালবাস, আর কখনও ঝুঁকি নেব না আমি।'

'নিতে দেব না,' ফিসফিস করে বলল মেরিয়ান।

বিধাতা অলক্ষ্যে হাসলেন।

নয়

সকালের আলো ফুটে উঠেছে চারধারে। শহরের নতুন বাড়িগুলো ঝকমক করছে প্রথম রোদে। রাস্তার দু'পাশের দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে, তবে পুরোদমে ব্যস্ততা শুরু হয়নি এখনও। আজকের বিশেষ দিনে রাস্তায় যারা বেরোচ্ছে তারা অন্য কোনও দিকে না তাকিয়ে রেল ডিপোতে ছুটছে। ঘণ্টা দু'তিনেক পর ট্রেন আসবে ব্যাংকের টাকা নিয়ে, কিন্তু ততক্ষণ তীর্থের কাকের মত হাঁ করে ট্র্যাকের দিকে তাকিয়ে থাকার ধৈর্য অনেকেরই আছে।

বাড়ি থেকে বের হলো মেয়র উইলিয়াম। ক্লিন শেভড। আজকে চমৎকার একটা স্যুট গায়ে চড়িয়েছে সে। মনটা ফুরফুরে, দশ ডলারের পারফিউম উপহার দিয়ে সম্পর্ক জোড়া লাগিয়ে ফেলেছে মিসেস জনসনের সাথে। স্বামী যদি আজ রাতেও গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাহলে মহিলা ওর কাছে আসবে কথা দিয়েছে।

একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে কঠোর চেহারার দুই আউট-ল। মেয়র ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ায় একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করল, 'ফুলবাবুটা কে?'

'মেয়র।'

'জেসাস!' সঙ্গীর কথা শুনে হাসল আউট-ল। 'এই যদি হয়

মেয়র, তাহলে বাকিরা কেমন? আমার তো মনে হয় হাসতে হাসতে আজকের কাজটা শেষ করতে পারব আমরা!'

আট-দশজন ছেলে রাস্তায় মার্বেল খেলছিল, মেয়রকে দেখে দূর থেকে ছুটে এল ওরা। চেঁচাচ্ছে সবাই। হাসিমুখে কোটের পকেটে হাত ভরল মেয়র। বাচ্চাদের জন্য সবসময় ক্যাণ্ডি রাখে সে। ওরাই তো ভবিষ্যতে তাকে ভোট দেবে। দলের নেতা বুড়ো খোকার নাম পার্ডি। সে মানা করায় একটা ছেলেও ক্যাণ্ডি নিতে হাত বাড়াল না। পার্ডিকে চটালে ফল ভাল হয় না জানে ওরা, একেকজনকে ধরে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দেয়।

'আমরা ক্যাণ্ডি চাই না, আমরা বুড়ো লিয়োর খুনীটাকে দেখতে চাই,' চেঁচাল সে।

ক্যাণ্ডি নিতে না পেরে যারা মনক্ষুণ্ণ হয়েছিল তারাও নেতার কথায় খুশি হয়ে উঠল। ক্যাণ্ডি পরেও খাওয়া যাবে, কিন্তু খুনী পরে আর দেখা যাবে কিনা সন্দেহ! সমস্বরে পার্ডির কথায় সায় দিল ওরা।

রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে কিছুই জানে না মেয়র। বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ছিল, কিন্তু সামলে নিল সে। ছেলেদের সামনে বোকা বনতে চায় না। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'চলো। মার্শালের সাথে কথা আছে আমার, খুনী যদি থাকে পাঁচ মিনিটের জন্য দেখতে দেব তোমাদের।'

'মাত্র পাঁচ মিনিট!' খুশি হয়নি পার্ডি। নেতাদের খুশি হতে নেই। হুমকি দিল সে, 'আমাদের বাবা-মাকে বলব তোমাকে ভোট না দিতে।'

'যতক্ষণ খুশি দেখবে, অসুবিধা কি!' তড়িঘড়ি করে বলল

মেয়র। মনে মনে পার্ডির চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করল। লোকদের নিয়ে ভয় নেই, ব্রথেলের মেয়েরা ফিরে আসবে জেনে যাওয়ায় ওকেই ভোট দেবে তারা। যত চিন্তা মহিলাদের নিয়ে, বাচ্চাদের কথা শুনে মহিলারা বুড়ো হাবড়া প্রতিদ্বন্দ্বীটাকে ভোট দিলে সর্বনাশ হতে পারে।

ছেলের দলের আগে আগে হেঁটে জেলখানার দরজার সামনে পৌঁছুল মেয়র উইলিয়াম। দরজা বন্ধ, খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো সে। ধাক্কা দিয়ে শব্দ করে চেঁচাল, 'উইলকার, দরজা খোলো!'

দরজা খুলল না। ভেতরে কোনও সাড়াশব্দ নেই। মার্শাল থাকলে নিশ্চয়ই দরজা খুলত! ঘুরে তাকিয়ে মেয়র বুঝল ছেলেরা ছাড়াও কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে গেছে তার কাণ্ডকারখানা দেখার জন্য। সুন্দর হাসির জয় বিশ্বজুড়ে। মিষ্টি একটুকরো মাপা হাসি উপহার দিল মেয়র উপস্থিত জনতার উদ্দেশে। দু'হাত তুলে বলল, 'আমাদের সুযোগ্য নতুন মার্শাল প্রায়ই চাবি নিয়ে ভুলে চলে যায় বাড়িতে। কিন্তু আশ্চর্য! ফিরে আসার সময় চাবি আনতে ভোলে না সে!'

চলে যেতে গিয়েও একটা জানালা আধ খোলা দেখে উঁকি দিল মেয়র। সেলের দরজা খোলা, ভেতরে কোনও বন্দী নেই। মার্শালকে কোথাও দেখা গেল না। ছেলেরা মিথ্যে বলেনি, তাহলে খুনী গেল কোথায়? মার্শালেরই বা কি হলো? ফ্যাকাসে চেহারায় ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসল মেয়র, বাচ্চাদের উদ্দেশে বলল, 'একটু অপেক্ষা করো, আমি এখুনি আসছি। ফিরে এসে তোমাদের খুনী দেখাব।'

মিলার্ডের ধারণা কি তাহলে ঠিক? ব্যাংক ডাকাতি হবে এ যুগেও? রেল ডিপোর দিকে দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল মেয়র।

ভয়ে চিন্তায় মনে মনে কাহিল হয়ে পড়েছে সে, কিন্তু পরিচিতদের পাশ কাটানোর সময় হাসতে ভুলছে না একবারও।

প্ল্যাটফর্মে লোকজন দাঁড়িয়ে আছে বেশ ক'জন। টিকেট কাউন্টার ফাঁকা। বুড়ো এজেন্ট ছাড়া ওখানে কেউ নেই। আরেকটু পরেই লোকে ভীড় করে টিকেট কাটতে আসবে, তাই ব্যস্ত হয়ে বিভিন্ন গন্তব্যের টিকেট আলাদা খোপে রাখছে লোকটা।

'গুড মর্নিঙ, স্তেফান,' কাউন্টারে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়াল মেয়র। 'এক্সপ্রেস ট্রেন ঠিক সময় পৌঁছবে?'

'হ্যাঁ, মেয়র।'

'অস্বাভাবিক কোনও কিছু তোমার চোখে পড়েছে, স্তেফান?' চারপাশে তাকিয়ে অকারণেই গলা নামিয়ে জানতে চাইল মেয়র। 'সন্দেহজনক কিছু দেখলেই আমাকে জানাবে, বুঝেছ?'

'না, মানে জ্বী, মেয়র। কিছু দেখলেই জানাব।'

এই প্রথম মেয়র লক্ষ করল ভয় পেয়েছে বুড়ো লোকটা। টিকেট ধরা দু'হাত কাঁপছে থরথর করে। কিছু কি জানে লোকটা? ডাকাতি হবে? আতঙ্ক সংক্রমিত হলো মেয়রের মধ্যে। মিলার্ডকে সরিয়ে নিজের পছন্দের লোককে মার্শাল পদে বসানো ভুল হয়ে গেছে, ভাবল সে। ব্যাংক ডাকাতি হলে এখন আর মিলার্ডের ঘাড়ে দোষ চাপানো যাবে না। উইলকারকে মার্শাল করায় সবাই তাকেই দোষ দেবে, নির্বাচনে জেতার আশা থাকবে না আর। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল মেয়র। এজেন্টকে শান্তস্বরে বলল, 'কি বলেছি মনে রেখো, সন্দেহ হলেও আমাকে জানাবে। কোনও লোককে দেখে খারাপ মনে হলেও বলতে ভুলো না।'

মেয়র যতক্ষণ কথা বলল ততক্ষণ বুড়ো এজেন্ট তাকে চোখের

ইশারা করল। বাম কাঁধের পেছনের কিছু দেখাতে চাইছে সে মাথা না নেড়ে। সেদিকে তাকিয়ে ধক করে উঠল মেয়রের হৃৎপিণ্ড। ছোট্ট অফিস ঘরের পেছন দিকে উঁচু করে দেয়ালের মত সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো বড় ব্যাটারি। ওগুলো টেলিগ্রাফ যন্ত্রে পাওয়ার সাপ্লাই দেয়।

একপাশের জানালা দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকেছে ঘরে। উল্টোদিকের দেয়ালে ব্যাটারিগুলোর ছায়া পড়েছে। শুধু ব্যাটারি নয়, ভাল করে তাকালে বোঝা যায় অস্বাভাবিক একটা ছায়া। একজন লোক পিস্তল বাড়িয়ে ধরে বসে আছে ব্যাটারিগুলোর পেছনে। টিকেট এজেন্ট এত ভয় পাচ্ছে কেন বুঝতে অসুবিধা হলো না মেয়রের। তার নিজেরও হাত কাঁপত পিঠ বরাবর কেউ পিস্তল তাক করে বসে থাকলে।

'ও, হ্যাঁ, স্তেফান, আমরা তোমার অবসরের ব্যবস্থা করছি। চিন্তা কোরো না, মিস্টার মিলার্ডের সাথে আলাপ করব যাতে তোমার অবসর ভাতা পেতে সুবিধা হয়।' শান্ত কণ্ঠে কথা কটা বলে ঘুরে হাঁটা দিল মেয়র উইলিয়াম।

পদশব্দ দূরে চলে যাওয়ার পর আড়াল ছেড়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল লোকোর ডানহাত জর্জ প্যারট। অকৃত্রিম প্রশংসা ভরে বলল, 'তোমার অভিনেতা হওয়া উচিত ছিল, বুড়া দাদু, নাম করতে পারতে!'

ফায়ার প্লেসের আগুন নিভে গেছে অনেকক্ষণ হলো। পার্লারের ভেতরে শীত জাঁকিয়ে বসেছে। নতুন আরেকটা হুইস্কির বোতল খোলা হয়েছে। গ্লাস হাতে অস্থির পায়ে একটানা পায়চারি করছে

জো মিলার্ড, চুমুক দিচ্ছে না একবারও। ম্যাকেনলি চেয়ারে বসে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে মিলার্ডকে।

অজস্র অনুভূতি, স্মৃতি আর বর্তমান-ভবিষ্যতের চিন্তা জট পাকিয়ে গেছে মিলার্ডের মাথায়, গম্ভীর উদভ্রান্ত চেহারায় গিঁট ছাড়ানোর চেষ্টা করছে সে।

'ভেবে কি লাভ, ওরা সংখ্যায় অনেক,' এক সময় নীরবতা ভাঙল ম্যাকেনলি।

'তারমানে বলতে চাইছ চোখের সামনে ওদের ব্যাংক ডাকাতি দেখতে হবে?' থমকে দাঁড়িয়ে চোখ গরম করে তাকাল জো মিলার্ড। 'ভেবেছ আমার বন্ধুকে খুন করে পার পেয়ে যাবে ওরা? আমি বেঁচে থাকতে নয়, দরকার হলে একাই ওদের সবার বিরুদ্ধে লড়ব আমি।'

'তাতে কি লাভ, শুধু শুধু মরবে তুমিও।'

জবাবে মিলার্ড কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই দরজায় জোর ধাক্কা পড়ল। বাইরে থেকে মেয়র উইলিয়ামের উৎকণ্ঠা মিশ্রিত চিৎকার ভেসে এল। 'মিসেস উডল্যাণ্ড! দরজা খোলো, মিসেস উডল্যাণ্ড!'

কিচেনে মেরিয়ানের পায়ের শব্দ শুনতে পেল ওরা। তারপরই দরজা খোলার শব্দ হলো। ভদ্রতার ধার দিয়েও গেল না মেয়র, চোখের সামনে মেরিয়ানকে দেখেই ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল, 'মার্শাল জো-কে খুব দরকার। জীবন-মরণের প্রশ্ন, কোথায় সে?'

মেরিয়ান বোধহয় নিঃশব্দে পার্লার দেখিয়ে দিয়েছে, কারণ বড় বড় চোখ করে প্রায় দৌড়ে ওদের সামনে উপস্থিত হলো মেয়র। ঘামে দেহ চকচক করছে, সুদর্শন চেহারা চিন্তায় মলিন দেখাচ্ছে।

তার অবস্থা দেখে মনে হলো খোদ শয়তানের তাড়া খেয়ে ছুটে এসেছে।

'জো বয়, আমরা শেষ হয়ে গেছি!' দু'হাত যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল মেয়র। হঠাৎ ম্যাকেনলির ওপর চোখ পড়তেই অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মনে পড়ে গেছে মিলার্ডকে দু'একদিন আগেও পাত্তা দেয়নি, উল্টে বরখাস্ত করেছে অবসর দেয়ার ভঙ্গি দেখিয়ে। কথার খেই হারিয়ে গেল মেয়রের, জিজ্ঞেস করল, 'এ···এখানে কি করছে?'

'কি করছে বলে তোমার ধারণা?' খেপে উঠল জো মিলার্ড। 'আমি জীবন বাজি রেখে ম্যাকেনলিকে ধরে আনলাম, আব কি; না আমাদের মেয়রের তখন জরুরী কাজ পড়ে আছে, দেয়ার মত সময় হাতে নেই! তুমি মেয়েমানুষের চিন্তায় ব্যস্ত, অযোগ্য উইলকারের হাতে ওকে তুলে দেব নাকি আমি?'

'বুঝেছি, তোমার যুক্তি আমি বুঝেছি, জো বয়,' লজ্জায় লাল চেহারায় বলল মেয়র। এ প্রসঙ্গে কথা বলে আর কি হবে এমন একটা ভঙ্গি করে হাত নাড়ল। তারপর জানতে চাইল, 'এখন কি হবে, জো বয়? ওরা ব্যাংক ডাকাতি করবে বলে এসে হাজির হয়েছে, এখন উপায়?'

'মার্শালের কি হলো?' জবাব না দিয়ে তির্যক প্রশ্ন ছুঁড়ল মিলার্ড।

'তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আছে বোধহয় কোথাও,' অস্বস্তিতে হাত কচলাল মেয়র। 'এদিকে আউট-লদের একজন ডিপোতে বুড়ো স্তেফানের পিঠে পিস্তল ধরে বসে আছে। জেলখানায় উঁকি দিয়ে দেখলাম লিয়োর খুনীও উধাও! কে জানে, মার্শাল উইলকারকেও হয়তো খুন করে রেখে গেছে!'

'আমার কাছে এসেছ কেন?' মাথায় রক্ত উঠে গেলেও ঠাণ্ডা স্বরে জিজ্ঞেস করল মিলার্ড। 'হঠাৎ ভুলে গেছ বোধহয় যে আমাকে অবসর দেয়া হয়েছে? কত কাজ পড়ে আছে আমার! মাছ ধরার জায়গা, রোদে বিশ্রাম নেবার জায়গা; এসব আমাকে খুঁজতে হবে না?'

চেহারা আর তাকানোর ভঙ্গি দেখে মনে হলো মেয়র কেঁদে ফেলতে যাচ্ছে। কিন্তু না, মিলার্ড না বুঝলেও ম্যাকেনলি বুঝল পুরোটাই এই লোকের ভান। কাঁচুমাচু মুখ করে মেয়র বলল, 'মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছি, জো বয়। তুমি তো জানো, জীবনে এই প্রথম। ক্ষমা করে দাও। আমি না হয় দোষ করেছি, কিন্তু শহরের বাকি সবাই? অন্তত ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে হলেও...'

'আউট-লরা টের পেয়েছে যে তুমি সন্দেহ করেছ?' রাগ খানিকটা কমেছে মিলার্ডের।

'না।' মিলার্ডের কৌতূহল জাগাতে পেরে মনে মনে হাসল মেয়র উইলিয়াম। জানে, লিয়োর খুনীকে শাস্তি দেবার জন্য হলেও দায়িত্ব এড়াতে পারবে না প্রাক্তন মার্শাল।

'ওরা ব্যাংক ডাকাতি করবে না,' হঠাৎ সিলিঙের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল ম্যাকেনলি।

'তো? মানে?' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল মেয়র।

'তুমিও বুঝতে পারোনি, মিলার্ড?' হেঁয়ালির সুরে জানতে চাইল আউট-ল।

'বুঝেছি!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল মিলার্ডের রাতজাগা চেহারা। 'এজন্যই সারারাত মনের মধ্যে খচখচ করছিল, আগে যে কেন মাথায় আসেনি! ওরা ব্যাংকের বদলে ট্রেন ডাকাতি করে এক লক্ষ

ডলার কেড়ে নিতে চাইবে, তাই না?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল ম্যাকেনলি।

'তুমি হঠাৎ এসব আমাদের জানাচ্ছ কেন?' চোখে সন্দেহ নিয়ে জানতে চাইল মেয়র। তাকিয়ে আছে ম্যাকেনলির দিকে।

'কারণ সিদ্ধান্ত পাল্টেছি, কাপুরুষদের দলে আমি থাকব না। ওদের সাথে থেকে বদনামের ভাগীদার হতে চাই না। তাছাড়া লিয়োকে আমার ভাল লেগেছিল।' উঠে দাঁড়িয়ে মিলার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল আউট-ল, 'স্টেশনে ট্রেন থামলেই ওরা ডাকাতি করবে।'

'শহরের সবাই যদি অস্ত্র হাতে...'

হাতের ঝাপটায় মেয়রকে থামিয়ে দিল মিলার্ড। 'নিরীহ কিছু লোক মরবে তাহলে। না, যা করার আমাদেরই করতে হবে। আউট-লদের ঠেকানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে স্টেশনে ট্রেন থামার ব্যাপারটা থামিয়ে দেয়া।'

'কি থামা থামি বলছ, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না,' অসহায় ভঙ্গিতে শ্রাগ করল মেয়র।

'ট্রেন যদি স্টেশনে না থামে, যদি গতি বজায় রেখে ছুটে চলে যায়...'

'তাহলে বোকা বনে যাবে আউট-লর দল। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলন্ত ট্রেন দেখবে ওরা, আর ভাববে কোত্থেকে হঠাৎ কি হয়ে গেল!' মিলার্ডের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মেয়রকে বুঝিয়ে দিল ম্যাকেনলি।

'কিন্তু ট্রেন তো থামবেই। আমাদের প্রোগ্রেস হলো গিয়ে বড় একটা শহর,' পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল

মেয়র। ট্রেন প্রোগ্রেসে থামবে না ভাবতেই আত্মসম্মানে লাগছে তার। আবার যদি সত্যিই থামে তাহলে কি হবে ভেবেও আতঙ্ক বোধ করছে, দোটানায় পড়ে এখন কি বলা উচিত বুঝে উঠতে পারছে না।

'কেউ যদি স্টেশনে ঢোকার আগেই ট্রেনে উঠে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে তাহলে ওরা প্রোগ্রেসে থামবে না,' জানি দোস্তের মত মেয়রকে চোখ টিপে জানাল আউট-ল।

'চমৎকার! তোমার বুদ্ধি আছে, মিস্টার ম্যাকেনলি; প্রশংসা করতেই হয়,' খুশি হয়ে আউট-লর পিঠ চাপড়ে দিল মেয়র।

'চির কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম তোমার প্রশংসা পেয়ে,' গম্ভীর চেহারায় টিটকারি মারল ম্যাকেনলি। মনে মনে ভাবছে, ঠিক কয় আউন্স গোবর আছে নিজেকে বিরাট কিছু ভেবে বসা মেয়রের মাথায়।

'তাহলে এ-কথাই রইল, জো বয়,' উৎসাহের সাথে বলল মেয়র। 'আমরা ঘোড়ায় চেপে ছুটে যাব, ট্রেনে উঠে ওদের জানাব প্রোগ্রেসে ট্রেন যাতে না থামায়। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো আউট-লগুলোর চোখের সামনে হাত নাড়তে নাড়তে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাব আমরা।'

'তুমিও যাবে ভাবছ নাকি, মেয়র?' তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল ম্যাকেনলি।

'অবশ্যই। যেতে আমাকে হবেই, এরকম সুযোগ জীবনে বারবার আসে না। সফল হতে পারলে আমার ভবিষ্যৎ খুলে যাবে। গভর্ণর···না, প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথেও আর কোনও বাধা থাকবে না। নিজস্ব ট্রেনে বক্তৃতা করতে দেশময় ছুটব আমি,

প্রেসিডেন্ট···হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম র‍্যালের কথা শুনতে হাজার হাজার লাখ লাখ লোক আসবে। পেপারে ছাপা হবে···প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম র‍্যালে শুনতে কি চমৎকার লাগে, তাই না? আমি হব···'

দিবাস্বপ্নে বিভোর মেয়র খেয়াল করল না অবাক চেহারায় পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল আউট-ল আর মিলার্ড। হুইস্কির বোতল থেকে বড় একচুমুক গিলে আউট-লর দিকে বাড়িয়ে ধরল জো। মাথার চারপাশে হাত ঘুরিয়ে বোঝাল মাথাটা গেছে এই লোকের। কোনও দিকে নজর নেই মেয়রের, একটানা কি থেকে কি হবে আর কি হতে পারে তার বয়ান দিচ্ছে।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট,' অধৈর্য হয়ে শেষ পর্যন্ত কর্কশগলায় ডাক দিল ম্যাকেনলি। 'আপনি যদি একটু এদিকে নজর দেন তাহলে কৃতার্থ হই।'

'অ্যাঁ, কি?' যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে, চোখ পিটপিট করে জানতে চাইল মেয়র।

'আপনাকে কি আমি মেয়র বলব, না প্রেসিডেন্ট? আপাতত মেয়রই বলি, ঠিক আছে? ঘোড়া নিয়ে জীবন হাতে করে ছুটতে হবে কিন্তু ট্রেনে উঠতে হলে। এক ইঞ্চি হিসেবে এদিক ওদিক হলেও চলবে না।'

'ছুটতে হবে?' ফ্যাকাসে চেহারায় মিলার্ডের দিকে তাকাল মেয়র। 'তারমানে চলন্ত ট্রেনে উঠতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'আর হাতের মুঠোয় জোর না থাকলে সর্বনাশ,' বলল ম্যাকেনলি। 'আমার দলের ডাস্টি রোডসের মত অবস্থা হবু প্রেসিডেন্টের হোক তা চাই না।'

'কি হয়েছিল ওর?'

'বেচারা ডাস্টি,' দুঃখিত চেহারায় মাথা চুলকাল ম্যাকেনলি। 'একবার চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে পিছলে পড়েছিল। কিভাবে কি হয়েছিল আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি, ফিরে এসে দেখলাম···। দেখলাম ট্র্যাকের ওপর রক্ত আর দলা দলা মাংস ছড়িয়ে আছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। হাত পিছলে পড়ে গিয়েছিল হয়তো!'

অনেক কষ্টে বমি ঠেকাল মেয়র, ঘনঘন ঢোক গিলে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'ঝুঁকির ব্যাপারটা আমি বিবেচনায় আনিনি, মিস্টার ম্যাকেনলি, মনে করিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমার জীবনের নিরাপত্তার কথা ভাবছি না, কিন্তু আমি তো আমার নই। আমি সমাজ সেবক, মেয়র এই শহরের, আমাকে ছাড়া লোকজনের তো চলবে না। ওদের কথা আমাকে ভাবতেই হবে। নাহ্, ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও ওদের জন্যই আমাকে থেকে যেতে হবে!'

'সে তো বটেই,' বিড়বিড় করে বলল মিলার্ড।

'দেশ সুযোগ্য একজন হবু প্রেসিডেন্ট হারাল বোধহয়,' মনে মনে হাসল ম্যাকেনলি।

'ঠিক আছে, মেয়র,' বলল মিলার্ড। 'যেতে যখন পারছ না, শহরেই থাকো। স্বাভাবিক আচরণ কোরো, দুর্বৃত্তরা যাতে বুঝতে না পারে যে তুমি কিছু বুঝে ফেলেছ।'

'আর তুমি কি করবে?' স্বস্তির শ্বাস ফেলে জানতে চাইল মেয়র।

'ট্রেনে গিয়ে উঠব।'

'একা?'

'একা।'

'বুদ্ধিটা মিস্টার ম্যাক্রেনলির, ওকে সাথে নেবে না?'

'না। তুমি বোধহয় ভুলে গেছ সেও আউট-লদের একজন, তাই না?'

'কথাটা বোধহয় ঠিক না,' পার্লারের দরজা থেকে বলল মেরিয়ান। ম্যাকেনলির চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল, 'তুমি এখনও আউট-লদের সাথে থাকবে?'

একমুহূর্ত কি যেন চিন্তা করল ম্যাকেনলি, তারপর বলল, 'লিয়োকে আমার ভাল লেগেছিল। তাছাড়া অযথা খুনোখুনী আমার মারাত্মক অপছন্দ। না, ম্যাম, আমি ওদের সাথে থাকব না মরতে হলেও।'

'তাহলে ওঁদের ঠেকাতে তোমরা দু'জন একসাথেই যাবে,' অনুরোধ নয় সিদ্ধান্তের সুর মেরিয়ানের কণ্ঠে ফুটল।

পরস্পরের দিকে তাকাল জো মিলার্ড আর বিগ জিম ম্যাকেনলি, কথা হলো না ওদের মাঝে। ঘরে ঢুকে দু'জনের ডানহাত মিলিয়ে দিয়ে মেরিয়ান বলল, 'হ্যাণ্ডশেক করে কথা দাও। একজন আরেকজনের দিকে খেয়াল রাখবে।'

পেরিয়ে গেল দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত, দু'জনের হাত দুটো শুধু ছুঁয়ে আছে। মিলার্ডই প্রথম নীরবতা ভেঙে জানতে চাইল, 'এবার তুমি কথা দিচ্ছ, ম্যাকেনলি?'

'দিচ্ছি।' গম্ভীর চেহারায় মাথা ঝাঁকাল আউট-ল।

শক্ত মুঠোয় পরস্পরের হাত আঁকড়ে ধরে ঝাঁকাল ওরা দু'জন। মেরিয়ান আর মেয়রের মুখে হাসি ফুটল।

দশ

পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে টিলাগুলোর মাঝ দিয়ে রেল ট্র্যাকে পৌঁছল ম্যাকেনলি আর মিলার্ড। সমতলভূমিতে সোজা চলে গেছে রেললাইন, দেখে মনে হয় রুলারে টেনে সযত্নে দুটো লাইন এঁকেছে কেউ। জমি দেখে গম্ভীর চেহারায় মাথা নাড়ল ম্যাকেনলি।

'সুবিধা হবে না।'

'আমার তো উল্টো মনে হচ্ছে,' দ্বিমত পোষণ করল মিলার্ড। 'উঁচু-নিচু পাথুরে জমির চেয়ে এখানে ঘোড়া ছোটানো কম বিপজ্জনক, সেজন্যই তো এখানে এলাম।'

'হ্যাঁ। কিন্তু সমতল জমিতে পূর্ণ গতিতে ট্রেন ছোটাবে এঞ্জিনিয়ার, উঠতে গেলে সাংঘাতিক ঝুঁকি নিতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় ট্রেন যখন কোনও ঢাল বেয়ে উঠবে তখন চেষ্টা চালালে।' হাসি ফুটে উঠল আউট-লর কোঁচকানো চেহারায়। 'জানোই তো, মিলার্ড, না জেনে কথা বলছি না।'

পাল্টা হাসল মিলার্ড। 'আমি উত্তেজনায় তোমার কীর্তিকলাপ ভুলে মেরে দিয়েছিলাম! ঠিক আছে, তোমার পছন্দের জায়গাতেই চলো।'

'ওখানে,' একমাইল মত দূরে ফেলে আসা রাস্তায় একটা ঢাল

দেখাল আউট-ল।

একসাথে নীরবে ঘোড়া ছোটাল ওরা। মিলার্ড টের পাচ্ছে মাঝে মাঝেই ওর দিকে তাকাচ্ছে ম্যাকেনলি উত্তেজিত চেহারায়। ঢালের আধমাইলের মধ্যে পৌঁছে মুখ খুলল আউট-ল, 'একটা কথা বলা দরকার, জো।'

'বলো।'

'মেয়রকে ডাস্টি রোডসের কথাটা বানিয়ে বলিনি, জো, রোডস সত্যি ওভাবে মারা গেছে। সেদিন ওর পরিণতি দেখার পরই ট্রেন-ডাকাতি ছেড়ে ব্যাংক-ডাকাতি ধরেছিলাম আমি।' দীর্ঘ সময় নিল আউট-ল নিজেকে সামলে নিতে। অবশেষে পুরানো দুঃসহ স্মৃতি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে তাকাল মিলার্ডের দিকে, বলল, 'সেই শেষবার চলন্ত ট্রেনে উঠেছিলাম। আজ আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি ব্যর্থ হই, আমি চাই তুমি যাতে কারণটা বোঝো।'

ঘোড়া কাছে সরিয়ে এনে ম্যাকেনলির কাঁধে হাত রাখল মিলার্ড, ধীর কিন্তু নিশ্চিত গলায় বলল, 'কোনও বিপদ হবে না, ম্যাক। আমি আগে ট্রেনে উঠব, তারপর তোমাকে দরকার হলে টেনে তুলে নেব। বিশ্বাস করো আর না করো, আমি তোমার মত কথা বলি না; কথা দিচ্ছি ঝামেলা হবে না উঠতে।'

দূর থেকে ট্রেনের হুইসলের অস্পষ্ট শব্দ পাওয়া গেল হঠাৎ। অসম্ভব গম্ভীর দেখাচ্ছে প্রৌঢ় আউট-লকে। বলল, 'এত তাড়াতাড়ি আসবে ভাবিনি! ঢালে। কাছে ট্রেনের আগে পৌঁছতে না পারলে বিপদ হবে, স্পার দাবাও!'

অস্বাভাবিক দ্রুতগতি তুলে সমতল ভূমির ওপর দিয়ে ট্রেন

ছোটাচ্ছে এঞ্জিনিয়ার। ঢালে সহজে ওঠার জন্যই বাড়তি গতি তুলছে সম্ভবত। ওরা ট্রেনের সাথে পাল্লা দিচ্ছে দেখে মজা পেয়েছে লোকটা, বোঝা গেল সে হুইসল বাজানোয়। ট্রেনের ধাতব হুঙ্কার কাছে চলে আসছে, গতি বাড়ানোর জন্য আতঙ্কিত ঘোড়াগুলোকে তাগাদা দিল ওরা। তবুও এগিয়ে আসছে ধাতব দানব।

ঢালের ওপর উঠতে শুরু করেছে মিলার্ড আর ম্যাকেনলি, কিন্তু সবচেয়ে খাড়া অংশটা এখনও বেশ দূরে। ট্রেনের গতি খানিকটা কমেছে, তবে এখনও যথেষ্ট নয়। লাফ দিয়ে উঠতে গেলে মারাত্মক বিপদের সম্ভাবনা। ধীরে ধীরে ওদের পেরিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করল ট্রেনের এঞ্জিন।

উদোম গায়ে ঘর্মাক্ত শরীরে কয়লা মেখে ভূত হয়ে আছে ফায়ারম্যান। কোদাল তুলে বিজয়ীর ভঙ্গিতে দোলাল সে মিলার্ডদের দিকে তাকিয়ে। এঞ্জিনিয়ারও পিছিয়ে যেতে দেখেছে ওদের, হুইসল বাজাল মনের আনন্দে। কালো ধোঁয়ার পেছনে হারিয়ে যেতে দেখল অশ্বারোহীদের।

ট্রেণ্ডারের পিছু পিছু এক্সপ্রেস কারও ওদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। এক্সপ্রেস কারের দরজা বন্ধ, ওগুলোর পেছনে একলক্ষ ডলার পাহারা দিচ্ছে গার্ডের দল। লাল রঙের ফায়ার এঞ্জিন বয়ে ওদের পাশ কাটাল একটা ফ্ল্যাট কার। ট্রেনের পেছনে রয়েছে প্যাসেঞ্জার বগি, ওগুলো এগিয়ে আসছে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে।

ঢালের খাড়া অংশে পৌঁছে গেছে ট্রেন, যত গর্জনই করুক গতি ধরে রাখতে পারছে না এঞ্জিন। ছুটতে চাইছে না ক্লান্ত ঘোড়াগুলোও। মিলার্ড আর ম্যাকেনলি উন্মত্তের মত রাস দুলিয়ে রুক্ষ এবড়োখেবড়ো জমির ওপর দিয়ে বিপজ্জনকভাবে ছোটাচ্ছে

ওগুলোকে। চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে। জানে, হাতে আর সময় নেই, এখনই ট্রেনে উঠতে না পারলে কখনোই আর পারবে না।

শেষ কোচের পেছনে লোহার প্ল্যাটফর্ম প্রায় ওদের পাশে পৌঁছে গেছে, অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্মটার যতখানি সম্ভব কাছে ঘোড়া সরিয়ে আনল মিলার্ড। স্টিরাপ থেকে পা জোড়া মুক্ত করে লম্বা একটা দম নিল। তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি জড় করে ঝাঁপ দিল। দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলল, 'না পারলে কিন্তু ডাস্টি রোডসের অবস্থা হবে!'

ম্যাকেনলি বিস্ফারিত চোখে দেখল মিলার্ডের দেহ শূন্যে উঠে গেছে। ছুটন্ত ঘোড়া থেকে দুরন্ত জোরে ছুটে চলা ট্রেনে লাফিয়ে পড়েছে পাগলা ল-ম্যান! শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। মুহূর্তখানেক পর তাকিয়ে দেখল রেলিঙ জাপটে ধরে এক ঝাঁকিতে নিজেকে অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্মের ওপর তুলে ফেলেছে মিলার্ড।

ওর চেয়ে ফুট দু'এক দূরে চলে গেছে প্ল্যাটফর্ম, অনুভব করল ম্যাকেনলি, গতি বেড়ে যাওয়ায় আরও দূরে সরে যাবে ট্রেন। 'লাফ দাও!' প্রচণ্ড ধাতব গোঙানির মধ্যেও শুনতে পেল মিলার্ডের চিৎকার।

একমুহূর্ত পর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে শূন্যে ঝাঁপ দিল আউট-ল প্ল্যাটফর্ম লক্ষ্য করে। দূরত্ব বড় বেশি, রেলিঙের নাগাল পাবে না বুঝে আতঙ্কে সাদা হয়ে গেল তার চেহারা। মনে হচ্ছে অনন্তকাল শূন্যে ঝুলে আছে সে। পতন শুরু হতেই মরিয়া হয়ে দু'হাত সামনে বাড়াল আউট-ল। স্পষ্ট বুঝতে পারছে কি পরিণতি ওর জন্য অপেক্ষা করছে। ট্র্যাকে পড়ে থাকা লাশটা লোকে চিনতে পারবে? মনে হয় না!

রেলিঙের ওপর পেট ঠেকিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল মিলার্ড। দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ফেলল আউট-লর ডান হাত। অমানুষিক গায়ের জোরে টান দিয়ে বিশালদেহী ম্যাকেনলিকে নিয়ে এল গায়ের কাছে। পা দুটো ঝুলছে ট্র্যাক থেকে দু'ইঞ্চি ওপরে, দ্রুত পিছিয়ে যাওয়া পাথরগুলোর দিকে চোখ পড়তেই গায়ের জোর ফিরে পেল আউট-ল। বাঁচতেই হবে। বাম হাতে রেলিঙ ধরল সে শক্ত মুঠোয়। মিলার্ডের সাহায্য নিয়ে উঠে এল প্ল্যাটফর্মের ওপর।

শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার জন্য মিনিট পাঁচেক বসে বসে বিশ্রাম নিল ওরা, তারপর ম্যাকেনলি উঠে দাঁড়াল মিলার্ডের কাঁধে ভর করে। হাসি মুখে বলল, 'অভ্যেস না থাকলে পুরানো কৌশলে জঙ পড়ে যায়!'

মিলার্ড জবাব দেয়ার আগেই কোচের পেছন দরজা সশব্দে খুলে গেল, ইউনিফর্ম পরা দু'জন ক্রু দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল প্ল্যাটফর্মে। দু'জনেই সশস্ত্র। বেঁটে লোকটা মিলার্ডের পেটে শটগান ঠেকিয়ে ধমকে উঠল নাকি স্বরে, 'মাথার ওপর হাত তোলো। কি হলো, তোলো বলছি! হ্যাঁ, দু'জনেই!'

বেঁটের পাশে দাঁড়ানো লম্বা বুড়োর চেহারা হাসি হাসি, কিন্তু প্রাচীন একটা ভয়ঙ্কর দর্শন সিক্সগান নিষ্কম্প হাতে ধরে আছে সে মিলার্ড আর ম্যাকেনলির মাঝামাঝি ফাঁকা জায়গায়। চোখের ভাষা বলে দিচ্ছে একটু বেচাল দেখলেই নির্দ্বিধায় কামানের গোলা ছুঁড়বে। ওদের হাত তুলতে দেরি দেখে মোলায়েম গলায় বলল, 'কোনও চালাকি নয়, হাত তোলো তো দেখি!'

'শোনো, আমি মার্শাল জো মিলার্ড। এঞ্জিনিয়ারের সাথে জরুরী কথা আছে আমার,' হাত না উঠিয়ে বোঝানোর চেষ্টা চালাল

মিলার্ড।

'চোপ!' পেটে শটগানের গুঁতো দিয়ে ধমকে উঠল বেঁটে ক্রু। 'মার্শাল হলে তোমার ব্যাজ গেল কোথায়? ভেবেছ তোমাদের মতলব আমি বুঝিনি, না? তোমরা বেআইনীভাবে উঠেছ ট্রেন লুঠ করতে।'

বুড়ো টিকেট চেকার এতক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল ম্যাকেনলির চেহারা, সঙ্গীর কথাগুলো শুনেই হয়তো মনে পড়ল তার। সিক্সগান নামিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি···তোমাকে আমি চিনেছি, বিগ জিম ম্যাকেনলি! মিসৌরিতে আমার ট্রেনে ডাকাতি করেছিলে, আটাশ হাজার ডলার লুঠ করে নিয়ে ভেগেছিলে। আমি ছিলাম ওই ট্রেনের গার্ড। না, তোমাকে চিনতে পারব আমি একশো বছর পরে দেখলেও, কোনও ভুল হবে না! সে-বার ভয়ে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলেছিলাম!'

'এবার যাতে না ভেজে সেদিকে লক্ষ রেখো,' খক খক করে নাকি স্বরে হাসল বেঁটে ক্রু। মিলার্ডদের দিকে তাকিয়ে সঙ্গীর উদ্দেশে বলল, 'ওদের হাত তুলতে বলো, ট্র্যাভার্ন, আমার কিন্তু ট্রিগারে আঙুল নিশপিশ করছে।'

মূল্যবান সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। দ্রুতগতিতে ছুটছে ট্রেন, ওর বন্ধুর খুনীরা কাছে চলে আসছে, অস্থির হয়ে উঠল মিলার্ড। মাথার ওপর হাত উঠিয়ে বলল, 'ট্রেন-ডাকাতি হবে, আমরা ডাকাতি···'

পেটে শটগানের ব্যারেলের খোঁচা দিয়ে ওকে থামিয়ে দিল বেঁটে ক্রু, রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমার ট্রেনে কোনও ডাকাতি হবে না। একটু উল্টোপাল্টা দেখলেই দু'টুকরো করে দেব!'

'চলো, ওদের ভেতরে নিয়ে আটকে রাখি,' বলল বুড়ো

ট্র্যাভার্ন, 'প্রোগ্রেসে পৌঁছে এদের আসল মার্শালের হাতে তুলে দেয়া যাবে। ডাকাতি ঠেকিয়েছি সেজন্য রেলরোড বোধহয় আমাদের মেডেল দেবে। তাছাড়া ব্যাংকের পুরস্কার আর বিগ জিমের রিওয়ার্ড মানি তো পাবই।'

'কিন্তু রাখবে কোন জাহান্নামে, জায়গা কই?' বেঁটে গার্ডের ভ্রূ কুঁচকে গেল। কিছুক্ষণ চিন্তা করে হাসিতে ভরে উঠল তার মুখ, নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিল। 'টয়লেট! ট্রেনের টয়লেটের চেয়ে উপযুক্ত জায়গা আর হয় না, ওদের জন্য মানানসই পরিবেশ আছে ওখানে।'

কোচের মধ্যে গাদাগাদি করে বসে আছে যাত্রীরা। অসহায় ক্ষিপ্ত মিলার্ডদের ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাওয়া হলো ওদের সামনে দিয়ে। দু'একজন প্রশ্ন তুলতেই হাতের ইশারায় তাদের থামিয়ে বুড়ো ট্র্যাভার্ন বলল, 'কেউ ভয় পাবেন না, পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে। এরা ট্রেন-ডাকাত, ধরা পড়ে গেছে আমাদের হাতে। বিপদের কোনও সম্ভাবনা নেই। আপনারা দয়া করে পথ ছাড়ুন।'

'পোড়া কপাল নিয়ে জন্মেছ তুমি,' ঘড়ঘড়ে গলায় ম্যাকেনলির উদ্দেশে বলল মিলার্ড। 'ভাগ্য আর কাকে বলে, দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে এই ট্রেনেরই একজন তোমার পোড়ামুখ দেখে চিনে ফেলল।'

'সেটা কি আমার দোষ না যে চিনেছে তার?'

'তোমার। ওই ট্রেনের বদলে অন্য ট্রেনে ডাকাতি করলে তো আর এমন বিপদ হত না।'

'তারমানে ডাকাতি করাকে এখন আর তুমি খারাপ চোখে দেখছ না?'

মিলার্ড রেগে উঠে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পিঠে বেঁটে গার্ডের শটগানের গুঁতো খেয়ে চুপ হয়ে গেল। ম্যাকেনলির চেহারায় খুশির আভাস দেখে গা জ্বলে গেল মিলার্ডের। লোকে এখনও তাকে মনে রেখেছে দেখে মনে মনে বোধহয় নিজেকে বাহাবা দিচ্ছে আউট-ল!

কোচের শেষ মাথায় পৌঁছে মিলার্ড আর ম্যাকেনলির গানবেল্ট খুলে নেয়া হলো। লাগেজ র‍্যাকে ওগুলো ঝোলাতে দেখে বাচ্চা একটা ছেলে বেঁটে গার্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা সত্যিকার ট্রেন-ডাকাত, বইয়ে যেমন পড়েছি সেরকম?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ট্র্যাভার্ন, 'তবে ভয় পেয়ো না, ওরা আর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

'টয়লেট' লেখা একটা দরজা খুলে বন্দীদের ভেতরে ঢুকতে বাধ্য করল গম্ভীর চেহারার বেঁটে গার্ড। দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি আটকে বাইরে থেকে বলল, 'একটু বিশ্রাম নাও, প্রোগ্রেসে পৌঁছতে আর বেশিক্ষণ লাগবে না। কথা দিচ্ছি, তোমরা ওখানে দারুণ একটা সংবর্ধনা পাবে!'

দরজার ওপার থেকে ওরা বুড়ো ট্র্যাভার্নের নির্দেশ শুনতে পেল। বুড়ো বলছে, 'দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দাও, হক। শটগান তৈরি রেখো, ওরা পালাবার চেষ্টা করতে পারে। যদি সন্দেহ হয়, গুলি করবে। চিন্তাভাবনা করে নিজের বিপদ ডেকে এনো না, এরা সাংঘাতিক মানুষ।'

'চিন্তা কোরো না, ট্র্যাভার্ন, আমার হাত থেকে পালাতে পারবে না যত চেষ্টাই করুক,' জবাব দিল বেঁটে গার্ড।

'তাহলে থাকো, প্রোগ্রেসে যারা নামবে তাদের টিকেট চেক

করে আসি।'

গায়ে প্রায় গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিলার্ড আর ম্যাকেনলি। এমনিতেই টয়লেটে জায়গা অত্যন্ত কম, তার ওপর প্রায় পুরোটা জুড়ে আছে কমোড আর একটা বেসিন। ওগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী মোটা পাইপটাও অনেকখানি জায়গা মেরে দিয়েছে। দেয়াল থেকে চৌকো একটা ট্যাঙ্ক ঝুলছে কমোডের ওপর। ট্যাঙ্কের গা থেকে বেরিয়ে এসেছে শেকল। শেকলের শেষ মাথায় এক সময় আস্ত একটা কাঠের হ্যাণ্ডেল ঝুলত, এখন অর্ধেকটা ঝুলছে। ট্রেনের দুলুনির সাথে প্রতিবার এসে বাড়ি লাগাচ্ছে ম্যাকেনলির ঘাড়ে। অতিষ্ঠ হয়ে কমোডের ওপর বসে পড়ে আত্মরক্ষা করল আউট-ল, নীচু স্বরে গাল বকছে প্রাণ খুলে।

ঠাসাঠাসির কারণে বেসিনের ওপর ঝুঁকে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে মিলার্ড। রাগে লাল চেহারায় বলল, 'কিছুই করার নেই। ব্যাংকের এক লক্ষ ডলার লুঠ হয়ে যাচ্ছে আর আমরা কসাইয়ের দোকানে নিয়ে যাওয়া গরুর মত আটকা পড়ে গেছি! পনেরো বছর আগে ওই মিসৌরির ট্রেনটা ডাকাতি না করলে কি হত?'

'এক কথা কতবার বলবে,' ঘোঁত করে উঠল আউট-ল, 'আমি ওই ট্রেন-ডাকাতি না করলে এক ঘরে থাকার সুযোগ পেতে? আমার মত নামকরা লোকের সাথে ঘর ভাগাভাগি করে থাকতে পারা তো সৌভাগ্য!'

'ঘর না, টয়লেট,' রাগ দমিয়ে শান্ত স্বরে বলল মিলার্ড।

'ওই একই কথা হলো।'

বিরক্ত চেহারায় ঘড়ি দেখল মিলার্ড। আর দেড় ঘণ্টার মধ্যেই প্রোগ্রেসে পৌঁছে যাবে ট্রেন। টয়লেট থেকে বেরিয়ে তার আগেই

এঞ্জিনিয়ারকে সতর্ক করতে হবে। পারবে তো ওরা? উপায় একটা করতেই হবে, না হলে ব্যাংকের টাকা লুঠ করে হাসতে হাসতে চলে যাবে লিয়োর খুনীরা। কিছুতেই তা হতে দেবে না সে, অজান্তেই চিন্তিত চেহারায় মাথা নাড়ল মিলার্ড।

'আমিও একই কথা ভাবছি, জো,' নীচু গলায় বলল আউট-ল। 'বেরবার তিনটে পথ আছে, কোনটাই কোনটার চেয়ে কম বিপজ্জনক না।'

'বলে ফেলো, ভেবে দেখি কিসে সুবিধা হয়।'

'এক নম্বর, আমরা দরজা ভেঙে বেরতে পারি। তবে যদি ওই হক না ফ্যালকন, ওকে যদি কাবু করতে না পারি তাহলে খতম হয়ে যাব।'

'আর কোনও উপায় না দেখলে এপথে এগোব আমরা। শুনেছ তো, ওই বুড়ো গাধাটা বেঁটে খচ্চরটাকে শটগান হাতে তৈরি থাকতে বলেছে। শটগানের গুলিতে আমাদের ঝাঁঝরা করে দিতে পারবে ওই ব্যাটা।'

'বেশ, দ্বিতীয়ত আমাদের একজন গোঙাতে শুরু করতে পারি। অন্যজনের ডাকে গার্ড ব্যাটা দরজা খুললেই...'

মাথা নেড়ে ম্যাকেনলিকে থামিয়ে দিল মিলার্ড। 'কাজ হবে না। বাঁটকু যেরকম সন্দেহপ্রবণ, উঁহুঁ, আমরা ভেতরে মরে গেলেও কিছুতেই সে দরজা খুলবে না।'

শ্রাগ করল আউট-ল। 'শেষ বুদ্ধি হচ্ছে জানালা গলে বেরোনোর চেষ্টা করা।'

'এই তো দারুণ একটা বুদ্ধি বেরিয়েছে তোমার মাথা থেকে।' টিটকারি মেরে ম্যাকেনলির পিঠ চাপড়ে দিল মিলার্ড। 'আমাদের

মধ্যে একজন জানালা দিয়ে বেরিয়ে আছাড় খেয়ে নিচে পড়বে, তারপর বেঁচে থাকলে আহত অবস্থায় হাঁটতে শুরু করবে যেদিকে দু'চোখ যায়।'

'সাধারণ আউট-লরা নিশ্চয়ই ভীষণ বোকা, নাহলে তুমি এতদিন বাঁচতে না, জো বয়,' পাল্টা ব্যঙ্গ করল ম্যাকেনলি। 'তোমার বোধহয় জানা নেই যে টয়লেট কোচের শেষ মাথায় থাকে? আমি যদি জানালা দিয়ে বের হই, কি দেখব?' বড় করে দম নিয়ে মিলার্ডের দিকে তাকাল সে। কৌতূহল জাগাতে না পেরে অবশেষে বলল, 'দেখব এই কোচের পরের কোচ। ওটার রেলিঙ হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমাকে। যাত্রীদের ওঠার জন্য রেলিঙের ব্যবস্থা থাকে, দেখোনি, জো বয়? আমার মত লম্বা, সুপুরুষ লোক হয়তো ওটার নাগাল পাবে হাত বাড়ালে।'

'চেষ্টা করে দেখো,' চতুর হেসে বলল মিলার্ড, 'যদি সফল হও, আমার পেছনদিকে গায়ের জোরে লাথি মারার অনুমতি দেব।'

'কথাটা ভুলে যেয়ো না,' হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল ম্যাকেনলি। জানালার পাল্লা তুলে বলল, 'কমোডের ওপর বসে অনেক বড় মনে হচ্ছিল, এখন দেখি ছোট্ট জানালা। শরীর ঢোকাতে পারলে হয়!'

এগারো

সকাল সাড়ে আটটার সময় ট্রেন আসবে। ভীড় জমে উঠেছে স্টেশনে। ট্রেন থেকে টাকা নামিয়ে শোভাযাত্রা করে ব্যাংকে নিয়ে যাওয়া দেখতে এসেছে ওরা। নতুন ইউনিফর্ম পরে প্রোগ্রেস শহরের ব্যাণ্ড হাজির হয়েছে বাদ্যযন্ত্রসহ। মাঝে মাঝেই বিকট জোরে বাজনা বাজিয়ে হাত মকশ করছে তারা, লোকজনের বিরক্তি মাখা চেহারা দেখেও না দেখার ভান করছে। মেয়রের আদেশ।

স্টেশনের বাইরে আর জায়গা নেই, অসংখ্য ওয়্যাগন, ক্যারিজ আর গাড়ি দখল করে রেখেছে পুরো এলাকা। আরও লোক আসছে, বাহনগুলো দূরে দাঁড় করিয়ে হেঁটে এগোচ্ছে ট্রেন দেখার জন্য। কয়েকজন আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে মোটর সাইকেলে চেপেও হাজির হয়েছে। তাদের বেশিরভাগেরই গায়ে চামড়ার কালো জ্যাকেট, হাতে গ্লাভস পরেছে। হেলমেটের বালাই নেই।

প্ল্যাটফর্মের বেড়া দেয়া অংশে টিকেট হাতে পায়চারি করছে বিশ পঁচিশজন যাত্রী। ওদের অন্তত অর্ধেক আসলে যাত্রী নয়, আউট-ল দলের সদস্য। কেউ তারা কারও সাথে কথা বলছে না, নির্বিকার চেহারা দেখে কেউ ধারণাই করতে পারবে না ওরা কারা। কারও সন্দেহ যাতে না হয় সেজন্য প্রত্যেকেই সাধারণ যাত্রীদের

মত স্যাডলব্যাগ বা তোবড়ানো সুটকেস বয়ে এনেছে।

আরও কয়েকজন আউট-ল বেঞ্চে বসে বা আধশোয়া হয়ে অলস ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। চোখের ওপর হ্যাট টেনে দিয়ে বসে আছে বাকশট, ধীরে ধীরে ওঠানামা করছে তার বুক। ভাব দেখে মনে হচ্ছে ঘুমাচ্ছে, ট্রেন আসার আগে উঠবে না। পাশের একটা বেঞ্চে বসে বই পড়ছে লোকো। বইয়ের নাম: 'শো ডাউন অ্যাট টেক্সাস ফ্ল্যাট'।

টিকেট কাউন্টারে বসে আছে বুড়ো স্তেফান। অনেকক্ষণ থেকে আউট-লর কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল সে। দেখল চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে আছে লোকটা, হাতে ধরা সিক্সগান কোলের ওপর রাখা। ঘুমাচ্ছে আউট-ল, এমন সুযোগ আর নাও আসতে পারে! নিঃশব্দে টেলিগ্রাফের দিকে হাত বাড়াল স্তেফান। কোনমতে পরবর্তী শহরে খবর পৌঁছাতে পারলে ঘাড় থেকে একটা বোঝা নেমে যাবে তার।

কী চাপতে গিয়েও থমকে গেল স্তেফান, পেছনে মৃদু ধাতব শব্দে কক করা হয়েছে সিক্সগান। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দাঁত বের করে হাসছে আউট-ল, মাথা নাড়ছে দুষ্টুমি করতে বারণ করার ভঙ্গিতে। স্তেফান আগের জায়গায় সরে যাওয়ার পর চেয়ারে নড়েচড়ে আরও আরাম করে বসল আউট-ল। হ্যামার নামিয়ে সিক্সগানটা কোলের ওপর রেখে চোখ বুজল।

ঘর্মাক্ত শরীরে চুপ করে বসে রইল বুড়ো এজেন্ট। মনে মনে ভাবছে, মেয়র কথা রাখবে তো? ভণ্ড লোকটা মার্শাল মিলার্ডকে খবর দিতে ভুলে গেলে তার কি হবে? নাতির মুখ কি আর দেখা হবে এই জীবনে! যাওয়ার আগে আউট-ল যদি ওকে মেরে রেখে

যায়, তাহলে?

ট্রেনের এঞ্জিন রুমে দাঁড়িয়ে সামনের উঁচু নিচু ট্র্যাকের দিকে তাকিয়ে আছে এঞ্জিনিয়ার। ঠোঁট প্রসারিত হয়ে আছে তার, বিশাল ভুঁড়ি কাঁপছে হাসির তালে তালে। প্রতিযোগী ঘোড়সওয়ারদের হারিয়ে দেয়ার আনন্দ বহুদিন পর পেয়েছে সে। ইদানীং ব্যাটারা সাধারণত মাতাল না হলে তার ট্রেনের সাথে লাগতে আসে না। তবে এবারের হেরে যাওয়া প্রতিপক্ষদের ঘোড়া ছোটানোর কায়দা দেখেই সে বুঝেছে ওরা টাল-টক্কর নয়।

'অত হাসছ কেন, রাস্টি?' বয়লারে কয়লা ঢুকিয়ে হাতের বেলচা নামিয়ে জানতে চাইল ফায়ারম্যান।

'ভাবছি আমরা যদি ট্রেন না থামিয়ে স্টেশন পেরিয়ে চলে যাই তাহলে কেমন হবে। প্রোগ্রেসের ওরা টাকা নিয়ে ট্রেন আসছে সেজন্য অনুষ্ঠান করছে, ব্যাণ্ড পার্টি থাকবে, মেয়র এক মাস খেটে আজকের জন্য বক্তৃতার খসড়া করেছে। সবাই বোকা বনে যাবে আমরা না থামলে। দারুণ মজার ব্যাপার হবে, তাই না?'

'আমার হাসি আসছে না,' কয়লার স্তূপ থেকে বেলচা উঠিয়ে মাথা নাড়ল ফায়ারম্যান। 'সত্যি ওরকম করলে ওদের বোকা বানানো যাবে ঠিকই, তবে শেষ পর্যন্ত আমরাও বোকা বনে যাব। কাল থেকে নতুন চাকরি খুঁজতে হবে।'

'অত কাঁচা কাজ করব নাকি যে রেল কোম্পানী বুঝবে? পরে বলে দিলেই হবে ব্রেক নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সারিয়েছি অনেক কষ্টে।'

'কোনও দরকার নেই,' আরও জোরে মাথা নাড়ল ফায়ারম্যান,

'চাকরি নিয়ে ছেলেখেলা তোমার মানায়, এখনও বিয়ে করোনি। ওসব আমার পোষাবে না, বাসায় তিনটে ক্ষুধার্ত মুখ সর্বক্ষণ হাঁ করে আছে।'

'আরে, সত্যি সত্যি করব বলেছি নাকি!' হাসির ঝাঁকিতে ভুঁড়িটা আরেকবার দোল খেলো এঞ্জিনিয়ারের।

অফিসের জানালায় দাঁড়িয়ে বিষণ্ন চেহারায় ফাঁকা রাস্তা দেখছে মেয়র উইলিয়াম। লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। ভোরে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল রুক্ষ, কঠোর চেহারার কয়েকজন আগন্তুক। এখন তাদের একজনকেও দেখা যাচ্ছে না। মেয়র বুঝতে পারছে স্টেশনে গেছে লোকগুলো—উদ্দেশ্য ব্যাংকের টাকা ডাকাতি করা।

সময় দেখে ঘড়িটা আবার বুক পকেটে চালান দিল মেয়র। আর আধ ঘণ্টাও নেই প্রোগ্রেসে পৌঁছে যাবে এক্সপ্রেস ট্রেন। কে জানে মিলার্ড আর ম্যাকেনলি চলন্ত ট্রেনে উঠে খবর জানাতে পেরেছে কিনা। রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল মেয়র। রাস্তা দিয়ে সদম্ভে হেঁটে যাচ্ছে একজন মহিলা। কুৎসিত চেহারা চিনতে কষ্ট হলো না জানালায় দাঁড়ানো মেয়রের। মিসেস বেণ্টহ্যাম। জাঁদরেল মহিলাকে মার্শালের অফিসের দরজায় থামতে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল সে।

মিসেস বেণ্টহ্যাম নক করে নব ঘুরিয়ে ভদ্রভাবে দরজা খুলে ঢোকার মানুষ না, রীতিমত দরজার ওপর হামলা চালায় টর্নেডো আছড়ে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে। সশব্দে দরজা খুলে ভেতরে ঝড়ের বেগে ঢোকাতেই তার আনন্দ। মহিলার এই অভ্যেসের কারণে

কয়েকবার অফিসে বেইজ্জত হতে গিয়েও বেঁচেছে মেয়র অল্পের জন্য। বন্ধ দরজায় বাড়ি খেয়ে মহিলার শাস্তি হবে এবার, হাসল মেয়র।

বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না তার হাসি, বিস্মিত চেহারায় দেখল বিস্ফোরণের শব্দ তুলে খুলে গেছে মার্শালের অফিসের দরজা। মিসেস বেন্টহ্যামকে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে সংবিৎ ফিরে পেল সে, জানালার কাছ থেকে সরে চেয়ারে গিয়ে বসে দু'হাতে মাথা চেপে ধরল। চিন্তাগুলো সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে, হচ্ছেটা কি এসব! তাকে ঢুকতে না দেয়া বন্ধ দরজা দজ্জাল মহিলার ভয়ে খুলে যেতে পারে কি?

দুলছে ট্রেন, টয়লেটের ভেতর মিলার্ডের সাহায্য নিয়ে জানালা দিয়ে শরীর ঢোকাতে শুরু করল ম্যাকেনলি। আগেই বলে নিয়েছে যদি সে আটকে যায় মিলার্ড যাতে ঠেলা দিয়ে সাহায্য করে, ব্যাংকের টাকা রক্ষার জন্য গায়ের দু'এক ইঞ্চি চামড়া খসাতে আপত্তি নেই তার।

শরীর মুচড়ে জানালা দিয়ে অনেক কষ্টে কাঁধ বের করল ম্যাকেনলি, কোমর গেল আটকে। নানারকম কসরত করেও এগুতে পারল না আর এক ইঞ্চিও। পিছাতেও পারছে না, শেষ পর্যন্ত পা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করল। ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে তার। সামনে একটা সরু ওভারহেড ব্রিজ, দ্রুত গতি তুলে ছুটছে ট্রেন। আর বড়জোর আধ মিনিট হাতে আছে, তারপরই ব্রিজ পার হওয়ার সময় ট্রেনের দু'ইঞ্চি দূর দিয়ে যাবে ইস্পাতের গার্ডারগুলো। সময়মত টয়লেটে আবার ঢুকতে না পারলে দু'টুকরো হয়ে যাবে

শরীর।

উন্মত্তের মত চেঁচাচ্ছে ম্যাকেনলি, কিন্তু রেলগাড়ির শব্দ আর বাতাসের ঝাপটায় তার চিৎকার চাপা পড়ে যাচ্ছে। আউট-ল জানালা জুড়ে থাকায় ব্রিজের ব্যাপারে কিছুই জানে না মিলার্ড। পা ছুঁড়তে দেখে সে মনে করল ম্যাকেনলি তাকে ঠেলা দিয়ে সাহায্য করতে বলছে। আউট-লর পেছনে দু'হাত রেখে গায়ের জোরে ঠেলতে শুরু করল সে। তাতেও নড়াতে না পেরে কাঁধ ঠেকিয়ে ধাক্কা দিল।

চেঁচাচ্ছে ম্যাকেনলি, পিছিয়ে আসার চেষ্টা করছে। চোখ বড় বড় করে দেখছে ব্রিজের ভেতর নাক গলিয়ে দিয়েছে এঞ্জিন, আর বেশি হলে আট-দশ সেকেণ্ড। তারপরই কাটা পড়বে সে। বাঁচার প্রচণ্ড ইচ্ছে শরীরে জোর এনে দিল, ব্রিজ ফুট পাঁচেক দূরে থাকতেই টয়লেটে ঢুকে পড়তে পারল সে। এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটল যে ভারসাম্য হারাল মিলার্ড। ধাক্কার চোটে পা পিছলে গেল তার। ধড়াস করে মেঝেতে আছাড় খেলো সে, ম্যাকেনলি পড়ল তার পেটের ওপর।

আচমকা আঘাতে মিলার্ডের বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গিয়েছিল, দম ফিরে পেয়ে সে খেঁকিয়ে উঠল, 'গাধার মত উড়ে এসে জুড়ে বসলে যে? কি, হলোটা কি তোমার, কথার জবা···' জানালার দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল সে বিস্মিত চেহারায়। চোয়াল ঝুলে পড়ল। বিদ্যুৎ বেগে স্টীলের গার্ডারগুলোকে পিছিয়ে যেতে দেখছে চোখ বড় বড় করে। কিছুক্ষণ পর ঢোক গিলে বলল, 'হায় হায়, দু'টুকরো হয়ে যেতে!'

'আমারও একই কথা মনে হয়েছিল,' উঠে দাঁড়িয়ে মিলার্ডকে

সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে শুকনো গলায় বলল ম্যাকেনলি। মিলার্ড দু'পায়ে দাঁড়ানোর পর জানালার ফ্রেমে হাত রেখে পরখ করল আউট-ল। বলল, 'এই ফ্রেমটা খুলে ফেলতে পারলেই ফুটো বড় হয়ে যাবে। তখন আমার মত দেড়জন ঢুকতে পারবে এক সাথে।'

'তোমার মত একজন ঢুকতে পারলেই হবে,' দু'হাতে ফ্রেম আঁকড়ে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল মিলার্ড। হাত লাগাল ম্যাকেনলি। কাঠের ফ্রেম বেশিক্ষণ দু'জনের টান সইতে পারল না, কর্কশ শব্দ তুলে জানালা থেকে খুলে এল হঠাৎ।

বাইরে দাঁড়ানো হক টয়লেটের ভেতরে কাঠ ভাঙার আওয়াজ পেয়ে সতর্ক হয়ে উঠল। শটগান তাক করে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে টয়লেটের দিকে এক পা এগোল সে। তারপর দাঁড়িয়ে রইল। সন্দেহজনক আর কোনও শব্দ কানে এলেই দরজা খুলে দেখবে। একমিনিট পূর্ণ হতে যেন অনন্তকাল পার হয়ে গেছে বলে মনে হলো তার। ভেতর থেকে আর কোনও আওয়াজ শুনতে না পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আগের অবস্থানে ফিরে গেল সে, পাশে নমিয়ে রাখল শটগান।

জানালার ফ্রেম খুলে ফেলার পর চৌকো গর্ত দিয়ে শরীর গলিয়ে দিতে কোনও অসুবিধা হলো না ম্যাকেনলির। চৌকাঠে পা রেখে জানালার ওপরের অংশ শক্ত হাতে ধরল সে, ডানহাত বাড়িয়ে দিল সামনের কোচের স্টীল রেলিঙ ধরার জন্য। শরীর পুরোপুরি টানটান করার পরও রেলিঙ আর হাতের ফাঁক রয়ে গেল পাক্কা ছ'ইঞ্চি।

রেলিঙ ধরার চেষ্টার মাঝে ম্যাকেনলির চোখ পড়ল দ্রুত পিছিয়ে যাওয়া রুক্ষ জমির ওপর। ভয়ে গা গুলিয়ে উঠল ওর, মনে পড়ে গেছে ডাস্টির পরিণতি। চোখ বন্ধ করে আতঙ্ক দূর করল সে।

তারপর জোর খাটিয়ে আবার তাকাল ট্র্যাকের দিকে। মুক্ত হাতে কপালে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ঘামের ফোঁটা মুছে বড় করে দম নিল। জানালা থেকে বাম হাত সরিয়ে লাফ দিল রেলিঙ লক্ষ্য করে।

ডান হাতে ধরে ফেলল হ্যাণ্ড-রেইল, কিন্তু অসংখ্য যাত্রীর ব্যবহারে মসৃণ আর পিছলা হয়ে গেছে লোহা। ম্যাকেনলির হাত পিছলে যেতে শুরু করল। দেহের ওজন আর বাতাসের ঝাপটা পড়ে যাওয়াকে আরও তরান্বিত করে তুলেছে। ট্র্যাক থেকে পা জোড়া আর দু'ইঞ্চি ওপরেও নেই, এমন সময় বাম হাতে রেলিঙ খামচে ধরে পতন ঠেকাতে পারল সে। উৎকণ্ঠিত মিলার্ডের চোখের সামনে অবশেষে প্ল্যাটফর্মে উঠতে পারল ম্যাকেনলি।

কয়েক মুহূর্ত চিৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিল সে। দম ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মিলার্ডকে ইশারা করল। ঘুরে তাকিয়ে কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখল কোচের মধ্যে এখনও শটগান হাতে ওদের পাহারা দিচ্ছে বাঁটকু গার্ড। লোকটার পিঠ ওর দিকে, টয়লেটের দরজায় নজর রাখছে। একবিন্দু নড়াচড়া করছে না, যেন পাথরের মূর্তি।

দু'সারি সীটের মাঝখান দিয়ে একজন যাত্রীকে এগিয়ে আসতে দেখে আড়ালে সরে নজর রাখল ম্যাকেনলি। লোকটা টয়লেটের সামনে দাঁড়িয়ে দরজার নবের দিকে হাত বাড়াতেই ঘন ঘন মাথা নেড়ে বারণ করল হক। কি যেন বলে মাথা কাত করে ইশারা করল, বোধহয় অন্য কোচে গিয়ে কাজ সারতে বলছে।

লোকটা দরজার দিকে হেঁটে আসতে শুরু করতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সামনের দৃশ্য দেখার ভান করল ম্যাকেনলি। প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এল যাত্রী, ওকে সুপ্রভাত জানিয়ে এগোল পরবর্তী কোচের দরজার দিকে। পরক্ষণেই থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকাল সে,

চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠেছে। দাঁড়াল না, ভীত চেহারায় তাড়াহুড়ো করে ঢুকে গেল সামনের কোচে। আপন মনে গাল বকল আউট-ল, ওকে চিনে ফেলেছে লোকটা। দরজার নবে হাত রেখে তৈরি হয়ে দাঁড়াল সে, পরবর্তী পদক্ষেপ মিলার্ডের সাথে কথা বলে আগেই ঠিক করে নিয়েছে।

টয়লেটের ভেতরে ভাঙা জানালা থেকে সরে দাঁড়াল মিলার্ড, গায়ের জোরে চেঁচিয়ে উঠে লাথি মারতে শুরু করল দরজায়। কোচের দরজার স্বচ্ছ কাঁচের ভেতর দিয়ে ম্যাকেনলি দেখল কৌতূহলী হয়ে উঠেছে রাঁটকু গার্ড। একমুহূর্ত দ্বিধা করে শটগান হাতে এগোল সে, নব ঘুরিয়ে টান দিয়ে খুলে ফেলল টয়লেটের দরজা।

ততক্ষণে জানালার কাছে ফিরে গেছে মিলার্ড, ভাঙা জানালার চৌকাঠে কনুই রেখে তাকিয়ে আছে বাইরে। দরজা খোলার শব্দে ঘুরে দাঁড়াল সে, চেহারায় কৌতূহল ফুটিয়ে তুলে বলল, 'টয়লেট লেগেছে? আমি তাহলে বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করি?'

জবাব দিল না বেঁটে গার্ড, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখল টয়লেটে মিলার্ড ছাড়া আর কেউ নেই। দু'এক সেকেণ্ড পর সংবিৎ ফিরে পেল। 'বিগ···বিগ ম্যাকেনলি কোথায়?'

'এই তো, তোমার ঠিক পেছনে,' কোচের দরজা খুলে ঢুকে পড়েছে আউট-ল, টয়লেটের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল সে।

সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, বুঝতে পারল হক। সে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই এক পা সামনে বাড়ল ম্যাকেনলি, হ্যাঁচকা টানে হাত থেকে শটগান কেড়ে নিল। টয়লেটের ভেতরে ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে দিল সে। মিলার্ড দ্রুত হাতে বেঁটে গার্ডের কোমর থেকে বেল্ট

খুলতে শুরু করল। প্যান্ট বড্ড ঢিলা, বেল্ট খুলে নিতেই গোড়ালির কাছে নেমে গেল। বেঁটে গার্ডের আণ্ডারওয়্যার টকটকে লাল, তাতে নীল আর সাদা ডোরা কাটা।

দৃশ্য দেখে জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল মিলার্ড। ম্যাকেনলি হাসিমুখে বলল, 'প্রোগ্রেসের মেয়র আর তুমি দেখি একই জাঙ্গিয়া পরো, একই সমান কাজের লোক নাকি তোমরা?'

কোনও জবাব দিল না হক, নাক দিয়ে শুয়োরের মত ঘোঁত একটা শব্দ বেরল।

মিলার্ড বাঁটকুর হাত বেল্ট দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধার আগ পর্যন্ত কমোডের সীটে বসে রইল ম্যাকেনলি, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নিজের বহু ব্যবহৃত নোঙরা রুমালটা আপত্তি গ্রাহ্য না করে গুঁজে দিল বন্দীর মুখে। প্যান্ট খুলে নিয়ে হকের দু'পা শক্ত করে বেঁধে বসিয়ে দেয়া হলো কমোডে। এখন আর সে চেষ্টা করলেও দরজায় লাথি মেরে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে না।

ভ্রূকুটি করে বসে থাকা গার্ডের মুখের ওপর হাসতে হাসতে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল ওরা। যাত্রীদের বিস্ময় মেশানো ফিসফাসে পাত্তা না দিয়ে নিজেদের গানবেল্ট আর অস্ত্র লাগেজ র‍্যাক থেকে নিয়ে পরল। তারপর ম্যাকেনলির পেছন পেছন পরবর্তী কোচে যাওয়ার দরজার দিকে পা বাড়াল মিলার্ড। ওরা দু'জন দরজার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে এমন সময় কি কারণে যেন আচমকা থমকে দাঁড়াল ম্যাকেনলি। তাল সামলাতে না পেরে তার পিঠে হুমড়ি খেলো মিলার্ড। বিশালদেহী আউট-লর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখল কোচের দরজায় বসানো কাঁচের ফাঁক দিয়ে বুড়ো টিকেট চেকারকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। বুড়োর

হাতে ভয়ঙ্কর দর্শন সিক্সগান শোভা পাচ্ছে, পাশে পাশে উত্তেজিত চেহারায় হাঁটছে একজন যাত্রী।

দেরি না করে আউট-লকে পাশ কাটাল মিলার্ড, হাতে টান দিয়ে ম্যাকেনলিকে আসতে বলে দরজা খুলে ফেলল এক ঝটকায়। অপরিসর প্ল্যাটফর্মের একধারে লোহার মই রয়েছে ছাদে ওঠার জন্য, উঠতে শুরু করল কোনদিকে না তাকিয়ে। মই দুলে ওঠায় টের পেল ম্যাকেনলিও অনুসরণ করছে তাকে।

ওরা দু'জন মাত্র ছাদে উঠেছে এমন সময় প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে শেষ কোচে দৌড়ে গিয়ে ঢুকল বুড়ো গার্ড আর তার সঙ্গী। মুচকি হেসে ম্যাকেনলি বলল, 'টয়লেটে বেঁটে শয়তানটাকে দেখে বুড়োর চেহারা কিরকম হবে যদি দেখতে পেতাম তাহলে মরতেও আপত্তি ছিল না।'

'তাড়াতাড়ি এঞ্জিন ক্যাবে পৌঁছতে না পারলে বুড়োর চেহারার বদলে বেঁটে খচ্চরের শটগানের নল দেখতে পাবে,' গম্ভীর স্বরে বলল মিলার্ড। 'চলো এগোই।'

দু'পাশে অল্প অল্প দুলতে দুলতে এগুচ্ছে ট্রেন। খুব সাবধানে উঠে দাঁড়াল ওরা। ভারসাম্য বজায় রেখে এগিয়ে চলল, পা ফস্কে গেলে নিচে আছড়ে পড়বে। ট্রেন এত দ্রুত ছুটে চলা অবস্থায় রুক্ষ জমির ওপর পড়লে বাঁচার সম্ভাবনা নেই।

দড়াম করে শব্দ হলো নিচে, কোচের দরজা খুলে বেরিয়ে এল বুড়ো টিকেট চেকার আর বেঁটে গার্ড। নিজেকে নিয়ে সাংঘাতিক ব্যস্ত হয়ে আছে বাঁটকু। তার একহাতে শটগান, অন্যহাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ফুল প্যান্টের চেন আর বোতাম লাগাতে।

'এসো, জাহান্নামে যাক প্যান্ট,' ধমকে উঠল বুড়ো ট্র্যাভার্ন,

'আসার পথে ওদের দেখিনি। তারমানে ছাদে গিয়ে উঠেছে। চলো!'

মই বেয়ে ট্রেনের ছাদে উঠে এল টিকেট চেকার, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে অনুসরণ করল গার্ড। 'ওই যে! ওই যে!' মিলার্ডদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল উত্তেজিত ট্র্যাভার্ন, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে পর পর তিনবার ট্রিগারে চাপ বসাল। এঞ্জিনের ধাতব শব্দ ক্ষণিকের জন্য চাপা পড়ল অস্ত্রের বিকট গর্জনের নিচে, একরাস কালো ধোঁয়া সামনের দৃশ্য আড়াল করে দিল কয়েক সেকেণ্ডের জন্য।

আছাড় খেয়ে পড়ে গেল মিলার্ড, গড়িয়ে সরে যেতে লাগল কিনারের দিকে। হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে পারল না ম্যাকেনলি, পা জোড়া ইতিমধ্যেই বাইরে চলে গেছে মিলার্ডের।

'গেঁথেছি!' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল ট্র্যাভার্ন, 'শুকনো লোকটার গায়ে বুলেট বিঁধেছে, হক। নামো তাড়াতাড়ি, আমরা কোচের ভেতর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ওদের ধরে ফেলতে পারব।'

কোমরের নিচের অংশ শূন্যে ঝুলছে এমন সময় টয়লেটের ভেন্টিলেশন পাইপ দেখতে পেল মিলার্ড। ছাদ ফুঁড়ে ইঞ্চি পাঁচেক উঠেছে পাইপ। প্রাণপণ শক্তিতে ওটাকে আঁকড়ে ধরল সে। বিপদের তোয়াক্কা না করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল ম্যাকেনলি, হাত ধরে মিলার্ডকে টেনে তুলল ঢালু ছাদের ওপর। ঝুঁকে পড়ে উৎকণ্ঠিত চেহারায় জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গুলি লেগেছে, মিলার্ড?'

'লাগেনি!' বিরক্তিতে চেহারা কুঁচকে গেছে মিলার্ডের। 'কোন্ শালার মিস্ত্রী যেন ছাদের একটা স্ক্রু ঠিক মত টাইট দেয়নি, বেরিয়ে থাকা অংশে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছি।' দু'হাত বাড়িয়ে দিল সে।

'কি হলো, হাঁ করে কি দেখছ। টেনে তোলো, তাড়া আছে!'

ম্যাকেনলির সাহায্য নিয়ে উঠে দাঁড়াল মিলার্ড. দু'জনে প্রায় দৌড়ে পৌঁছে গেল কোচের শেষ মাথায়। দ্বিধা না করে লাফ দিয়ে পার হয়ে গেল সামনের কোচ আর প্ল্যাটফর্মের ফাঁকা জায়গা ওরা তিন নম্বর যাত্রীবাহী কোচের মাঝ বরাবর পৌঁছেছে এমন সময় প্ল্যাটফর্মে টিকেট চেকারের গলা শুনতে পেল। বুড়ো তার বেঁটে সঙ্গীকে চড়া গলায় বলছে, 'তাড়াতাড়ি, হক! ম্যাকেনলির আগেই কোচ পেরিয়ে ফ্ল্যাট কারে রাখা ফায়ার এঞ্জিনটার কাছে পৌঁছতে হবে। আমরা আগে যেতে পারলে ম্যাকেনলি শেষ!'

'শুনেছ, ম্যাকেনলি?' দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিল মিলার্ড। 'পা জোড়া তাড়াতাড়ি না চালাতে পারলে প্যানডোরার বাক্স খুলে যাবে।'

দৌড়ের ফাঁকে ম্যাকেনলি তিক্ত চেহারায় বলল, 'আমাদের গুলি করার অধিকার আছে ওদের, কিন্তু আমরা পাল্টা গুলি করলে সেটা হবে বেআইনী!'

'আমাদেরও গুলি করার অধিকার আছে, খুন করে না ফেললেই হলো,' শেষ যাত্রীবাহী কোচের প্রান্তে পৌঁছে জবাব দিল মিলার্ড দু'জনেই কৌতূহলী চোখে নিচে তাকাল। প্ল্যাটফর্ম এখনও খালি, বোধহয় যাত্রী আর মাঝখানে রাখা মালপত্রের ভেতর দিয়ে পথ করে আসতে হচ্ছে বলে এখনও নিজেদের চাঁদমুখ দেখাতে পারেনি কণ্ডাক্টর আর গার্ড।

মই বেয়ে তাড়াহুড়ো করে ওরা দু'জন নেমে এল প্ল্যাটফর্মে, দ্রুত পায়ে এগোল ফ্ল্যাটকারের ওপর দিয়ে। ফায়ার এঞ্জিনটা অজস্র দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, দড়ি টপকে ওটার ওপারে চলে

গেল ওরা। হাসি ফুটে উঠল মিলার্ডের রোদে পোড়া চেহারায়, আউট-লকে কৌতূহলী চোখে তাকাতে দেখে বলল, 'ভাগ্য বোধহয় এতক্ষণ পর আমাদের সাহায্য করতে শুরু করেছে।'

'তোমার গুলি লাগেনি, ওই যে দু'জনকেই দেখা যাচ্ছে,' ফায়ার এঞ্জিন ছাড়িয়ে ওদের মাথা বেরিয়ে থাকতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল ট্রেনের গার্ড। যাত্রীদের ডিঙিয়ে এই মাত্র পৌঁছেছে তারা।

'এইবার আর ভুল হবে না,' পাল্টা চেঁচিয়ে মিলার্ডদের মাথা লক্ষ্য করে গুলি করল কণ্ডাক্টর।

বাতাসে শিস তুলে বেরিয়ে গেল সীসের বুলেট, আগেই মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ম্যাকেনলি আর মিলার্ড। কনুইয়ে লেগেছে, ব্যথা গ্রাহ্য না করে রাগী চেহারায় মিলার্ডের দিকে তাকাল আউট-ল। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সামলে বলল, 'থামলে কেন! এতক্ষণে এক্সপ্রেস কার পেরিয়ে টেণ্ডারে পৌঁছে যেতে পারতাম আমরা।'

'বললাম না ভাগ্য আমাদের সঙ্গী হয়েছে? এই একই রকম ফায়ার এঞ্জিন প্রোগ্রেসেও আছে, আমি জানি কিভাবে এই মেশিন চালায়। গজ দেখেই বুঝতে পেরেছি ট্যাঙ্ক কেমিকেলে ভরা, প্রেসারও আছে পুরোমাত্রায়।'

'শুনে খুব তৃপ্তি পেলাম, কিন্তু আগুন তো কোথাও লাগেনি যে তোমার বিদ্যা কাজে লাগবে,' অস্থির হাতে সিক্সগানের হ্যামার উঠিয়ে ব্যঙ্গ করল ম্যাকেনলি।

'ওই কেমিকেল চোখেমুখে পড়লে অবস্থা কাহিল হয়ে যায়,' টিটকারি শুনতে পায়নি এমন ভঙ্গিতে বলে চলল মিলার্ড। "তাড়া পুরো প্রেসারে কেমিকেল কারও গায়ে ছুঁড়লে ধাক্কায় উড়ে

যাবে সে। তুমি এঞ্জিনের কিনারায় গিয়ে ওদের ব্যস্ত রাখো, আমি হোসপাইপ লাগিয়ে এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ফেলব এই ফাঁকে।'

ব্যাপার বুঝতে পেরে হাসল ম্যাকেনলি, হ্যাটে সিক্রগান ছুঁইয়ে কপট শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে গেল ফায়ার এঞ্জিনের পেছন দিকের কোণে। গার্ড আর কণ্ডাক্টরের মাঝখান দিয়ে রেলিঙে গুলি করল। নির্ভুল লক্ষ্যভেদ। ঠঙ শব্দে ফাঁপা রেলিঙে পিছলে বেরিয়ে গেল বুলেট।

আতঙ্কিত কণ্ডাক্টর পাল্টা গুলি করল। আন্দাজে ট্রিগার টেনেছে আনাড়ির মত, ম্যাকেনলির ধারকাছ দিয়েও গেল না বুলেট। ভয় পেলেও কাণ্ডজ্ঞান হারায়নি বুড়ো, বেঁটে গার্ড কাঁধে শটগান তুলেছে দেখে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আরে গাধা শটগান না। টিগার না! ফায়ার এঞ্জিনে গুলি লাগলে বাকি জীবন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এমনিতেই ওরা আটকা পড়ে গেছে, আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকলেই খেল খতম, আমাদের সাথে আর চালাকি চলবে না।'

বেঁটে গার্ড কাঁধ থেকে শটগান নামানোর আগেই গর্জে উঠল শক্তিশালী ফায়ার এঞ্জিন। ম্যাকেনলির দিকে হোসপাইপ ছুঁড়ে দিয়ে তাক করতে ইশারা করল মিলার্ড। ম্যাকেনলি হোসপাইপ তুলে ধরে মাথা ঝাঁকানোর পর ভালভ হুইল খুলতে শুরু করল অভ্যস্ত হাতে। গার্ড আর কণ্ডাক্টর বিস্মিত হবারও সময় পেল না, ফেনায়িত সাদাটে কেমিকেলের মোটা ধারা হোসপাইপ থেকে বেরিয়ে জলপ্রপাতের মত আছড়ে পড়ল ওদের গায়ে।

ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল দু'জনেই, বাড়ি খেলো গিয়ে কোচের দেয়ালে। অস্ত্র পড়ে গেছে ওদের হাত থেকে, দু'হাতে চোখ মুখ ঢেকে অসহ্য জ্বলুনিতে কাঁদছে ভেউ ভেউ করে। বুড়ো নাকি স্বরে

বিলাপ করলেও বাঁটকুর চিৎকারে এখন আর কোনও ন্যাকামি নেই, ভীষণ শব্দে ফাটা গলায় কাঁদছে সে।

এতটুকু শরীর থেকে অতবড় আওয়াজ বেরতে দেখে অবাক হয়ে গেল ম্যাকেনলি আর মিলার্ড। হেসে ফেলে ম্যাকেনলি বলল, 'দারুণ দেখালে, জো বয়, এত মজা জীবনে পাইনি!'

'চলো, চলো, দু'মিনিটেই সামলে উঠবে ওরা,' উঠে দাঁড়িয়ে এক্সপ্রেস কারে ওঠার মইয়ের দিকে পা বাড়িয়ে বলল মিলার্ড। 'কেমিকেলের প্রতিক্রিয়া শেষ হলেই ওরা আগের চেয়েও রেগে উঠবে, ভুলেই যাবে একটু আগেই বাচ্চাদের মত কাঁদছিল। তখন আমাদের বিপদ হতে পারে।'

ওরা দু'জন এক্সপ্রেস কারের ছাদে উঠে অর্ধেক দূরত্বও পেরয়নি, মিলার্ডের কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যই যেন গর্জে উঠল টিকেট চেকারের সিক্সগান। ঘুরে দাঁড়িয়ে জবাব দিল ম্যাকেনলি। মইয়ে দাঁড়িয়ে মাথা বের করেছিল বুড়ো, কানের পাশে বুলেটের গুঞ্জন শুনে মই থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল মেঝেতে। ম্যাকেনলি তাকাতেই মাথা নাড়ল মিলার্ড, তার গায়েও লাগেনি বুড়োর প্রাচীন সিক্সগানের বুলেট। ম্যাকেনলি বলল, 'ওরা পরেরবার ভেবে নেবে আসার আগে।'

জবাব দিল না মিলার্ড, মন কেন যেন ওকে সতর্ক হতে বলছে। ম্যাকেনলি হাঁটু গেড়ে বসে অস্ত্র রিলোড করছে, মই বেয়ে ছাদে ওঠার জায়গাটা সিক্সগান হাতে কাভার করল সে। ঘাড় ফিরিয়ে সামনে ট্র্যাকের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য জমে গেল, তারপরই দৌড়ে গিয়ে আউট-লকে ধাক্কা মেরে ছাদের ওপর উপুড় করে ফেলে দিল সে। নিজেও পাশে শুয়ে পড়ে ম্যাকেনলির মাথা ছাদের

সাথে চেপে ধরে রাখল।

নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিল ম্যাকেনলি, চারপাশ হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যেতে থমকে গেল। বুঝে ফেলেছে মিলার্ডের উদ্ভট আচরণের কারণ। নিচু পাহাড়ী টানেলে প্রবেশ করেছে ট্রেন। কোথাও কোথাও টানেলের ছাদ এত নেমে এসেছে যে চুলে পাথরের ছোঁয়া টের পেল ওরা। ঘন কালো ধোঁয়ায় পরিবেশ দুঃসহ হয়ে উঠল। দম নেয়া যাচ্ছে না। জ্বলন্ত কয়লার গুঁড়ো ছ্যাঁকা দিচ্ছে শরীরের অনাবৃত অংশে, কাপড়ে আগুন লেগে যেতে পারে যেকোনও সময়।

আধমিনিটের মাথায় সূর্যালোক ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। টানেল থেকে বেরিয়ে এসেছে ট্রেন। উঠে বসে বোকা বোকা চেহারায় পরস্পরকে দেখল ওরা। দু'জনেই কয়লা মেখে ভূত হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে ওদের দেখে চিনতে পারবে না জন্মদাত্রীও।

কাপড় ঝেড়ে কিছুটা পরিষ্কার করে তারপর ম্যাকেনলি বলল, 'আমার কাছে একটা উপকার পাওনা রইলে, জো বয়। প্রথমে যখন ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লে তখন তো মনে করেছিলাম পাগল হয়ে গেছ, এখন মনে পড়ল যে পাগল তো আর নতুন করে পাগল হতে পারে না!'

হাসিমুখে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মিলার্ড, কিন্তু সুযোগ পেল না। ম্যাকেনলি ঝাঁপ দিয়েছে তার ওপর। একটা শটগান গর্জে উঠল। পড়ে যাওয়ার সময় এক ঝলকের জন্য বেঁটে গার্ডের মাথা দেখতে পেল মিলার্ড, ছাদের ওপর গড়ান দিয়েই হাঁটু গেড়ে ঘুরে বসল সে। গুলি করল লোকটার কাঁধ লক্ষ্য করে। লাগল না, আগেই আবার লুকিয়ে পড়েছে ভীতু গার্ড। মিলার্ড ফুরসত পেয়ে তাকিয়ে

দেখল ছাদের কিনারা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আতঙ্কিত চেহারায় ঝুলছে ম্যাকেনলি। তাড়াতাড়ি অস্ত্র ফেলে আউট-লকে টেনে তুলল সে।

দম ফিরে পেয়ে খানিকক্ষণ পর ফ্যাকাসে চেহারায় ম্যাকেনলি বলল, 'ধন্যবাদ দেব না, তোমার ছোট করা হবে তাহলে।'

'সে তো ঠিকই! আমি এমনিতেই তোমার চেয়ে আকারে ছোট, আর ছোট করার চেষ্টা কোরো না,' হাসল মিলার্ড। কয়েকমুহূর্ত পর বলল, 'চলো, ম্যাক, এঞ্জিন রুমে যাওয়া দরকার। আর আট-দশ মিনিটের মধ্যেই প্রোগ্রেসে থামার জন্য ব্রেক চাপবে এঞ্জিনিয়ার।'

বারো

দ্রুত পায়ে হেঁটে এক্সপ্রেস কোচের শেষমাথায় পৌঁছে গেল মিলার্ড আর ম্যাকেনলি। টেণ্ডারে নামার কোনও মই নেই, তবে সামান্য উঁচু হয়ে আছে জড় করা কয়লার টুকরোগুলো। লাফ দিয়ে বেকায়দা ভাবে পড়লে হাত-পা ভাঙবে যে কারও। লাফ দিল ওরা, নিরাপদেই নামল টেণ্ডারের মেঝেতে।

'তুমি না পারলেও আমি ঠিকই ফুটো করে দিয়েছি ওদের,' চাপাবাজ বেঁটে গার্ডের গলা শুনতে পেল ওরা। কণ্ডাক্টরকে সে বলছে যে বিশ্বাস না হলে মইয়ে উঠে দেখতে পারে।

মইয়ে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে তাকানোর ইচ্ছা বা সাহস কোনটাই হলো না বুড়ো কণ্ডাক্টরের। তাছাড়া তার কিছু যায় আসে না, লোকগুলো ডাকাতি করলে গার্ডকে দোষ দেবে কোম্পানী, ট্রেনের নিরাপত্তা দেখা তার দায়িত্ব নয়।

পেছনদিকের বিপদ কাটল তাহলে, হাসিমুখে করমর্দন করল মিলার্ড আর ম্যাকেনলি। কয়লার স্তূপ মাড়িয়ে এগোল লোকোমোটিভের ক্যাবের দিকে।

বয়লারে বেলচা ভরে কয়লা ফেলল ফায়ারম্যান, মাথা তুলে দেখল টেণ্ডার থেকে লাফ দিয়ে ক্যাবে এসে ঢুকেছে ধুলোকালি মাখা দু'জন আগন্তুক। ডাকাত! হাত থেকে বেলচা ফেলে দিল সে,

উরুতে ছোবল মারল অস্ত্রের খোঁজে। নেই!

ভুলেই গিয়েছিল যে কাজ করার সময় গানবেল্ট খুলে রাখে সে। মিলার্ডকে এঞ্জিনিয়ারের দিকে পা বাড়াতে দেখে চিৎকার করে সতর্ক করল সে। হাত দুটো মুঠি পাকিয়ে অভিজ্ঞ মুষ্টিযোদ্ধার মত দুলতে দুলতে নিজে এগোল ম্যাকেনলির দিকে।

লোকটা ফুট দুয়েকের মধ্যে পৌঁছে যেতেই এক পা সামনে বাড়ল ম্যাকেনলি, প্রকাণ্ড হাত ঘুরিয়ে থাবড়া মারল। থপ করে ফায়ারম্যানের গালে পড়ল চড়। মুঠো করা দু'হাত শিথিল হয়ে গেল লোকটার, তাল সামলাতে না পেরে ট্রেন থেকে পড়ে গেল বাইরে। চিন্তিত ম্যাকেনলি গলা বাড়িয়ে দেখল আহত হয়নি লোকটা, একটা বড় ঝোপের ওপর পড়ায় বেঁচে গেছে।

মাথার ওপর দু'হাত তুলে র‍্যাগে লাফাচ্ছে ফায়ারম্যান, কি যেন বলছে দূরে চলে আসায় কিছু বোঝা যাচ্ছে না। বোধহয় ম্যাকেনলির বাপান্ত করছে। ট্রেন বাঁক ঘোরায় চোখের আড়ালে চলে গেল লোকটা। হাসতে হাসতে ঘুরে তাকিয়ে আউট-ল দেখল এঞ্জিনিয়ারের ব্যবস্থা করে ফেলেছে মিলার্ড। অব্যবহৃত বেলচা ঝোলানোর জন্য বড় বড় কয়েকটা হুক আছে এঞ্জিন রুমের দেয়ালে, তারই একটা থেকে ঝুলছে কোট পরা অসহায় এঞ্জিনিয়ার। কোটের ভাঁজ করা কলার হুকে আটকে দিয়েছে মিলার্ড।

হাত-পা ছুঁড়ে যত গাল জানে সব ঝাড়ছে এঞ্জিনিয়ার। মিলার্ডের চেহারা নির্বিকার, কিন্তু ম্যাকেনলির কান গরম হয়ে উঠল লোকটার স্বআবিষ্কৃত কয়েকটা গালি শুনে। এগিয়ে দাঁড়িয়ে একহাতে এঞ্জিনিয়ারের চুল, অন্যহাতে ট্রেনের হুইসল টানল সে। লোকটার বুক ফাটা চিৎকার চাপা পড়ে গেল তীক্ষ্ণ শিসের শব্দে।

প্রোগ্রেসে দাঁড়ানো লোকগুলোর কানে দুই মাইল দূর থেকে ভেসে এল ট্রেনের হুইসল। কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে গেল। ব্যাগেজ হাতে নড়েচড়ে দাঁড়াল যাত্রীরা। আউট-লরা কারও সন্দেহ না জাগিয়ে রেল ট্র্যাকের ধার ঘেঁসে এল।

ওয়েস্টার্ন উপন্যাস পকেটে পুরে বেঞ্চ ছেড়ে উঠল লোকো। চোখ খুলে গেছে বাকশটের। টিকেট অফিসের ভেতর দু'হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল প্রহরারত আউট-ল। 'এরকম ভাল মানুষের মত বসে থাকলে তোমার কোনও বিপদ হবে না, দাদু,' বুড়ো স্তেফানকে আশ্বাস দিল সে। হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রাফের কী আর সাউণ্ডারের বেরিয়ে থাকা তারগুলো ছিঁড়ে ফেলল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডিপোতে শেডের তলায় দাঁড়িয়ে আরেকবার বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে সবাইকে চমকে দিল ব্যাণ্ড লিডার। লাইন করে সদস্যদের দাঁড় করিয়ে তৈরি থাকতে বলল, রেল এঞ্জিন চোখে পড়ামাত্র বাজাতে শুরু করবে তারা।

রিচার্ড জনসন বউকে নিয়ে তার চমৎকার নতুন গাড়িতে করে এল। রেললাইন পেরোবার সময় গতি কমাল সে টায়ার ফাটার ভয়ে। গাড়ি রেল ট্র্যাকের ওপর উঠতেই কাতরে উঠে বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। সামনের চাকা ট্র্যাকের এপারে, পেছনের চাকা ট্র্যাকের ওপারে; নিশ্চল হয়ে গেল গাড়ি।

আপনমনে ভাগ্যকে দোষ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এল রিচার্ড জনসন; স্টার্ট দেয়ার জন্য এঞ্জিন বনেট থেকে বেরিয়ে আসা রড ঘোরাতে শুরু করল। কাজ হচ্ছে না, কোনও সাড়াই দিচ্ছে না এঞ্জিন। হাল ছেড়ে দিয়ে চামড়ার পাউচে রড ভরে আবার ড্রাইভিঙ

সীটে এসে বসল সে।

'শালার কার্বুরেটরে বেশি তেল এসেছে,' বিড়বিড় করে বউকে শোনাল সে। 'কাল রাতে ঘুরতে না বেরিয়ে কার্বুরেটর মেরামত করা উচিত ছিল। এখন চুপ করে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই, তেল না নামলে এঞ্জিন চালু হবে না।'

'কিন্তু, ডার্লিঙ, আমরা ট্র্যাকের মাঝে আটকে আছি, এখন যদি ট্রেন আসে?' জানতে চাইল উৎকণ্ঠিত মিসেস জনসন।

শ্রাগ করল মহিলার গাড়িপাগল স্বামী। 'এলেই কি, ট্রেন প্ল্যাটফর্মে থামবে। থামবেই, আমরা তো স্টেশনের এপারে আছি। খামোকা চিন্তা কোরো না তো, লক্ষ্মী মেয়ের মত বসে থাকো।'

দূরে ট্রেন আসতে দেখে আতঙ্ক বোধ করল মিসেস জনসন, কথা বলতে গিয়ে টের পেল তোতলাচ্ছে। 'রি···রিচার্ড, স্টেশনেই যদি থামবে তো···তাহলে গতি কমাচ্ছে না কেন?'

'ও তোমার চোখের ভুল, আসলে ভয় পেয়েছ তো তাই বুঝতে পারছ না যে ট্রেনের গতি কত কম,' বউয়ের কাঁধে হালকা চাপড় বসিয়ে হাসল রিচার্ড জনসন।

এঞ্জিনিয়ারের সরু কাঁচের জানালা দিয়ে সামনের ট্র্যাক দেখল ম্যাকেনলি। ভ্রূ কুঁচকে চেন টেনে হুইসল বাজাল কয়েকবার। তবু সামনে থেকে নড়ছে না রঙচঙা গাড়িটা। মিলার্ডকে ডাক দিয়ে আঙুল তুলে সামনেটা দেখাল সে।

ফায়ারম্যানের সীটে দাঁড়িয়ে চমকে গেল মিলার্ড, শ্বাসের ফাঁকে বলল, 'মেয়রের প্রেমিকার স্বামীর গাড়ি!'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু ওরা ট্র্যাকের ওপর কি করছে?' আরও কয়েকবার হুইসল বাজিয়ে সতর্ক করল আউট-ল।

অনেক কাছে চলে এসেছে ট্রেন, স্বামীর হাত আঁকড়ে ধরল

আতঙ্কিত মহিলা। পাগলের মত মাথা নেড়ে বলল, 'ওরা থামবে না, রিচার্ড, দেখছ না হুইসল বাজিয়ে সামনে থেকে সরে যেতে বলছে? তুমি থাকলে থাকো, আমি বাবা এর মধ্যে নেই। গাড়ির মধ্যে থাকলে মরতে হবে, চলো নেমে সরে যাই, রিচার্ড!'

'উঁহুঁ, খবরদার বলে দিচ্ছি, নামবে না তুমি,' বউয়ের হাত আঁকড়ে ধরে ধমক দিল মিস্টার জনসন। 'যত সব ফালতু ভয়। ট্রেন মোটেও গতি বাড়াচ্ছে না, থেমে আসছে, হুইসল বাজাচ্ছে ব্যাংকের টাকা আনছে সেজন্য। খেয়াল করোনি, হুইসল শুনেই বাজনা বাজাতে শুরু করেছে ব্যাণ্ড পার্টি? টাকা, মেইল, যাত্রী নামাতে থামবেই ট্রেন। ওদের কাজ শেষ হওয়ার আগেই কার্বুরেটরের তেল নেমে যাবে, রওয়ানা হতে পারব আমরা।'

'থামছে না, ওরা থামছে না,' ফুঁপিয়ে উঠল মিসেস জনসন।

হঠাৎ দু'জনে দেখল স্টেশনের দিক থেকে ওদের দিকে ছুটে আসছে মেয়র, দু'হাত ঝাঁকিয়ে চেঁচাচ্ছে উন্মাদের মত। 'নামো! গাড়ি থেকে নামো! ট্রেন স্টেশনে থামবে না!'

বউ দরজা খোলার আগেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মিস্টার জনসন। গাড়ি থেকে নেমে খিঁচে দৌড় দিল, পাঁচ সেকেণ্ড পার হওয়ার আগেই তিরিশ ফুট দূরে চলে গেল সে বউকে ফেলে। সেদিকে তাকিয়ে দরজা টপকে নেমে পড়ল মিসেস জনসনও, দু'হাতে উরু পর্যন্ত গাউন তুলে দৌড়াতে শুরু করল। কোনদিকে হুঁশ নেই। জান বাঁচাতে ছুটছে, যেন পাগলা কুকুরের তাড়া খেয়েছে।

প্রচণ্ড শব্দে স্টেশন কাঁপিয়ে হাজির হলো ট্রেন। থামল না। গতি বজায় রেখে চোখের পলকে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে গেল। যাত্রীদের মাঝে বিস্ময় আর হতাশা মেশানো চিৎকার উঠল, ওরা বুঝতে

পারছে না কেন থামল না ট্রেন। বুড়ো টিকেট চেকার আর বেঁটে গার্ড ওদের বোঝানোর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে নিজেরাই খেপে উঠল, বলল তারাও জানে না কেন ট্রেন থামেনি। প্যাসেঞ্জারদের শান্ত করা অসম্ভব বুঝে শেষ পর্যন্ত আক্রমণের ভয়ে টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলো দু'জনে।

ট্রেন প্ল্যাটফর্ম পার হওয়ার সময় মিলার্ড আর ম্যাকেনলিকে এঞ্জিন রুমে দেখতে পেয়েছে লোকো, রাগে চেঁচাল সে, 'ম্যাকেনলি হারামজাদা আমাদের ধোঁকা দিয়েছে, একাই সব মেরে দিতে চাইছে শালা! দৌড়াও সবাই, ঘোড়ায় করে ওদের ধাওয়া করব আমরা।'

'পাগল হয়ে গেলে নাকি, ঘোড়া কি কখনও ট্রেনের সাথে দৌড়ে পারে?' প্রতিবাদ করল বাকশট।

'দৌড়ে ধরার দরকার নেই, গাধা,' ছুটন্ত অবস্থায় ঘাড় ফিরিয়ে চেঁচাল লোকো, 'কয়লা শেষ হয়ে গেলেই থামতে হবে ওদের।'

লোকোর উদ্দেশ্য বুঝে পেছন পেছন ডিপোর অন্যপাশ লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল সবকজন আউট-ল। কাজ সেরে দ্রুত সরে পড়ার সুবিধের কথা ভেবে ঘোড়াগুলো ওখানেই বেঁধে রাখা হয়েছে।

শ'খানেক গজ দূরে ট্রেনের ধাক্কায় ট্র্যাক থেকে উড়ে গেল জনসনের গাড়ি, ইস্পাত ছেঁচে যাওয়ার কর্কশ শব্দ হলো। পনেরো-বিশ গজ দূরে গিয়ে পড়ল গাড়িটা। চেনার উপায় নেই, তোবড়ানো মুড়ির টিন হয়ে গেছে। বিকট শব্দে ফাটল টায়ারগুলো, আগুন লেগে যাওয়ায় পেট্রল ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হলো।

দৌড় থামিয়ে ঘাড় ফেরাল রিচার্ড জনসন, প্রিয় বাহনের চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থা দেখে মুখ বিকৃত হয়ে গেল তার। হেঁটে কাছে গেল মিসেস জনসন, মনের আনন্দ চেহারায় প্রকাশ না করে ধীরে ধীরে

চাপড় মারল স্বামীর পিঠে। বলল, 'যা যাওয়ার ছিল গেছে, রিচি। একবার ভেবে দেখো, বিয়ের পর আমাকে কতটুকু সময় দিয়েছ তুমি। ছুটির দিনগুলোতে পর্যন্ত আমার কাছ থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল ওই জঘন্য জিনিসটা।'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রিচার্ড জনসন।

জনসনদের সাবধান করেই শহরের দিকে দৌড় দিয়েছে মেয়র। মার্শালের অফিসে ঢুকে মিসেস বেন্টহ্যামকে দেখতে পেল সে। তাকে দেখে মহিলার কুৎসিত চেহারা আরও গম্ভীর হয়ে গেল, আঙুল তুলে ডেপুটি মার্শালের অফিস দেখাল সে। 'ওখানে, মেয়র।'

'মার্শাল উইলকার ওই ঘরে?' নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রশ্ন করল মেয়র।

'ম্‌ম্‌ম্‌! মমমম!!' অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা গেল ভিড়ানো দরজার ওপার থেকে।

এক ধাক্কায় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মেয়র। সামনের দৃশ্য দেখে চোয়াল ঝুলে পড়ল তার। মেঝেতে হাত-পা বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে মার্শাল উইলকারকে, মুখে গুঁজে দেয়া হয়েছে একটা রুমাল। নিজে ব্যবহার করার জন্যই বোধহয় প্যান্ট খুলে নিয়ে গেছে আউট-ল, অথবা ব্যাপারটা তার ঠাট্টাও হতে পারে। মার্শালের রুগ্ন ঊরুসন্ধির মাঝের জমিন ফুটো আণ্ডারওয়্যার থাকতে পারেনি বললেই চলে।

'আশা করছি এই অবস্থা কেমন করে হলো তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারবে,' মার্শালের গোঙানিতে সংবিৎ ফিরে পেয়ে অবশেষে বলল মেয়র।

'ম্‌ম্‌ম্‌ফ্‌!' মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল মার্শাল উইলকার।

তেরো

এঞ্জিনিয়ারের সীট থেকে ম্যাকেনলিকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে বসল মিলার্ড। ওরা বুঝতে পারছে না ট্রেনের গতি কমে আসছে কেন। ডায়াল, ভালভ আর লিভারগুলো পরীক্ষা করে দেখছে মিলার্ড। থ্রটল টেনে দেখল পুরো খুলে দেয়া আছে। গতি না বাড়ালেও অন্তত সমান থাকার কথা, কমে যাচ্ছে কেন? ক্যাবের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ম্যাকেনলি, চিন্তিত চেহারায় গলা বাড়িয়ে ফেলে আসা ট্র্যাক দেখছে।

কিছুক্ষণ পর ঘাড় ফিরিয়ে সে বলল, 'ওরা আসছে! ট্রেন আরও জোরে না চললে দশ মিনিটের মধ্যেই খুনীর দল ধরে ফেলবে আমাদের।'

'চেষ্টা করেছি, জোরে না চললে আমি কি করব!' হাতের তালুতে কপালের ঘাম মুছল মিলার্ড।

হতাশ ভঙ্গিতে শ্রাগ করল ম্যাকেনলি, হুকে ঝুলন্ত এঞ্জিনিয়ারের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো তার। বাচ্চা ছেলেকে নামাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে মোটা লোকটাকে হুক থেকে ছাড়িয়ে মেঝেতে নামাল সে, ঘাড়ে চেপে ধরে দরজা দিয়ে বাইরে তাকাতে বাধ্য করে বলল, 'ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে যে লোকগুলো তাদের চেনো? ওরা খুনে ডাকাত,

ট্রেন ডাকাতি করতে চাইছে। কথাটা তোমার মোটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও, ওরা আমাদের ধরে ফেললে…' কথা শেষ না করে বামহাতে গলার পোঁচ মারার ভঙ্গি করল ম্যাকেনলি, চেহারা দেখে বুঝতে পারল ইঙ্গিতের অর্থ ধরতে পেরেছে এঞ্জিনিয়ার।

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল লোকটা। আরেকবার তার ঘাড় ধরে ঝাঁকি দিল ম্যাকেনলি। 'ট্রেনের স্পীড কমে যাচ্ছে, ওরা এগিয়ে আসছে, ব্যাপারটা কি?'

'স্টিম,' কাঁপা হাতে একটা ডায়াল দেখাল এঞ্জিনিয়ার, 'স্টিম শেষ হয়ে যাচ্ছে, বয়লারে কয়লা দিতে হবে।'

লোকটাকে ছেড়ে হাতে বেলচা তুলে নিল ম্যাকেনলি, বড় বড় নরম কয়লার চাক ফেলতে লাগল ফায়ারবক্সে। আগুন বেড়ে উঠতেই প্রেশার গজের নিম্নগতি বন্ধ হয়ে গেল। মনে হলো যেন কখনও নড়বে না কাঁটা, এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। তারপর অতি ধীরে উঠতে শুরু করল।

দরজা দিয়ে মাথা বের করে ম্যাকেনলি দেখল শেষ কোচের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে লোকোর দল। ট্রেনের গতি বেড়ে যাওয়ায় এগিয়ে আসতে পারছে না, তবে পিছিয়েও যাচ্ছে না ওরা। সবার সামনে লোকো, স্যাডলবুট থেকে একটা লিভার অ্যাকশন কারবাইন বের করে ক্যাব লক্ষ্য করে গুলি করল সে। সময়মত মাথা সরিয়ে নিল ম্যাকেনলি, দরজায় লেগে ছিটকে চলে গেল বুলেট।

ম্যাকেনলিকে তাড়াহুড়ো করে ফায়ার বক্সে কয়লা ঢালতে দেখে চোখ কপালে উঠল এঞ্জিনিয়ারের, কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'গজ দেখো! আর কয়লা দিলে ফেটে যাবে বয়লার, কিন্তু এঞ্জিনের গতি বাড়বে না। অনেক বেশি বোঝা, এঞ্জিন

এরচেয়ে বেশি জোরে টানতে পারছে না।'

মার্শালের অফিস থেকে মেয়রকে বেরতে দেখে লোকজন অবাক হয়ে গেল। জীবনে প্রথম গানবেল্ট আর সিক্সশুটার ঝুলিয়েছে মেয়র, চেহারায় শহুরে পরিপাটি ভাব নেই। পায়ে পায়ে হাঁটছে মার্শাল, তার চেহারা-পোশাকের অবস্থা আরও করুণ। একটা থ্রী কোয়ার্টার প্যান্টে গানবেল্ট ঝুলিয়েছে সে, হাতে একটা শটগানও শোভা পাচ্ছে।

ডিপোর দিক থেকে অস্পষ্ট গর্জন শুনে তাকাল মেয়র। চওড়া রাস্তার পুরোটা জুড়ে মিছিল করে হেঁটে আসছে ওরা, শহরের ছেলে-বুড়ো থেকে নিয়ে কেউ বাদ পড়েনি। সবার সামনে হাঁটছে প্রোগ্রেস থেকে ট্রেনে উঠে রওয়ানা হওয়ার কথা যেসব যাত্রীর, তারা। স্টেশনে ট্রেন না থামায় রেগে গেছে সবাই। যাত্রীরা রেগেছে টিকেট কেটেও রওয়ানা হতে না পেরে, শহরের লোকজন খেপেছে ব্যাংকের টাকা নামানো হয়নি তাই। উপযুক্ত কৈফিয়ত দিতে হবে কর্তৃপক্ষকে, জবাব শুনতে আসছে সবাই।

'ওদের হাবভাব ভাল ঠেকছে না, মিস্টার মেয়র।' ভয় পেলেও সাহস দেখানোর চেষ্টা করল মার্শাল উইলকার, 'আপনি আমার অফিসে ঢুকে পেছন দরজা দিয়ে চলে যান; আমি সবাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করছি।'

'বলার জন্য ধন্যবাদ, উইলকার, এখন বুঝতে পারছি তোমাকে মার্শাল করে ভুল করিনি। কিন্তু, আমি সবার সামনে চলে গেলে বদনাম হবে। বুড়ো র‍্যানডলফকে তো চেনোই, মেয়র হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে লোকটা। নির্বাচনের আগে আমাকে কাপুরুষ

বলবে সেই সুযোগ তাকে দিতে পারি না, আমি থাকছি।' হাঁটুর কাঁপুনি থামাবার জন্য বোর্ডওয়াকের পাশে একটা খুঁটিতে হেলান দিল মেয়র। ভেতরে ভেতরে আতঙ্কে কুঁকড়ে গেছে, কিন্তু মুখে স্মিত হাসি।

'প্রিয় প্রোগ্রেসবাসীগণ,' মিছিল সামনে এসে থমকে দাঁড়াতেই নাটকীয় ভঙ্গিতে দু'হাত শূন্যে ছড়িয়ে দিল সে। হৈচৈ, হট্টগোল কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলে গলা কাঁপিয়ে আবেগ ঢেলে বলল, 'আমি জানি সবাই বিরক্ত, রেগে আছে, জানতে চায় আজকের ঘটনার কারণ। জানার অধিকারও আছে প্রত্যেকের। আমরা গুটিকয়েক গুরুত্বপূর্ণ লোক যারা খবরটা জানতাম তারা এত ব্যস্ত ছিলাম যে অন্যদের জানানোর সময় করে উঠতে পারিনি।'

ভীড়ের মধ্যে কর্কশ স্বরে চেঁচাল একজন, 'এখন সময় করে উঠতে পারবে, কেউ তোমার লেজ মুচড়ে আটকে রাখেনি, কি বলবে বলে ফেলো তাড়াতাড়ি।'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে কি বলা হয়েছে বুঝে নিল জনতা। তারপর হাসল। জমাট বাঁধা উত্তেজনা কেটে গেল খানিকটা। সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করে সবার চেয়ে জোরে হাসল মেয়র, যেন চমৎকার কোনও কৌতুক শুনেছে। পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে আসছে বুঝে হাত নেড়ে বক্তৃতা শুরু করল আবার।

'গত দু'দিন আগে আমরা জানতে পেরেছি যে একদল আউট-ল এসেছে ব্যাংক লুটে নিয়ে যেতে। দুর্বৃত্তরা ঠিক করে ট্রেন স্টেশনে থামলেই হামলা চালাবে। স্টেশনে তোমাদের চোখের সামনে যে লোকগুলো ট্রেনের পেছনে ছুটে বেরিয়ে গেল তারাই ওরা। প্রোগ্রেসের মেয়র হিসেবে আমি চাইনি তোমাদের আগে জানাতে,

কারণ ওদের বাধা দিতে গেলে আমার এই শহরের অনেক ভাই খুন হয়ে যেত। আমার দোষে কেউ মারা গেলে নিজেকে জীবনেও ক্ষমা করতে পারতাম না, আত্মহত্যা করতে হত ব্যর্থতা সইতে না পেরে।'

হাততালির আশায় সবার ওপর চোখ বোলাল মেয়র। কিন্তু সময় নির্বাচনে ভুল করে ফেলেছে, এখন খোশ মেজাজে নেই জনতা, নীরবে তাকিয়ে আছে দিক নির্দেশনার জন্য। মেয়র এই সুযোগে নির্বাচনী প্রচারণাও চালিয়ে নেবে ভেবেছিল, কিন্তু মার্শাল উইলকারের জন্য পারল না। মার্শাল তার কানের কাছে বলল, 'আউট-লরা ট্রেন ধরে ফেললে...'

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল মেয়র, হাত তুলে জনতাকে গুঞ্জন বন্ধ করতে ইশারা করে বলল, 'মার্শাল মিলার্ড আর তার সঙ্গী প্রোগ্রেসের মাইল দুই তিনেক দূরে কোথাও চলন্ত ট্রেনে উঠেছে, তারপর ক্রুদের বুঝিয়েছে স্টেশনে ট্রেন না থামিয়ে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু কতক্ষণ ওরা নিজেদের বাঁচাতে পারবে? বেশিক্ষণ না! ধাওয়া করে আউট-লরা ওদের ধরে ফেললেই সব শেষ হয়ে যাবে, ঠেকানোর কোনও উপায় থাকবে না। আমি অনুরোধ করছি সুস্থ সবল প্রত্যেকে অস্ত্র হাতে তুলে নিক, পাসি নিয়ে আমরাও যাব, উল্টো ধাওয়া করব আউট-লদের।'

মেয়রের কথা ওদের মনঃপূত হয়েছে, হৈহৈ করে উঠল জনতা। দ্রুত দৌড়ে বেশিরভাগ লোক রাস্তা ফাঁকা করে চলে গেল অস্ত্র নিয়ে আসতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল তারা অপেক্ষমাণ মেয়রের কাছে। প্রত্যেকেরই হাতে কিছু না কিছু আছে, সবাই পছন্দ মত অস্ত্র নিয়ে এসেছে। শটগান, রাইফেল, কুঠার থেকে

নিয়ে ধারাল সব কিছুই দেখা গেল তাদের হাতে, এমনকি কয়েক জনের হাতে বেসবল ব্যাটও আছে।

গাড়ি, ক্যারিজে রাস্তা ভরে গেছে; অনেক কষ্টে ওয়্যাগন চালিয়ে এগিয়ে এল স্থানীয় আণ্ডারটেকার অ্যাডাম। রওয়ানা হবার সময় যারাই তাকে দেখল মনে মনে প্রার্থনা করল যাতে ওই ওয়্যাগনে করে ফিরতে না হয়। অ্যাডামের পাঁশুটে চেহারা দেখে যাদের যাবার ইচ্ছে দূর হয়ে গেল তারাও শেষ পর্যন্ত মহিলাদের সামনে মান ইজ্জত খোয়াতে রাজি হলো না, ছুটল ট্রেন যেদিকে গেছে সেদিকে।

মেয়রের পেছনে রেল ট্র্যাক ধরে এগুচ্ছে ওরা। বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে মেয়রের জন্য, হস্তচালিত রেল কার্টে চড়ে যাচ্ছে সে। চারজন গায়ের জোরে লিভার আগুপিছু করে দ্রুতগতিতে ছোটাচ্ছে কার্টকে, মজাসে বসে বসে উৎসাহ দিচ্ছে মেয়র।

ম্যাকেনলির কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বলল মোটা এঞ্জিনিয়ার, মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল বিশালদেহী প্রৌঢ় আউট-ল। কাঁধ চাপড়ে প্রশংসা করে মিলার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যবস্থা হয়ে গেছে, জো বয়, ফায়ার বক্সে আরও কয়লা না দিলেও জোরে ছুটবে আমাদের ট্রেন।'

মিলার্ডকে অবাক চোখে তাকাতে দেখে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল এঞ্জিনিয়ার। এতক্ষণে তার বিশ্বাস এসে গেছে যে ওরা ডাকাত নয়, সাহায্য করতে উন্মুখ হয়ে উঠেছে লোকটা, চায় না আসল ডাকাতরা ট্রেনের কাছাকাছি এসে হুমকি সৃষ্টি করুক।

পাতলা গোঁফে তা দিয়ে সে বলল, 'বাড়তি কোচ বইতে হচ্ছে

বলেই সাড়া দিচ্ছে না এঞ্জিন, যদি বাড়তি বোঝা ঝেড়ে ফেলা যায় তাহলে অন্তত দশ মাইল বেড়ে যাবে গতি। প্যাসেঞ্জার কোচগুলো ট্রেন থেকে আলাদা করে দিতে হবে, একজনকে গিয়ে কাপলিঙ পিন খুলতেই হবে কাজটা করতে হলে।'

মুহূর্তে বুঝে ফেলল মিলার্ড এঞ্জিনিয়ারের বক্তব্য, হাসিমুখে সীট ছেড়ে উঠে যন্ত্রপাতির সামনে বসে ট্রেনের দায়িত্ব নিতে ইশারা করল লোকটাকে। এঞ্জিনিয়ার সীটে বসে পড়ার পর তাকাল সে প্রৌঢ় আউট-লর দিকে, শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি না আমি?'

দু'জনেই সচেতন যে ছাদে উঠে যাত্রীদের কোচের আগের কাপলিঙ পিন খোলা আউট-লদের উপস্থিতিতে প্রায় অসম্ভব, তবু প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকেনলি, 'আমি! আমার চেয়ে সিক্সগানে তোমার হাত অনেক ভাল, কাভার দাও তুমি।'

আগেও ওরা গানফাইটে মুখোমুখি হয়েছে দু'জন। মিলার্ড জানে ম্যাকেনলি মিথ্যে মোটেও বলেনি। গতবারে মিলার্ডের সিক্সগানে গুলি ছিল না, তবে আগে ড্র করতে পেরেছিল। ম্যাকেনলি প্রতিপক্ষের অস্ত্রে গুলি ফুরিয়ে গেছে বলে শেষ মুহূর্তে ট্রিগারে টান দেয়নি, তবে জানে লোডেড সিক্সগান হাতে ডুয়েল লড়লে কে জিতবে। লক্ষ্যভেদ সম্বন্ধেও ওর মনে কোনও সন্দেহ নেই, সে নিজে ছাড়া দুনিয়ার আর কারও সাধ্য নেই মিলার্ডের ধারে কাছে আসতে পারে।

ম্যাকেনলির নির্বিঘ্ন চেহারা দেখে মনে মনে দ্বিগুণ সতর্ক হয়ে উঠল মিলার্ড। আউট-লদের ঠেকানোর ব্যাপারে লক্ষ্যভেদ করতে বিন্দুমাত্র ভুল হয়ে গেলেও ম্যাকেনলিকে বাঁচানো যাবে না। ক্যাবের জানালা দিয়ে শরীর বের করে এক নাগাড়ে গুলি শুরু করল সে।

বিপদ বুঝে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছিয়ে গেল আউট-লর দল, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করছে এখন। মিলার্ডের কাভার নিয়ে ছাদে উঠল ম্যাকেনলি, এক্সপ্রেস কার পেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামল।

এক্সপ্রেস কারের ভেতরে এক লক্ষ ডলার পাহারা দিচ্ছে চারজন গার্ড, বাইরে কি ঘটছে দেখতে না পেলেও আন্দাজ করতে পারছে ওরা। প্রত্যেকের চেহারা ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেছে, এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না যে এ-যুগেও ট্রেনে ডাকাত পড়তে পারে। এক্সপ্রেস কার লক্ষ্য করে যদি গুলি ছোঁড়া হলে আহত হতে হবে, ভারী স্টীলের সিন্দুকের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা।

জঙ ধরা কাপলিঙ পিন ধরে গায়ের জোরে টান দিল ম্যাকেনলি, এক্সপ্রেস কার থেকে যাত্রীবাহী কোচগুলোকে আলাদা করে দিতে চাইছে। একটানা দেড় মিনিট ম্যাকেনলির ঘাম ঝরিয়ে শেষ পর্যন্ত খুলল পিন। খুব ধীরে পিছিয়ে যেতে শুরু করল যাত্রীদের বগিগুলো। মাঝখানের দূরত্ব যখন ফুট বিশেক, বাঁক নিতে শুরু করল ট্র্যাক। শেষ বগির আড়াল নিয়ে এগিয়ে এল লোকো, গুলি করল ম্যাকেনলির মাথা লক্ষ্য করে।

কানের কাছে লোহায় পিছলে বেরিয়ে গেল বুলেট, পাল্টা জবাব দিল ম্যাকেনলি। গুলি লাগল না, আগেই ঘোড়া পিছিয়ে সরে গেছে আউট-ল। দূর থেকে গুলি করলেও কাছে আসার ঝুঁকি আর নিচ্ছে না তারা।

প্রাণ হাতে করে মই বেয়ে এক্সপ্রেস কারের ছাদে উঠল ম্যাকেনলি, দৌড় দিল টেণ্ডার লক্ষ্য করে। এক ঝাঁক গুলি বাতাসে গুঞ্জন তুলে পাশ কাটাল ওকে। মিলার্ড গুলি ছুঁড়ে আউট-লদের ব্যস্ত

না রাখলে কোনদিনই টেণ্ডার পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না ম্যাকেনলি, তার ওপর সহজ টার্গেট প্র্যাকটিস করত আউট-লর দল।

লাফ দিয়ে কয়লার ওপর পড়ল প্রৌঢ় আউট-ল, দেখল এঞ্জিনিয়ার নিজের সীটে বসে কণ্ট্রোল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। হাঁপাতে হাঁপাতে একটা বেলচা হাতে তুলে নিল সে, মিলার্ডের দেখাদেখি ফায়ার বক্সে কয়লা দিতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর ক্যাবের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল পাল্টা গুলি না হওয়ায় সাহস বেড়ে গেছে আউট-লদের, প্রায় এক্সপ্রেস কারের পেছনের প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

জানালা দিয়ে কোল্ট বের করে সাবধানে লক্ষ্যস্থির করল ম্যাকেনলি, গুলি করার পর চেহারা হাসি হাসি হয়ে গেল। একহাতে রাইফেল উঁচিয়ে ধরে প্ল্যাটফর্মে ওঠার জন্য লাফ দিয়েছিল এক আউট-ল, মাঝ পথে যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। দেহটা শূন্যে ঝুলে থাকল এক সেকেণ্ড, তারপর আছড়ে পড়ল কাঁকর ভর্তি ট্র্যাকের ওপর। নড়ছে না একবিন্দু, নড়বেও না আর কোনদিন।

গতি কমিয়ে পিছিয়ে গেল আউট-লর দল, ধাওয়া করছে এখনও, তবে দূরত্ব বজায় রাখছে সাবধানতার সাথে। শিক্ষা হয়ে গেছে ওদের, অনর্থক গুলিও খরচ করছে না এখন আর, জানে কয়লা শেষ হলেই প্রতিপক্ষ অসহায় হয়ে পড়বে, তখন বাগে পাওয়া যাবে ম্যাকেনলিদের।

পেছনে ফেলে আসা যাত্রীবাহী কোচগুলোর সম্মুখ গতি একেবারে থেমে গেল অবশেষে। নেমে এসে রুক্ষ বিরান প্রান্তরে চোখ বোলাল যাত্রীরা, গ্র্যাণ্ড মাউণ্টিন রেলওয়ে সম্বন্ধে তাদের একান্ত গোপন মতামত প্রকাশ করতে এই মুহূর্তে দ্বিধা করছে না

কেউ। টয়লেট থেকে বেরিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল কণ্ডাক্টর আর গার্ড, খেপে ওঠা যাত্রীদের চোখের সামনে ঘোরাফেরা করে মার খাওয়ার ইচ্ছে নেই তাদের।

পার হয়ে আসা ঢালু জমিনের দিকে তাকাল সবাই শব্দ শুনে। অস্পষ্ট আওয়াজ জোরাল গর্জনে পরিণত হলো ধীরে ধীরে। হঠাৎ দেখা গেল উদ্ভট বাহনটাকে।

রেলরোডের একটা হ্যাণ্ডকার ছুটে আসছে ট্র্যাক ধরে। এসব বাহন ট্র্যাক বসাতে আসা কর্মী আর ভারী মালপত্র বয়ে নিয়ে যায় সাধারণত। চারজন লোক পাম্প করার ভঙ্গিতে লিভার টানছে পাগলের মত, ফলে হ্যাণ্ডকারের গতি একেবারে কম নয়। মেয়র উৎসাহ দিয়ে চলেছে ওদের। মিষ্টি কথার জালে আটকা পড়ে গেছে লোকগুলো, কোনদিকে না তাকিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এক মনে।

হ্যাণ্ডকারের সামনে বসে আছে মেয়র উইলিয়াম, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তার পিঠ কোচগুলোর দিকে। মার্শাল আর তার ব্যস্ত তিন সঙ্গীও মাথা তুলে তাকাচ্ছে না, দেখছে না যে সামনের ট্র্যাক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে কাঁচা লোহার বগি। সোজা ছুটে চলেছে হ্যাণ্ডকার, যাত্রীরা চেঁচিয়ে সাবধান না করলে গুরুতর আহত হত সবাই।

চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মেয়র, স্থির বগিগুলো বিশ-পঁচিশ গজ দূরে দেখে চোখ বড় বড় হয়ে গেল, আতঙ্কে ঘাড়ের কাছে চুল দাঁড়িয়ে গেল তার। 'বাঁচতে যদি চাও এখনই লাফ দাও,' কথাটা কোনমতে বলেই নিজে আর দেরি করল না মেয়র, লাফ দিয়ে পড়ল একটা ঝোপের ওপর। বাকিরাও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে সময় নিল না। পাঁচ সেকেণ্ডের মাথায় প্রচণ্ড শব্দে বগির গায়ে বাড়ি লাগাল হ্যাণ্ডকার, ট্র্যাক থেকে চার-পাঁচ হাত

দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল।

উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় ঝাড়ল মেয়র, কৌতূহলী যাত্রীদের অজস্র প্রশ্ন উপেক্ষা করে উত্তেজিত স্বরে বলল, 'হাত লাগাও সবাই, হ্যাণ্ডকার বগি পার করে ট্র্যাক তুলে ফেলো, নষ্ট করার মত সময় নেই একবিন্দু!'

কয়েকজন যাত্রী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল, হ্যাণ্ডকারটাকে শূন্যে তুলে বগি পার করে ট্র্যাকে বসিয়ে দেয়া হলো। কোনমতে ধন্যবাদ দিয়েই লাফ দিয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসল মেয়র, মার্শাল আর বাকি তিনজন হ্যাণ্ডেল পাম্প করতে শুরু করল কারে উঠেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই অপসৃয়মান ট্রেনের পিছু পিছু দ্রুত গতি তুলে ছুটতে শুরু করল হ্যাণ্ডকার।

ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আঁতকে উঠল যাত্রীরা, এক দৌড়ে গিয়ে নিজেদের কোচে ঢুকে পড়ল। এতক্ষণে ওরা বুঝতে পারছে এত গর্জন কিসের। পশ্চিমের ইতিহাসের সবচেয়ে উদ্ভট যন্ত্র মিছিল দেখতে পেল ওরা। কি নেই মিছিলে; গাড়ি, মোটর সাইকেল, ওয়্যাগন, বাকবোর্ড—সব বিপজ্জনক গতি তুলে ছুটে যাচ্ছে। ওগুলোর ড্রাইভাররা সবাই যেন উন্মাদ হয়ে গেছে, কি এক আশায় যেন জীবন হাতে নিয়ে চলেছে, একটু দেরি হলেই যেন ঘটে যাবে চরম সর্বনাশ!

বগির দু'পাশ দিয়ে পার হয়ে গেল অজস্র যানবাহন। অনেক খানি সামনে হ্যাণ্ডকারে মেয়রকে দেখা যাচ্ছে, রাইফেল নাচিয়ে সবাইকে দ্রুত এগোতে ইশারা করছে সে।

অনেক দূরে জুনিপার পাসে গরু চরাচ্ছে এক কাউহ্যাণ্ড। গরুগুলোকে ট্র্যাকের দু'পাশে ছেড়ে দিয়ে স্যাডলে আরাম করে

বসেছে সে, স্পানিশ গিটারে প্লাক করে বিমর্ষ সুর ছড়িয়ে দিচ্ছে চারপাশে। গুনগুন করে গলাও মেলাচ্ছে, অদ্ভুত সুন্দর গলা তার, সুরের মূর্ছনায় বিভোর হয়ে আছে যেন একাকী প্রকৃতি।

বেশিক্ষণ কপালে সুখ সইল না তার, হঠাৎ শুনতে পেল ট্রেনের তীক্ষ্ণ হুইসল। ঢালের ওপার থেকে নাক উঁচু করল কুৎসিত দর্শন লোকোমোটিভ এঞ্জিন। প্রায় লেজহীন এঞ্জিনের প্রচণ্ড গতি দেখে চোখ কপালে উঠল কাউহ্যাণ্ডের, গিটার শোল্ডার স্ট্র্যাপে ঝুলিয়ে নিয়ে ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল সে। মাথার হ্যাট খুলে বাড়ি লাগাল গরুগুলোর পেছনে। ট্রেন আসার কয়েক সেকেণ্ড আগে শেষ গরুটা ট্র্যাক থেকে সরাতে পারল সে।

দম ফিরে পাবার আগেই বেচারা দেখল গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ট্রেনের পিছু পিছু ছুটে আসছে দশ-পনেরোজন অশ্বারোহী। পিস্তল,বন্দুকের আওয়াজে ভয় পেয়ে গরুগুলো দিগ্বিদিকে ছুটল। স্ট্যাম্পিড থেকে নিজেকে কোনমতে বাঁচাল কাউহ্যাণ্ড। আউট-লরা তাকে পার করে চলে যাবার পর একটানা দশ মিনিট অমানুষিক পরিশ্রম করল সে, অবশেষে গরুগুলো রাউণ্ডআপ করতে পারল। গালির স্টক ফুরিয়ে যাওয়ায় চুপ হয়ে গিয়েছিল সে, কিন্তু ঢালের দিকে তাকিয়ে নতুন নতুন গালি মনে আসতে লাগল তার।

ট্র্যাক ধরে এগিয়ে আসছে একটা হ্যাণ্ডকার; ওটার এক হাজার গজ দূরে পুরো ঢাল জুড়ে মাথা তুলেছে অসংখ্য গাড়ি, মটর সাইকেল, বাগি আর ওয়্যাগন। যান্ত্রিক গর্জনে মনে হলো কাঁপছে ধরণী। পালাতে শুরু করল এইমাত্র রাউণ্ডআপ করা আতঙ্কিত গরুগুলো। এবার আর গরুগুলোকে নিরাপদে পার করার চিন্তা মনেও আনল না কাউহ্যাণ্ড, গরুর জীবন গরু না বাঁচালে তার কিছু

করার নেই, স্পার দাবিয়ে নিজের জান বাঁচাতে একটা উঁচু রিজের দিকে ছুটল সে।

মাঝে মাঝে ক্যাবের জানালা থেকে গুলি করে দূরত্ব বজায় রাখতে আউট-লদের বাধ্য করছে ম্যাকেনলি। শেষবার ট্রিগার টানতেই শূন্য খোলের ওপর পড়ল হ্যামার, পকেট হাতড়ে গুলি বের করে চেম্বারে ভরল সে। এঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল রাইফেল আছে কিনা।

'ওখানে,' মেঝেতে পড়ে থাকা একটা লম্বা লোহার বাক্স দেখিয়ে দিল এঞ্জিনিয়ার।

বাক্সে শোয়ানো ঝকঝকে উইনচেস্টার হাতে তুলে নিল ম্যাকেনলি, কয়েক বাক্স গুলিও রয়েছে ওখানে। খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল প্রৌঢ় আউট-লর, দ্রুত হাতে উইনচেস্টার লোড করল সে। পুরানো একটা নোঙরা ম্যাগাজিনের তলা থেকে বেরল ছোট কয়েক টুকরো ফিউজ সহ দুটো দস্তার ক্যাপ লাগানো ডিনামাইটের স্টিক। 'এগুলো এখনও ঠিক আছে?' স্টিক দুটো উঁচিয়ে ধরে এঞ্জিনিয়ারের উদ্দেশে চেঁচাল ম্যাকেনলি।

নিশ্চিত নয় এমন ভঙ্গিতে শ্রাগ করল এঞ্জিনিয়ার। জানালা দিয়ে রাইফেলের নল বের করে তিনবার ট্রিগার টানল ম্যাকেনলি। শেষ গুলিটা মিস করল, তবে ওদের আর কখনোই ধাওয়া করবে না দু'জন আউট-ল। বাধ্য হয়েই খুন করতে হচ্ছে ম্যাকেনলিকে। প্রোগ্রেসে থেমে কয়লা না নেয়ায় ফুরিয়ে আসছে, শেষ মুহূর্তে শত্রু যত কম থাকে তত ওদের বাঁচার সম্ভাবনা বাড়বে।

অদৃশ্য হয়ে গেল আউট-লর দল। ওরা এখন ট্র্যাকের খুব কাছ

দিয়ে ঘোড়া ছোটাচ্ছে, ফলে ম্যাকেনলি দেখতে পাচ্ছে না ওদের। দু'এক মুহূর্ত চিন্তা করে রাইফেল নামিয়ে রাখল ম্যাকেনলি। দাঁতে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলল একটা স্টিকের দস্তার ক্যাপ, ডিনামাইটের ভেতর ফিউজ গেঁথে আগুন জ্বালল। প্রথমবার উজ্জ্বল আলো ছড়িয়েই নিভে গেল ফিউজ। সিগারে বড় করে টান দিয়ে দ্বিতীয়বার ফিউজে ছোঁয়াল সে। এবার একটানা জ্বলছে ফিউজ।

জানালা দিয়ে অর্ধেক শরীর বের করে গায়ের জোরে স্টিক ছুঁড়ল ম্যাকেনলি। দূরত্বের আন্দাজ চমৎকার হলো, লোকোর ঘোড়ার পায়ের কাছে গিয়ে পড়ল ডিনামাইট। ফাটল না। সময়ের হিসেবে ভুল করে ফেলেছে সে, ফিউজের আগুন এখনও ডিনামাইট স্টিক পর্যন্ত পৌঁছয়নি। শেষ আউট-ল ওটা পেরিয়ে পাঁচ গজ এগিয়ে আসার পর বিস্ফোরণ হলো প্রচণ্ড আওয়াজে, চমকে দেয়া ছাড়া কোনও ক্ষতি করতে পারল না ডিনামাইট।

ম্যাকেনলি দ্বিতীয় স্টিকে ফিউজ ঠেসে ঢুকিয়ে ছুঁড়ে মারল আগুন ধরিয়ে। এবার ফিউজের মাপ ঠিক ছিল, কিন্তু হাত গেছে ফস্কে, ঠিকমত ছুঁড়তে পারেনি। এক্সপ্রেস কারের বন্ধ দরজার সামনে শূন্যে বিস্ফোরিত হলো ডিনামাইট। আতঙ্কে এমনিতেই কুঁকড়ে ছিল গার্ড চারজন, গায়ের কাছে জোরাল বোমা ফাটতে শুনে ভয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠল। একজন দৌড়ে গিয়ে উল্টোদিকের স্লাইড ডোর টেনে খুলতে লাগল।

'এক লাখ ডলার ফেলে চলে গেলে জেল হবে,' বাস্তব বুদ্ধি লোপ পায়নি তেমন একজন গার্ড চেঁচিয়ে সাবধান করল সিন্দুকের আড়াল থেকে।

'অন্তত জানে তো বাঁচব!' দরজা খুলে বাইরে ঝাঁপ দিল গার্ড।

'চার্লি ঠিকই বলেছে, আমিও এখানে থেকে মরতে পারব না,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল গার্ডদের নেতা।

'আমিও একমত।' তাকে অনুসরণ করল তৃতীয় গার্ড।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও আমাকে ফেলে যেয়ো না,' লাফ দিয়ে উঠে দৌড় দিল টনটনে বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন গার্ড, দেখা গেল সঙ্গীদের আগেই ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়েছে সে।

ডিনামাইট ছুঁড়েই জায়গা বদল করল ম্যাকেনলি আর মিলার্ড। সিক্সগান হাতে আউট-লদের ওপর চোখ রাখল মিলার্ড, জানে লোকগুলো একবার ট্রেনে উঠে পড়তে পারলে প্রাণে বাঁচবে না ওরা কেউ। ম্যাকেনলি ফায়ার বক্সে কয়লা ভরছে, কাজে ব্যস্ত এঞ্জিনিয়ার প্যানেল থেকে মুখ তুলে দেখল ওদের অজান্তে উল্টোদিক দিয়ে এগিয়ে এসেছে তিন আউট-ল। ঘোড়ার ওপর ঝুঁকে পড়ে পিস্তল বের করছে তারা। চিৎকার করে সাবধান করার চেষ্টা করল এঞ্জিনিয়ার, তার গলার আওয়াজ এঞ্জিনের গর্জনে তলিয়ে গেল। ট্রেনের গতি কমে যাবে জেনেও বাধ্য হয়ে স্টিম লিভার ধরে টান দিল সে।

সাদা বাষ্পের গরম মেঘ ঢেকে দিল আউট-লদের। পাঁচ সেকেণ্ড পর বাষ্প সরলে দেখা গেল তাপ সইতে না পেরে পিছিয়ে আড়ালে চলে গেছে লোকগুলো।

স্বস্তির শ্বাস ফেলে আবার ট্র্যাকের দিকে তাকাল এঞ্জিনিয়ার, পরমুহূর্তে আতঙ্কে গলা দিয়ে আওয়াজ বের হলো না তার। বিকৃত চেহারায় দেখল সামনে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে লাইন, গভীর একটা পাথুরে ক্যানিয়নের ওপর দিয়ে চলে গেছে। চারপাশে এত বিপদ দেখে সামনের এই জায়গাটার কথা মনেই ছিল না তার। দুর্বল সরু

একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে পার হতে হবে ক্যানিয়ন, ব্রিজটাও বাঁকা। ট্র্যাকের পাশে মাটিতে খুঁটি পুঁতে সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। ওতে লেখা: *সর্বোচ্চ গতিসীমা ঘণ্টায় দশ মাইল।*

তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিল এঞ্জিনিয়ার, থ্রটল বন্ধ করে ব্রেক চাপল। কর্কশ শব্দে আটকে গেল লোহার হুইলগুলো, না ঘুরেই চারপাশে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে দিল, ট্রেনের গতি কমল না মোটেও, পিছলে এগোচ্ছে সমান জোরে। ঝাঁকি অনুভব করে ম্যাকেনলি আর মিলার্ড বুঝল গোলমাল হয়ে গেছে কোথাও।

ঘাড় ফিরিয়ে ওরা দেখল সীট ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠেছে এঞ্জিনিয়ার। দরজার দিকে দৌড় দিয়ে লোকটা চেঁচাল, 'সামনে বাঁক! লাফ দাও, ট্রেন উল্টে যাবে!'

এঞ্জিনিয়ারের শরীর দরজা থেকে অদৃশ্য হতেই সংবিৎ ফিরে পেল ম্যাকেনলি। হাতের বেলচা ফেলে রাইফেল তুলে নিয়ে দরজা দিয়ে লাফ দিল সে। সময় নষ্ট না করে ম্যাকেনলিকে অনুসরণ করল মিলার্ড। ঘাস ঢাকা জমিতে পড়ায় আহত হলো না ওরা, তবে গতির তীব্রতায় গড়িয়ে চলে গেল দশ-পনেরো ফুট।

উঠে দাঁড়িয়ে ওরা দেখল মাথার চুল খামচে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে এঞ্জিনিয়ার, ছুটন্ত ট্রেনের দিকে তাকিয়ে এক নাগাড়ে আক্ষেপ করছে, 'আমার ট্রেন! আমার ট্রেন!'

বাঁকের কাছে পৌঁছে গেল ট্রেন, তারপর ট্র্যাক ধরে মোড় নিতে শুরু করল। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো না উল্টে পেরিয়ে যেতে পারবে তীক্ষ্ণ বাঁক, কিন্তু তা হলো না। লাইন উপড়ে বেরিয়ে গেল লোহার মোটা হুইলগুলো, ব্রিজের স্টীলের রেলিঙ পাটকাঠির মত ভেঙে নিয়ে ছুটল ট্রেন। এঞ্জিনের পেছনে এক্সপ্রেস কারটাকে সহ

উল্টে গেল টেণ্ডার, চারপাশে কয়লা ছড়িয়ে পড়ল। ভয়াবহ শব্দ তুলে মোচড় খেয়ে ছেঁচড়ে ক্যানিয়নের ভেতর খসে পড়ল ট্রেন। চার-পাঁচ সেকেণ্ড পর বাজ পড়ার মত গুরুগম্ভীর গর্জন শোনা গেল। বয়লার ফাটল বিকট শব্দে, তারপর চারদিকে নেমে এল নৈঃশব্দ। ক্যানিয়নের মেঝেতে চির বিশ্রাম নিচ্ছে যন্ত্রদানব।

ঘন কালো ধোঁয়া উঠছে ক্যানিয়নের ভেতর থেকে। সেদিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট পায়ে এগোল ওরা। হাড় ভাঙেনি কোনও, তারপরও ওদের মনে হচ্ছে জোরে হাঁটলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব খুলে পড়ে যাবে। ক্যানিয়নের কিনারে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল ওরা। চূর্ণবিচূর্ণ ট্রেনের অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলার দশা হলো এঞ্জিনিয়ারের।

'দুঃখ কোরো না, বেঁচে আছ সেজন্য ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও,' সান্ত্বনা দিল ম্যাকেনলি।

মিলার্ডও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল পেছনে আউট-লদের গুলির শব্দ শুনে। বাঁকের আড়ালে থাকায় লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না, তবে উল্লসিত চিৎকার শোনা যাচ্ছে। আউট-লরা বোধহয় কি ঘটেছে আঁচ করতে পেরেছে।

দৌড়ে ট্র্যাকের অন্য পাশে চলে এল ওরা। অসংখ্য বড় বড় গ্র্যানিট বোল্ডার পড়ে আছে, গা ঢাকা দিল একটার পেছনে। এত বিপদের মাঝেও বিস্ময় প্রকাশ করল ম্যাকেনলি মোটা এঞ্জিনিয়ারকে ওদের আগে দৌড়ে গন্তব্যে পৌঁছে যেতে দেখে।

'পাঁচশো মিটার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ান ছিলাম,' ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে বলল এঞ্জিনিয়ার।

ঠোঁটে আঙুল তুলে কথা বলতে নিষেধ করল মিলার্ড। ক্যানিয়নের কিনারায় এসে ঘোড়া থামিয়েছে আউট-লরা। লোকোর

হাসি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ওরা পাথরের আড়ালে বসে।

'ঠিক যা ভেবেছিলাম আমি,' হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলছে লোকো, 'পুরো এক্সপ্রেস কারে আগুন ধরে যাওয়ার আগেই সিন্দুক সরাতে হবে। ওই যে ক্যানিয়নে নামার ট্রেইল। চলো, আমাদের জন্য এক লাখ ডলার অপেক্ষা করছে।'

'ওদের একা মজা লুটতে দিচ্ছি না, আমি ওদের অনুষ্ঠানে অতিথি হব। কি, যাবে তোমরা কেউ?' আউট-লদের ঘোড়ার খুরধ্বনি দূরে চলে যাওয়ার পর জানতে চাইল মিলার্ড।

'আমি নেই এসবে,' মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল এঞ্জিনিয়ার।

'আমি আছি। চলো যাই,' হাসল ম্যাকেনলি। একসাথে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দু'জন।

এক্সপ্রেস কারের সামনে ঘোড়া বেঁধে নামল আউট-লরা। একটা স্লাইড ডোর অল্প একটু খুলে আছে, ধোঁয়া বের হচ্ছে ওখান দিয়ে। কয়েকজনের সাহায্য নিয়ে কাত হয়ে পড়ে থাকা এক্সপ্রেস কারে চড়ল লোকো, দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল গার্ডদের ভাঙা লণ্ঠন থেকে আগুন ধরে গেছে ভেতরে কয়েক জায়গায়। এক কোণে উল্টে পড়ে আছে সিন্দুক, ক্ষতি হয়নি কোনও।

'ডারবি, হ্যারল্ড, বিলি, গ্রাণ্ডি তোমরা উঠে এসো,' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল লোকো। সে চাইছে ভালমত আগুন ধরে যাওয়ার আগেই এক্সপ্রেস কার থেকে সিন্দুক উদ্ধার করতে। একবার বের করতে পারলে চিন্তার কিছু নেই, ওর দলে তালার যাদুকর ইয়ান চ্যাপেল আছে, পাঁচ মিনিটও লাগবে না সিন্দুক খুলতে। 'তোমরা বাকিরা সিন্দুক খোলার পর স্যাডলব্যাগে মাল ঢুকাবে,' ডারবি আর তার সঙ্গীরা দরজা দিয়ে ধোঁয়া ভরা এক্সপ্রেস কারে ঢুকে পড়ার পর

অন্যদেরকে বলল লোকো, 'খেয়াল রেখো কোনও ঘোড়াকে যেন বেশি বোঝা টানতে না হয়। কেউ অতি লোভ করে পিছিয়ে পড়লে থামব না আমরা, ফেলে রেখে চলে যাব।'

এক্সপ্রেস কারের ভেতর কাশতে কাশতে জান খারাপ হয়ে গেল চার আউট-লর, ঘন কালো ধোঁয়ায় দম নেয়া প্রায় অসম্ভব। কোনমতে ভারি সিন্দুক দরজা দিয়ে ওপরে তুলে ধরল তারা। লোকোর নির্দেশে আরও দু'তিনজন এক্সপ্রেস কারের গায়ে উঠে ওটা সরিয়ে নিল, ঠেলে ফেলে দিল ওপর থেকে। চাবি বানানোর যন্ত্রপাতি নিয়ে সিন্দুকের দিকে দৌড়ে এল চামচিকের মত চিকন ইয়ান চ্যাপেল। কাছ থেকে দেখে শ্রদ্ধা ফুটে উঠল তার চোখে। এই সিন্দুক ভাল কোম্পানীর তৈরি যত্নের জিনিস, খুলতে মিনিট দশেক লাগবে।

সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াল ইয়ান চ্যাপেলকে। সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করছে না কেউ। পোড়া, দুমড়ে যাওয়া ট্রেনের অবস্থা দেখেই বুঝে গেছে এই ধ্বংসস্তূপে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না; অসম্ভব।

দু'জন আউট-লকে আরও ঝুঁকে দাঁড়াতে দেখল ওরা, তারপর শুনতে পেল সিক্সগানের গর্জন। আট-দশবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে গেল শব্দ। হুমড়ি খেয়ে ইয়ান চ্যাপেলকে নিয়ে মাটিতে পড়ল আউট-ল দু'জন। বিস্মিত হয়ে ওরা দেখল গাঢ় লাল রক্ত স্রোত গড়িয়ে যাচ্ছে ক্যানিয়নের মেঝেতে।

সবচেয়ে আগে সামলে নিল লোকো। এক দৌড়ে এক্সপ্রেস কারের আড়ালে সরে এল, সঙ্গীদের বুকে বুলেট ঢুকেছে দেখেই বুঝে গেছে কোনদিকে আছে শত্রু। হতভম্ব আউট-লদের চেঁচিয়ে সাবধান করল সে। ছিটকে খোলা জায়গা ছেড়ে সরে গেল সবাই,

বোল্ডার আর এক্সপ্রেস কারের পেছনে গা ঢাকা দিল বেশির ভাগ আউট-ল। ইয়ান চ্যাপেল গা থেকে লাশ ঝেড়ে ফেলে সিন্দুকের পেছনে লুকাল। সারা দেহে হাত বুলিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলল। আহত হয়নি সে, নিজের রক্ত লেগে নেই শরীরে।

'কাউকে দেখতে পাইনি, তবে আমি জানি ওরা কোথায় আছে,' এক্সপ্রেস কারের অন্য প্রান্ত থেকে চেঁচিয়ে বলল বাকশট। 'সবাই কাভার দাও, ব্যাটাদের গর্ত থেকে বের করে আনছি আমি।'

তার কথার জবাবে গর্জে উঠল একটা সিক্সগান। ক্যানিয়নের দেয়ালে লেগে পিছলে গেল বুলেট, পাথরের সাথে সংঘর্ষে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া সীসা বাকশটের পায়ের কাছে পড়ল এসে।

'লোকো, আমি দেখেছি ওদের!' উত্তেজিত হয়ে উঠল এক আউট-ল। 'ওই লাল রঙের বড় বোল্ডারটার পেছন থেকে গুলি করছে!'

'হ্যারল্ড আর পারভিস, তোমরা এক্সপ্রেস কারের পেছন দিয়ে এগোও,' নির্দেশ দিল লোকো। 'ক্যানিয়নের উঁচু দেয়ালে উঠে ওদের পেছনে চলে যাবে। আমরা লাল পাথর লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে ব্যস্ত রাখছি শালাদের, তোমরা পেছন দিকে পজিশন নিলেই ফাঁদে আটকে রাখা যাবে। ড্যানি আর সাইমন যাও ওদের সাথে। মাঝপথে লুকিয়ে অপেক্ষা করবে, যাতে সত্যিকার ক্রসফায়ার কাকে বলে বোঝে বাটপাড়ের দল।'

এক্সপ্রেস কারের আগুন বেড়ে উঠেছে, গলগল করে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে চারপাশে, পটপট শব্দে পুড়ছে ভেতরের কাঠ। উজ্জ্বল দিনের আলোতেও ক্যানিয়নের ভেতরে কেমন যেন ভূতুড়ে পরিবেশ। বিধ্বস্ত ট্রেন আর পড়ে থাকা লাশগুলো দেখতে অবাস্তব লাগছে। লোকোর নির্দেশ মেনে ক্রল করে এগোল চার আউট-ল।

এক্সপ্রেস কারের আড়াল পেরিয়ে এসে দৌড়াতে শুরু করল। একটানা বেশিক্ষণ খোলা জায়গায় থাকছে না কেউ, সঙ্গীদের কাভারিঙ ফায়ার শেষ হওয়ার আগেই লুকিয়ে পড়ছে বড় বড় বোল্ডারগুলোর পেছনে।

কয়েকবার ওদের দেখতে পেল মিলার্ড। কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। লক্ষ্যস্থির করে গুলি করতে হলে উঠে দাঁড়াতে হবে তাকে, কিন্তু আউট-লরা প্রায় একটানা গুলি ছুঁড়ছে বোল্ডার লক্ষ্য করে। আউট-লরা ধারণা করছে এখানে তারা দু'জনেই আছে, এই ভুল না ভাঙলে হয়তো বাঁচবে সে।

ক্যানিয়নের দেয়াল ঘেঁষা ঘন ঝোপের ভেতর অপেক্ষা করছে ম্যাকেনলি। আউট-লদের মনোযোগ অন্যদিকে বুঝে হামাগুড়ি দিয়ে এইবার সে চলে এল লোকোমোটিভের এঞ্জিনের সামনে। উত্তাপ ছড়াচ্ছে আগুনে পোড়া ইস্পাত, তবু ওই জায়গা ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে করছে না তার। আউট-লরা তাকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু উঁকি দিলেই এখান থেকে আউট-লদের দেখতে পাবে সে।

আলো হঠাৎ কমে গেল, ধোঁয়া সূর্যকে ঢেকে দিয়েছে। বাতাস নেই, ঘাসের একটা ডগাও নড়ছে না। মিলার্ডের দিকে এগুচ্ছে আউট-ল দু'জন, সতর্ক নজর রাখছে সামনে। এক পলকের জন্য ওদের দেখতে পেয়ে গুলি করল ম্যাকেনলি। ড্যানির সঙ্গীকে বাতাসে হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে যেতে দেখল। ছোট বোল্ডার দৃষ্টি পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল, আউট-ল মারা গেছে কিনা নিশ্চিত হতে পারল না ম্যাকেনলি।

গাল বকে পাথর টপকে দৌড় দিল ড্যানি। এঁকেবেঁকে দৌড়াচ্ছে গুলি লাগার ভয়ে। হতচকিত আউট-লরা কাভারিঙ ফায়ার বন্ধ করে দেয়ায় উঠে দাঁড়াল মিলার্ড, এক গুলিতে এফোঁড় ওফোঁড়

করে দিল ছুটন্ত আউট-লর কণ্ঠনালী। দু'হাতে গলা চেপে ধরে ক্যানিয়নের মেঝেতে পড়ে গেল আউট-ল, ঘড়ঘড় শব্দ উঠছে বুকের গভীর থেকে। রক্তের ছিটে লেগে রঙচঙে হয়ে গেল কাছের বোল্ডারটা। ভীষণ আক্ষেপে মিনিটখানেক শরীর মোচড়াল আউট-ল। তারপর রক্ত হারিয়ে নড়াচড়ার শক্তি থাকল না, একসময় একেবারেই নিথর হয়ে গেল।

আউট-লর দল কিছু বুঝে ওঠার আগেই মিলার্ড আর ম্যাকেনলি দু'জনেই আড়ালে চলে গেল। দেখতে না পেলেও ম্যাকেনলির অবস্থান কোথায় জেনে ফেলল লোকো গানস্মোক দেখে। তার নির্দেশে মিলার্ডের ওপর থেকে নজর সরিয়ে এক নাগাড়ে গুলি করতে শুরু করল আউট-লরা এঞ্জিন আর আশপাশের জমিতে। এ-জায়গা আর নিরাপদ নয় বুঝে ক্রল করে এগোতে লাগল ম্যাকেনলি।

আউট-লরা অস্ত্র রিলোড করার আগ পর্যন্ত ঘাপটি মেরে থাকল সে। তারপর ঝুঁকি নিয়ে দৌড় দিল মিলার্ডের দিকে। জানে, সবাই অস্ত্র একসাথে খালি করবে না কখনোই; তবু এরপর এমন সুযোগ আর নাও মিলতে পারে। সঙ্গী হারিয়ে উন্মাদ হয়ে উঠেছে, বেহিসেবী গুলি খরচ করছে আউট-লরা। একটু পরই স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরে আসবে ওদের। তখন আর আনাড়ীর মত গুলি করবে না, তখন গুলি করবে খুন করতে পারবে বুঝেই।

মিলার্ড যে বোল্ডারের পেছনে আছে ঠিক সেখানে রোদ পড়ছে না। গ্র্যানিটের একটা স্ল্যাব ক্যানিয়নের গা থেকে বেরিয়ে ছায়া দিচ্ছে। মিলার্ড জানে না স্বস্তিকর ছায়া দেয়া স্ল্যাবের ওপর আছে ওর মৃত্যুদূত। হ্যারল্ড আর পারভিস ঘুর পথে এসে উঠে বসেছে স্ল্যাবের ওপর। একটু একটু করে এগোচ্ছে ওরা, ঝুঁকি না নিয়ে মিলার্ডের

পিঠে গুলি করবে।

ট্রেনের দিক থেকে গুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সন্দেহ হলেও ব্যাপারটা পাত্তা দিল না মিলার্ড। হয়তো গুলি অপচয় করছে বুঝে থেমে গেছে আউট-লরা! উঁকি দিয়ে ম্যাকেনলিকে আসতে দেখল সে। দৌড়ের ফাঁকে চেঁচাচ্ছে প্রৌঢ় আউট-ল, ক্যানিয়নের ভেতরে গমগম করছে তার গলার আওয়াজ। 'ওরা মাথার ওপরে, জো বয়!'

বক্তব্য বুঝে বিন্দুমাত্র দেরি না করে বোল্ডারের ওপর দিয়ে ঝাঁপ দিল মিলার্ড। মাটিতে পড়েই উঠে দাঁড়াল এক ঝটকায়। তাকিয়ে দেখল গ্র্যানিট ছাদের কিনারায় পৌঁছে গেছে দুই নিঃশব্দ খুনী। এক মুহূর্ত চোখাচোখি হলো ওদের, তারপর ডানদিকে লাফ দিয়ে পর পর দুই বার ট্রিগার টানল মিলার্ড। প্রথম আউট-ল পিস্তল তাক করার সময় পেল না, বুক খামচে ধরে পড়ে গেল গ্র্যানিট স্ল্যাবের ওপর। তাকে আর উঠতে দেখা গেল না। হ্যারল্ডের গুলি মিলার্ডের চুলে সিঁথি কেটে একটা বোল্ডারে গিয়ে আঘাত হানল।

আউট-লকে মিস করেছে সে, হাঁটু গেড়ে বসে দ্বিতীয়বার তাকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টানল মিলার্ড। ক্লিক শব্দে ব্যবহৃত কার্তুজের খোসায় পড়ল হ্যামার। সিক্সগানে গুলি নেই। আউট-লর চোখে খুনের নেশা দেখে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গেল সে, মৃত্যু বড় কাছে এসে গেছে। মেরিয়ান, বাড আর লিয়োর ছবি চোখে ভেসে উঠল। মনে মনে বলল, 'বন্ধু, শোধ নিতে পারলাম না।'

প্রায় একই সাথে দুটো অস্ত্রের গর্জন শুনল মিলার্ড, দেখতে পেল আছাড় খেয়ে স্ল্যাব থেকে বোল্ডারের ওপর পড়েছে আউট-ল। ম্যাকেনলি একেবারে কাছে চলে এসেছে দেখে শেষ মুহূর্তে তাকেই বেছে নিয়েছিল লোকটা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একটা বোল্ডারের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে ম্যাকেনলি, ব্যথায় কুঁচকে গেছে

চেহারা। বাম কাঁধ চেপে ধরে আছে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে বের হচ্ছে তাজা রক্ত।

'আরে গাধা গুলি খাবে তো,' বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দাঁতে দাঁত চেপে মিলার্ডকে বলল সে।

চট করে শুয়ে পড়ল মিলার্ড, এগোল ম্যাকেনলির দিকে ক্রল করে। থেমে থেমে গুলি করছে আউট-লরা। লোকোর নির্দেশে কয়েক মিনিটের চেষ্টায় সিন্দুক খুলে ফেলল ইয়ান চ্যাপেল। স্যাডল ব্যাগে তাড়াহুড়ো করে ভরা হলো বিশ ডলারের স্বর্ণ ঈগলগুলো। মিলার্ড আর ম্যাকেনলিকে ব্যস্ত রাখার মাঝে ঘোড়ায় ওঠানো হলো স্যাডল ব্যাগগুলো। এতক্ষণের অভিজ্ঞতায় লোকো বুঝে গেছে এখানে বেশিক্ষণ থাকা বিপজ্জনক। অবশিষ্ট সবাইকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছিয়ে যেতে নির্দেশ দিল সে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ক্যানিয়নের ভেতরে স্ট্যাম্পিডের শব্দ তুলে ছুটতে শুরু করল আউট-লদের ঘোড়া।

ম্যাকেনলির কাঁধে রুমাল দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল মিলার্ড। আহত হলেও টনটনে জ্ঞান আছে আউট-লর, দাঁতে দাঁত পিষে সে বলল, 'লোকো সিন্দুক খালি না করে যাবার লোক না। কষ্ট করে খেটে মরলাম আমরা, আর সেদিনের ওই ছোকরা আসল জিনিস নিয়ে কেটে পড়ল!'

দৌড়ে ক্যানিয়নের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল মিলার্ড। 'পারলে সাথে এসো, ম্যাক। আমার ধারণা যেপথে এসেছে সেপথেই যাবে ওরা। তাড়াতাড়ি উঠতে পারলে ওদের অ্যাম্বুশ করতে পারব আমরা। লিয়োর খুনী একটা বুলেট পায় আমার কাছে।'

'ওকে চিনিয়ে দেব যদি লোকো ইঁদুরটাকে আমার হাতে ছেড়ে

দাও,' পেছনে ম্যাকেনলির ছুটন্ত পদশব্দ পেল মিলার্ড।

'লোকো তোমার।'

প্রায় একই সাথে ক্যানিয়নের কিনারায় উঠে এল ওরা দু'জন। হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে বসে পড়ল হাঁপাতে হাঁপাতে। কিছুক্ষণ পর ইশারায় ক্যানিয়নের একপ্রান্ত দেখাল ম্যাকেনলি। ওদিকের ট্রেইল বেয়ে উঠে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে ছ'সাতজন অশ্বারোহী। বাড়তি ঘোড়াও আছে তাদের সাথে। সবগুলোর পিঠে রয়েছে ফোলা স্যাডল ব্যাগ।

'জুনিপার পাসের দিকে যেতে হলে এ-জায়গা পেরতে হবে ওদের,' বলল মিলার্ড। হাত বিশেক দূরে পড়ে থাকা বোল্ডার দেখাল সে। 'আমি ওগুলোর পেছনে থাকব, তুমি থাকো ক্যানিয়নের ঢালে। ওদের ওপর দু'দিক থেকে একসাথে ফায়ার ওপেন করব আমরা।'

'ভেবে বলছ?' কৌতূহলী চোখে তাকাল ম্যাকেনলি। 'হয়তো ওদের কয়েকটাকে এভাবে ফেলতে পারব আমরা, কিন্তু জেতার সম্ভাবনা শতকরা শূন্যের নিচে। সবচেয়ে বড় কথা লড়াই শুরু হয়ে গেলে আটকে যাব আমরা, বাইরে থেকে সাহায্য না এলে গুলি ফুরিয়ে গেলে পরে মরতে হবে।'

শান্ত চেহারায় মাথা ঝাঁকাল মিলার্ড। 'আমাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে, ম্যাক, আমরাও ফুরিয়ে গেছি। নতুন সভ্যতার আমাদের মত মানুষকে আর প্রয়োজন নেই। আর জীবন? জীবন মানেই তো ঝুঁকি। মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না, ম্যাক, পৃথিবীতে মৃত্যুই একমাত্র স্থির সত্য। ইচ্ছে হলে তো কেউ চির জীবন বাঁচে না! অবসর নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরার চেয়ে একবারে জীবনকে বিদায় দেয়া ভাল।'

'ঠিকই বলেছ, জো বয়, একটা বোতল থাকলে কয়েক ঢোক

গিলে তোমাকে উইশ করতাম,' ফোঁশ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রৌঢ় আউট-ল। 'যাও, পাথরের পেছনে গিয়ে তৈরি হয়ে নাও; আমিও নেমে যাচ্ছি ক্যানিয়ন রিমে, ওরা বুঝবে দু'দিক থেকে দোজখ ভেঙে পড়লে কেমন লাগে।'

পাড় ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে এল আউট-লরা। ক্যানিয়নের ভেতরে সঙ্গীদের মৃত্যুর ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি, লুটের অর্থ কব্জা করলেও কারও মুখে হাসি নেই। গম্ভীর চেহারায় সবার আগে চলেছে লোকো আর.ডারবি। 'ডান দিকেরটা ডারবি,' বলে ম্যাকেনলি চিৎকার দেয়ার আগে আউট-লরা টেরও পেল না অ্যাম্বুশে পড়েছে।

আউট-লরা পিস্তলে হাত দেয়ার সাথে সাথে গর্জে উঠল মিলার্ড আর ম্যাকেনলির সিক্সগান। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা দু'জনই। বিস্ফোরিত হলো লোকোর মগজ, ঘোড়া থেকে আছড়ে মাটিতে পড়ল সে। মিলার্ডের বুলেট ডারবির কপালে ঢুকল ছোট্ট একটা ফুটো করে। দেখে মনে হলো তৃতীয় একটা চোখ গজিয়েছে কপালে। ঘোড়ার ওপর চিত হয়ে গেল আউট-ল, তারপর ঢলে পড়ল নিচে। স্টিরাপে পা বেধে গেল। আতঙ্কিত ঘোড়া তাকে ছেঁচড়ে নিয়ে ছুটল।

থমকে গেছে আউট-লরা, প্রথমে মনে হলো নেতার মৃত্যু এত সহজে হলো দেখে অস্বাভাবিক আচরণ করছে। ওদের মাথার ওপর দিয়ে সবক'জন তাকিয়ে আছে রেল ট্র্যাকের দিকে। ব্যাপার তা নয়, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে কারণটা মিলার্ডও বুঝতে পারল। একটা হ্যাণ্ডকার আসছে ট্র্যাকের ওপর দিয়ে, ওটার পেছনে আসছে শতখানেক যানবাহন। গুরুগম্ভীর গুঞ্জন করছে গাড়ির এঞ্জিনগুলো, আকাশ বাতাস কাঁপাচ্ছে মটরসাইকেল।

খুব দ্রুত এগিয়ে এল হ্যাণ্ডকার, মেয়রই প্রথম খেয়াল করল যে ক্যানিয়নের ওপর রেলওয়ে ব্রিজ ভেঙে পড়েছে। 'লাফ! লাফ!!' বলেই রাইফেল হাতে লাফ দিল সে। বাকি চারজনের কেউ কারও চেয়ে কম দ্রুত নয়, মুহূর্তে খালি হয়ে গেল হ্যাণ্ডকার। ব্রিজের ওপর উঠে উড়াল দিল ওটা, একটু পরে লোহার সাথে লোহা বাড়ি খাওয়ার শব্দ হলো ক্যানিয়নের ভেতরে।

পলকহীন চোখে দেখছে আউট-লরা, পালাবার বা ড্র করার চেষ্টাও করল না। ওরা বুঝে গেছে ধরা পড়তেই হবে, আর কোনও উপায় নেই। ইশারা করতেই মাথার ওপর হাত তুলল সবক'জন।

মেয়র উইলিয়াম রাইফেল হাতে দৌড়ে এল ওদের কাছে। পৌঁছে গেছে যানবাহনের মিছিল। ক্রুদ্ধ জনতা হাত-পা বেঁধে ফেলল আউট-লদের। ডারবির ঘোড়া ধরে আনার পর গুনে দেখা গেল ব্যাংকের এক ডলারও খোয়া যায়নি।

'একেবারে চেঁছেপুঁছে সিন্দুক সাফ করেছে!' মন্তব্য করল মেয়র। হাত নেড়ে সবাইকে চুপ করিয়ে বলল, 'আজ পশ্চিমের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন।'

নোটবুক আর পেন্সিল হাতে রুগ্ন, দাড়িওয়ালা এক লোক দৌড়ে এসে দাঁড়াল মেয়রের সামনে। নিজেকে ফ্রী প্রেসের সাংবাদিক বলে পরিচয় দিল সে, জানতে চাইল, 'অনেকের মুখে শুনলাম এই অভিযানে সফল হওয়ায় আপনি গভর্নর পদে দাঁড়াতে পারেন, কথাটা কি সত্যি?'

'গভর্নর? কেন, গভর্নর কেন?' বিস্মিত হওয়ার অভিনয় নিখুঁত হলো মেয়রের। 'আমার যা কর্তব্য ছিল তার বেশি কিছু তো আমি করিনি। এখনও এ ব্যাপারে কিছু ভেবে দেখিনি, তবে আমি গভর্নর হলে জরুরী অনেক বিষয়ে দ্রুত উন্নতির জন্য পদক্ষেপ নিতাম।'

গোপনে কথা বলার জন্য সাংবাদিকের কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটতে শুরু করল মেয়র।

'তোমাদের মেয়র সত্যি সত্যি প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেও আমি অবাক হব না,' মিলার্ডের পাশে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কোঁচকাল ম্যাকেনলি।

সসংকোচে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল মার্শাল উইলকার, কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'আমি মার্শাল হওয়ার যোগ্য নই, তুমি তোমার ব্যাজ ফিরিয়ে নাও।'

হাসল মিলার্ড, তরুণ উইলকারের দিকে তাকিয়ে বুক থেকে ব্যাজ না খুলতে ইশারা করে বলল, 'লেগে থাকো, তোমারও যোগ্যতা এসে যাবে।'

আউট-লদের স্যাডল-চড়ানো ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে ম্যাকেনলির দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে। 'চলো, মেয়র তার বিশাল বক্তৃতা শুরু করার আগেই রওয়ানা হয়ে যাই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ম্যাকেনলি।

ঘোড়ায় ওঠার পর মিলার্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'জো বয়, এখান থেকেই আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেছে। আমি কানাডায় যাচ্ছি, ছেলের কাছে।'

আউট-লর হাত ধরল মিলার্ড, পরক্ষণেই দুটো তালা লাগানোর শব্দ হলো। বিস্মিত, ক্রুদ্ধ ম্যাকেনলি দেখল মিলার্ডের ডানহাত আর তার বামহাত আটকা পড়েছে হ্যাণ্ডকাফে।

'বিশ্বাসঘাতক, শয়তান...' হিসিয়ে উঠল সে।

'তোমার ছেলে খুশি হবে যখন জানবে তার বাবাকে আইন আর খুঁজছে না,' হাসল মিলার্ড।

'ঈশ্বর তোমাকে তাড়াতাড়ি বেহেস্তে নিক,' গম্ভীর চেহারায় বলল আউট-ল। 'আমি যখন জেল থেকে বের হব ততদিনে আমার

ছেলেরও এত বয়স হয়ে যাবে যে তার ছেলেকে নিয়ে মাছ ধরতে যেতে পারবে না।'

'না, ম্যাকেনলি, জাজ আমার বন্ধু। আমি সাক্ষী দেব ডাকাতি ঠেকানোর জন্য বারবার জীবনের ঝুঁকি নিয়েছ তুমি। জেল হবে না তোমার, কপাল ভাল হলে সোনার মেডেল আর ব্যাংকের রিওয়ার্ড মানিও পাবে।'

'এবার আমার দিকে পেছন ফিরো না, জো মিলার্ড, এবার আমি কথা তো দেবই না কথা বলবও না,' মুখ ঘুরিয়ে নিল ম্যাকেনলি। 'আমাকে টানা হ্যাঁচড়া না করে এখানেই ছেড়ে দিতে পারতে,' কিছুক্ষণ পর ধীর গলায় বলল আউট-ল, 'তুমি আমার পেছনে লাগবে না জানি, আর কারও সাধ্য নেই আমাকে ধরে, ছেলের কাছে ফিরে যেতে পারতাম।'

'তুমি আমার বন্ধু, কয়েকবার জীবন বাঁচিয়েছ, তাই অতীতের কলঙ্ক থেকে তোমাকে মুক্ত করতে চাইছি। আমি চাই না পুরস্কারের টাকার জন্য অতর্কিতে তুমি খুন হয়ে যাও কোনও কাপুরুষের হাতে।'

মিলার্ডের কথায় কোনও জবাব দিল না ম্যাকেনলি, তবে চেহারা দেখে মনে হলো ওর বক্তব্য বুঝতে পেরেছে।

'চলো, ম্যাক,' হ্যাণ্ডকাফে আলতো টান দিল মিলার্ড। 'আমিও চাই তাড়াতাড়ি ঝামেলা মিটে যাক। প্রোগ্রেসে মেরিয়ান আর বাড আমার জন্য অপেক্ষা করছে, এমনিতেই বোকার মত অনেক দেরি করে ফেলেছি।'

****